শ্রীশ্রীচৈতন্য-উপদেশ

(প্রথম খণ্ড)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চৌধুরী [illegible]

সঙ্কলিত।

প্রকাশক

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ বসু, বি, এল,

কমলা প্রেস, খুলনা।

১৩২৬।

মূল্য আট আনা মাত্র।

খুলনা কমলা প্রেস হইতে
শ্রীঅনন্তকুমার বসু দ্বারা মুদ্রিত।

উৎসর্গ পত্র

পরমারাধ্য
শ্রীশ্রী গুরুদেবের
শ্রীকরকমলে
অর্পিত
হইল।

সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। সম্মুখে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এবং পশ্চাতে গোপশিশুগণ 'হরিবোল' বলিতেছে।

সূচী পত্র।

পত্রাঙ্ক

১।	ভক্ত-বাক্যই শ্রীকৃষ্ণের বাক্য	১
২।	শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে চিত্তবৃত্তিই বিদ্যার ফল	৩
৩।	অতিথি-সেবা—গৃহস্থের মূলধর্ম্ম	৬
৪।	যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ	৮
৫।	সংসার অনিত্য—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী	১৩
৬।	ব্রাহ্মণের প্রতি তিলক-ধারণের উপদেশ	১৫
৭।	বিপ্র-পাদোদক-মাহাত্ম্য	১৭
৮।	গুরুকে ভগবৎ-চক্ষে দর্শন ও তাঁহার চরণে আত্ম-নিবেদন করিতে হয়	১৯
৯।	সর্ব্বশাস্ত্রেরই উপদেশ—'কৃষ্ণভক্তি'	২১
১০।	কৃষ্ণভক্তিই প্রকৃত বিদ্যা	২৫
১১।	সেইশাস্ত্রইসত্য যাহাতে কৃষ্ণভক্তি-উপদেশ আছে	২৬
১২।	কোন্ অবস্থায় তীর্থপর্য্যটনে ফল হয়	২৮

১৩। কৃষ্ণভক্তির প্রভাব ও জীবের গতিবর্ণন ৩০
১৪। 'ধাতু' শব্দের ব্যাখ্যা ৩৮
১৫। সঙ্কীর্ত্তন-শিক্ষা দান ৪০
১৬। কৃষ্ণভক্তিব্যতিরিক্ত আর বর নাই ৪২
১৭। ভক্তকে অতিক্রম করিয়া ভগবৎ-পূজার কুফল ৪৫
১৮। ভাগবত-তত্ত্ব কথন ৪৭
১৯। ভক্তিই আবশ্যক—কেবল মাত্র শুদ্ধাচারে ভগবানকে পাওয়া যায় না ৫৩
২০। কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র উপদেশ ও কীর্ত্তন-শিক্ষাদান ৫৫
২১। ভক্ত-মাহাত্ম্য ৫৮
২২। শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখ হইতে তত্ত্ব-কথন ৫৯
২৩। সকলের প্রতি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিবার উপদেশ ৬৪

২৪। সমস্তই ঈশ্বরাধীন—কাহারও স্বতন্ত্র হইবার শক্তি নাই ৬৭
২৫। ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকিলে অবশ্যই মিলিবে ৬৮
২৬। বৈষ্ণব-নিন্দার প্রায়শ্চিত্ত কি? ৭০
২৭। বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য—বৈষ্ণব-নিন্দায় মহাপাপ—এই পাপ হইতে উদ্ধারের উপায় ৭২
২৮। অন্য কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্-ভজনের প্রভাব ৭৬
২৯। কৃষ্ণ কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই করিও না ৮০
৩০। মহান্তের আচরণে দোষদৃষ্টি করিতে নাই ৮১
৩১। তুলসীর প্রতি ভক্তি ৯৫
৩২। 'লক্ষেশ্বর' কাহাকে বলে? ৯৮
৩৩। নিত্য কুশল-মঙ্গল কাহার? ১০০
৩৪। ভক্তি ও জ্ঞান—এই দুই এর মধ্যে বড় কি? ১০১

৩৫।	দীক্ষাগুরু জীবিত থাকা কালে মন্ত্র বিস্মৃত হইলে অন্যের নিকট মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ	১০৬
৩৬।	পরাত্মনিষ্ঠা	১০৮
৩৭।	শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রতি তত্ত্বোপদেশ	১১০
৩৮।	'মুক্তিপদ'—ইহার অর্থ কি?	১৩৭
৩৯।	কৃষ্ণৈকশরণ উপদেশ	১৩৯
৪০।	গৃহে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ-উপদেশ	১৪১
৪১।	নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইলে মনে অহঙ্কার ও অভিমান স্থান পায় না	১৪২
৪১ক।	মহাভাগবত স্থাবর ও জঙ্গমের ভিতর শ্রীভগবানকে দেখেন	১৪৫
৪২।	শ্রীবেঙ্কট ভট্টের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ তত্ত্বোপদেশ	১৪৮

৪৩। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-গোচর নহে ১৫৭
৪৪। সাধ্য সাধন তত্ত্ব বিচার ১৬০
৪৫। ঈশ্বর শাস্ত্র-নিয়মাধীন নহেন ১৬৪
৪৬। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-দর্শন নিষিদ্ধ ১৬৭
৪৭। নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তনের ফল ১৭০
৪৮। গৃহস্থবিষয়ী লোকের সাধন-উপদেশ ও বৈষ্ণবের ক্রম নির্ণয় ১৭২
৪৯। মর্কট বৈরাগ্য বর্জ্জনীয় ১৭৯
৫০। উত্তম হইয়াও আপনাকে হীন মনে-করিবার ফল ১৮১
৫১। মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী ১৮২
৫২। মহাজনাবলম্বিত পথ ১৮৬
৫৩। মুসলমান শাস্ত্রোক্ত গূঢ় তত্ত্ব কথন ১৮৮

শুদ্ধি পত্র।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০	২	তরেবে	তরে
২২	৯	অঘ-বক	অজ ভব
২৬	৪	শাস্ত্র	শাস্ত্রই
৩১	১৫	অঙ্গ-	অঙ্গ
৩২	৭	সঞ্চারিয়া	সঞ্চারিয়া
৩৪	১	যজ্ঞেশ	যজ্ঞেশ-
৩৪	১৫	উচিৎ	উচিত
৩৫	৪	দাসী নন্দন	দাসী-নন্দন
৪২	১৬	ভাগবৎ	ভাগবত
৪৫	৩	ভগবত	ভগবদ্
৫৩	১	ভক্তি	ভক্তিই
৫৪	১৪	মোহো	মোহোর
১০৪	১৫	কর্ম্মভিত্রাগ্য	কর্ম্মভির্গ্রাম্য
১০৬	৫	নিষেধ	নিষিদ্ধ
১১৮	৯	ব্রহ্ম	ব্রহ্ম

১২১	১০	ব্র:হ্ম	" ব্র:হ্ম
১২৩	১	চিৎ-শক্তি	" চিৎ-শক্তি
১২৬	২	ঈশ্বর	" ঈশ্বর
১২৭	২	ঈশ্বরের	" ঈশ্বরের
১২৮	২	জীব	" জীব
১৩৫	২	'সম্বন্ধ'	" 'সম্বন্ধ'
১৩৬	২	ভগবানে	" ভগবানে
১৩৬	৫	আয়াস	আরাম
১৪৫	১	৪১	৪১ক
১৪৬	৬	ভগবত্ত্বাত্মেব	ভগবত্যাত্মন্যেব
১৪৯	১০	সঙ্গ মনেচ্ছু	সঙ্গমেচ্ছু
১৭১	১	হরিদাস ও	হরিদাসও
১৭৩	১২	সেই	সে-ই
১৮০	৯	অন্তনিষ্ঠা	অন্তর্নিষ্ঠা
১৮০	১৬	বহিবৈরাগ্য	বহির্বৈরাগ্য

"গোরা দ্বিজ নট-রাজে, বান্ধহ হৃদয়-মাঝে,
কি করিবে সংসার শমন।
নরোত্তম দাসে কহে, গোরা-সম কেহ নাহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন।"

শ্রীশ্রীচৈতন্য-উপদেশ।

১। ভক্ত-বাক্যই শ্রীকৃষ্ণের বাক্য।

শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত শ্রীঈশ্বর পুরীর মিলন হইলে শ্রীঈশ্বর পুরী তাঁহার রচিত "কৃষ্ণলীলামৃত" নামক পুঁথি সমালোচনা করিতে মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু বলিলেন "আপনি একজন পরম ভক্ত। ভক্ত-বাক্যই কৃষ্ণবাক্য। ভক্তবাক্যে যে দোষ দেখে সে নিশ্চয়ই পাপী। ভক্তের কবিত্ব যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে কৃষ্ণের প্রীতি হয়।"

প্রভু বোলে "ভক্তবাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দেখে দোষ সে-ই পাপীজন॥
ভক্তের কবিত্বে যে-তে-মতে কেনে নয়।
সর্ব্বদা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়॥
মূর্খ বোলে 'বিষ্ণায়' 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর।
দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর॥
'মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ॥'(১)
ইহাতে যে দোষ দেখে তাহাতে সে দোষ।
ভক্তের বর্ণন মাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ॥"(২)

---

(১) শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিবার সময়ে মূর্খ ব্যক্তি 'বিষ্ণায়' নমো বলে এবং জ্ঞানীলোক 'বিষ্ণবে' নমো বলে। কিন্তু উভয়েরই সমান পুণ্য হয়, কারণ জনার্দ্দন ভাবগ্রাহী।

(২) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—আদি। ৭ম।

যে-তে-মতে কেনে নয়=যে কোনও প্রকারেরই হউক না কেন

২। শ্রীকৃষ্ণ-পাদ-পদ্মে চিত্তবৃত্তিই বিদ্যার ফল।

কাশ্মীর দেশীয় কেশব পণ্ডিত 'দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত' নামে খ্যাত। কেশব, ভারতের নানাস্থানে দিগ্বিজয় করিয়াছেন। বহু সংখ্যক গণ্যমান্য পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইঁহার চলাফেরা ঠিক বড় মানুষের ন্যায়। ইঁহার সঙ্গে সর্ব্বদা বিস্তর লোকজন ও হাতীঘোড়া থাকে। নবদ্বীপে আসিয়া ইনি সগর্ব্বে বলিলেন "এই নবদ্বীপে যত বড়ই পণ্ডিত থাকুন না কেন তিনি আমার নিকট আসিয়া আমার সহিত তর্ক ও বিচার করিয়া আমাকে পরাস্ত করুন, নতুবা আমাকে জয়পত্র লিখিয়া দিউন। যদি তিনি আমাকে পরাস্ত করিতে পারেন তবে নবদ্বীপবাসিগণ তাঁহাকে উপযুক্ত উপহার দিউন এবং আমিও নবদ্বীপ বাসিগণকে আমার সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যাইব।"

কেশব পণ্ডিতের সহিত বালক অধ্যাপক শ্রীনিমাই পণ্ডিতের বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেশব গঙ্গা-স্তব আরম্ভ করিলেন। অনর্গল শ্লোকের উপর শ্লোক রচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন। শেষ শ্লোকটীর দোষ গুণ বিচার হইল। শ্রীনিমাই পণ্ডিত ঐ শ্লোকের বিশুর আলঙ্কারিক দোষ দেখাইলেন। দিগ্বিজয়ী উহা কিছুতেই খণ্ডন করিতে পারিলেন না এবং অবশেষে বহু বাগ্‌বিতণ্ডার পর শ্রীনিমাইএর নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। রাত্রিতে স্বপ্ন-যোগে সরস্বতী নিমাই পণ্ডিতের প্রকৃত তত্ত্ব দিগ্বি-জয়ীকে বলিলেন এবং বলিয়া দিলেন "তুমি কল্য অতি প্রত্যূষে যাইয়া নিমাই পণ্ডিতের নিকট আত্ম-সমর্পণ কর। দিগ্বিজয়ী তাহাই করিলেন এবং নিমাইএর নিকট স্বীয় বিদ্যা-মদের অসারতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধরিয়া তত্ত্বোপদেশ প্রার্থনা করিলে নিমাই দিগ্বিজয়ীকে এই উপদেশ করিলেন :—

"শুন বিপ্রবর! তুমি মহা ভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান॥
'দিগ্বিজয় করিব' বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে, সে বিদ্যায় সভে কহে॥
মন দিয়া বুঝ, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।
ধন বা পৌরুষ সঙ্গে কেহ নাহি চলে॥
এতেকে মহান্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর-সেবা দৃঢ় চিত্ত করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র! সকল জঞ্জাল।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল॥
যাবত মরণ নাহি উপসন্ন হয়।
তাবত সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয়॥
সে-ই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
'কৃষ্ণ পাদ-পদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি হয়।'
মহা উপদেশ এই কহিলুঁ তোমারে।
'সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে'॥"

*　　*　　*　　*

প্রভু বোলে, "বিপ্র! সব দম্ভ পরিহরি।
ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্ব্বভূতে দয়া করি॥
যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।
তাহা পাছে বিপ্র! আর কহ কাহা প্রতি॥
বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু ক্ষয়।
পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয়॥(৩)

৩। অতিথি সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম্ম

গৃহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম্ম।
"অতিথির সেবা গৃহস্থের মূলকর্ম্ম॥

(৩) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—আদি। ৯ম।
সভে = সকলে। এতেকে = অতএব, এই নিমিত্ত।

গৃহস্থ হইয়া যদি অতিথি না করে।
পশুপক্ষী হইতেও অধম বলি তারে॥
যা'র বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট দোষে।
সেহো তৃণ জল ভূমি দিবেক সন্তোষে॥
'তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥'(৪)
সত্যবাক্য কহিবেক করি পরিহার।
তথাপি অতিথি শূন্য না হয় তাহার॥
অকৈতবে চিত্ত-সুখে যার যেন শক্তি।
তাহা করিলেই বলি অতিথির ভক্তি॥''(৫)

(৪) (গৃহস্থ অতিথিকে অন্নদান করিতে অসমর্থ হইতে পারেন কিন্তু তাঁহার শয়ন ও উপবেশনের জন্য) তৃণ ও ভূমি হস্তপদ প্রক্ষালনের ও পানের জন্য জল ও চতুর্থ দ্রব্য অর্থাৎ প্রিয়বাক্য, এই সমস্ত বিষয়ের, (সাধু গৃহস্থের আশ্রমে) কখনও উচ্ছেদ বা অভাব হয় না। (মনুসংহিতা—৩। ১০১)

(৫) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—আদি। ১০ম।

৪। যুগধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ।

শ্রীচৈতন্যদেব যৌবনারম্ভে একবার পূর্ব্বাঞ্চলে যান। তথায় তাঁহার অবস্থিতিকালে তপন মিশ্র নামক জনৈক সাধু ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে যোড়হস্তে দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহার নিকট তত্ত্বোপদেশ প্রার্থনা করিলেন ও কিসে তাঁহার (সেই ব্রাহ্মণের) প্রাণ জুড়াইবে তৎসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিপ্র বোলে "আমি অতি দীন হীন জন।
কৃপা-দৃষ্ট্যে কর মোর সংসার মোচন॥
সাধ্য-সাধন তত্ত্ব কিছুই না জানি।
কৃপা করি আমা' প্রতি কহিবা আপনি॥

অতিথি না করে—অতিথি সৎকার না করে।
পরিহার—দোষাপনয়ন। অকৈতবে—ফলকামনাশূন্য হইয়া। যেন—যেমন।

বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়।
কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময় ॥"
প্রভু বোলে "বিপ্র! তোমার ভাগ্যের কি কথা।
কৃষ্ণ ভজিবারে চাহ সেই সে সর্ব্বথা ॥
ঈশ্বর ভজন অতি দুর্গম অপার
যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছেন করি পরচার ॥
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম রাখি ক্ষিতিতলে।
স্বধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজস্থানে চলে ॥
'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥'(৬)
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য গৃহ্ণতেহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥"(৭)

(৬) শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য, দুষ্কর্ম্মপরায়ণ জনগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। গীতা—৪। ৮

(৭) গর্গমুনি নন্দ মহারাজকে বলিতেছেন—আপনার এই

কলিযুগ ধর্ম্ম হয় নাম সঙ্কীর্ত্তন।
চারি যুগে চারি ধর্ম্ম জীবের কারণ॥
'কৃতে যৎধ্যায়তো বিষ্ণুঃ ত্রেতায়াং যজতোমখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥'(৮)

[ই]নি প্রতিযুগে দেহ ধারণ করেন এবং ইহার তিনটী বর্ণ হইয়া থাকে, যথা—শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ; সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। 'শুক্ল' অর্থাৎ সত্যযুগে হংসাবতারে শ্বেতবর্ণ। 'রক্ত' অর্থাৎ ত্রেতাযুগে হয়গ্রীবাবতারে রক্তবর্ণ। 'পীত' অর্থাৎ কলিযুগে গৌরবর্ণ (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু)। ভাগবত—১০।৮।৯

"শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ এই তিন দ্যুতি।
সত্য, ত্রেতা, কলিকালে ধরেন শ্রীপতি।
ইদানী দ্বাপরে তিঁহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের মর্ম্ম।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদি। ৩য়)

(৮) সত্যযুগে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদিদ্বারা, দ্বাপরে পরিচর্য্যা (অর্চ্চনা) দ্বারা এবং কলিযুগে কীর্ত্তনাদিদ্বারা ভগবানের আরাধনা হয়—

অতএব কলিযুগ নাম-যজ্ঞ সার।
আর কোন কর্ম্ম কৈলে না হয় পার॥
রাত্রি দিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥
শুন বিপ্র! কলিযুগে নাহি তপ যজ্ঞ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া।
কুটিনাটি প'রহার একান্ত হইয়া॥
সাধ্যসাধন তত্ত্ব যে কিছু সকল।
হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥
'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥'(৯
'হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥'

(৯) (বৃহন্নারদীয় পুরাণ) কলিযুগে হরিনাম ব্যতীত জীবের আর অন্য গতি নাই, নাই, নাই।

এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র।
ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হ'বে।
সাধ্যসাধন তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥(১০)

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হইতে হয় সর্ব্ব জগত নিস্তার॥
দার্ঢ্যলাগি হরেনাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনরেবকার॥
'কেবল' শব্দ পুনরপি নিশ্চয়-কারণ।
জ্ঞান, যোগ, তপ আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি তিন উক্তি এবকার॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদি। ১৭

(১০) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—আদি। ১০ম। পরচার=প্রচার। দৃষ্ট্যে=দৃষ্টিদ্বারা। সাধ্য=সাধনীয় অর্থাৎ ভগবৎপ্রেম। সাধন=ভগবদ্‌ভজন প্রণালী, যথা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি। নাহি ভায়=ভাল লাগে না। কুটিনাটি=ছলনা, চাতুরী। সাধিতে=সাধন করিতে।

৫। সংসার অনিত্য—মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

শ্রীনিমাই পণ্ডিত পূর্ব্বাঞ্চল হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া জানিলেন যে তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবী পরলোক গমন করিয়াছেন। শ্রীনিমাইকে দেখিয়া তাঁহার জননী শচীদেবী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। শ্রীনিমাই তাঁহাকে এইরূপ প্রবোধ-বাক্য বলিলেন :—

"যার যে নির্ব্বন্ধ আছে ঘুচাইবে কেহ।
সকল সংসার মিথ্যা সব দেহ গেহ॥
তোমারে কে বুঝাইব তুমি সব জান।
জানিয়া শুনিয়া কেনে প্রবোধ না মান॥
শরীর ধরিয়া কেহ মৃত্যু না এড়ায়।
ব্রহ্মাদি দেবতা যত তারা মৃত্যু পায়॥

কেহ আগে কেহ পাছে মরণ সভার।
জন্ম মরণ মাত্র সভার ব্যবহার ॥"(১১)
'কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণং'। (১২)
প্রভু বোলে "মাতা! দুঃখ ভাব কি কারণে।
ভবিতব্য যে আছে সে ঘুচিব কেমনে ॥
এই মত কাল গতি,—কেহ কারো নহে।

(১১) শ্রীচৈতন্যমঙ্গল (শ্রীলোচন দাস কৃত)। আদি।
ঘুচাইবে কেহ=কেহই ঘুচাইতে অর্থাৎ দূর করিতে পারে না। গেহ=গৃহ। সভার ব্যবহার=সকলের রীতি।

(১২) ভাগবত—৮। ১৬। ১৯। অদিতির প্রতি কশ্যপের উক্তি। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই :—

"ক্ব দেহো ভৌতিকোঽনাত্মা ক্বচাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ।
কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণং ॥"

অর্থাৎ ভৌতিক অনাত্ম দেহ কোথায়, আর প্রকৃতির পর (অতীত) আত্মাই বা কোথায়? পতি পুত্রাদিই বা কে? পতি-পুত্রাদি কাহার? ভাবিয়া দেখিলে, মোহই ঐ সকল প্রতীতির কারণ।

অতএব 'সংসার অনিত্য' বেদে কহে ॥
ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন যে, সকল সংসার।
সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ॥
অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়।
হইল সে কার্য্য আর দুঃখ কেনে তায় ॥
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি।
তারে বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী ॥'(১৩)

৬। ব্রাহ্মণের প্রতি তিলক-ধারণের উপদেশ।

শ্রীনবদ্বীপ নিবাসী মুকুন্দ সঞ্জয়ের পুত্র পুরুষোত্তম দাসের বাটীর চণ্ডীমণ্ডপে অধ্যাপক শ্রীনিমাই শিষ্যগণকে পড়াইয়া থাকেন। যদি কোনও শিষ্য

(১৩) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—আদি। ১০ম।

কোনদিন ভ্রমবশতঃ কপালে তিলক না দিয়া আসে তবে তাহাকে তিলক ধারণ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া শ্রীনিমাই এমন লজ্জা দেন যে সে পুনরায় বিনা তিলকে তাঁহার নিকট আসে না।

প্রভু বোলে "কেনে ভাই কপালে তোমার।
তিলক না দেখি কেনে কি যুক্তি ইহার॥
তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।
তবে তারে 'শ্মশান সদৃশ' বেদে বলে॥
বুঝিলাঙ আজি তুমি নাহি কর' সন্ধ্যা।
আজি ভাই! তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা॥
চল, সন্ধ্যা কর গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার।
সন্ধ্যা করি তবে সে আসিহ পঢ়িবার॥"(১৪)

(১৪) ঐ। বন্ধ্যা=বিফল। পঢ়িবার=পাঠ করিবার॥

৭। বিপ্র-পাদোদক-মাহাত্ম্য।

শ্রীনিমাই তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর ও অনেক শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া শ্রীগয়াধামে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে মন্দারে আসিয়া তাঁহার প্রবল জ্বর হইল। সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা জ্বর নিবারণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে শ্রীনিমাই তাঁহাদিগকে বলিলেন "আমাকে ব্রাহ্মণের পাদোদক আনিয়া দাও। উহা পান করিলেই আমার জ্বর ছাড়িবে।" শিষ্যগণ তাহাই করিলেন। পাদোদক পান করা মাত্র শ্রীনিমাই পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইলেন। বিপ্রপাদোদক মাহাত্ম্য দেখাইবার নিমিত্তই তিনি ঐরূপ কৃত্রিম জ্বরের সৃষ্টি করিলেন।

প্রাকৃত লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
লোক শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন জ্বর॥

মধ্য পথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে।
শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে॥
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার।
তথাপি না ছাড়ে জ্বর, হেন ইচ্ছা তাঁর॥
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে।
'সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্র-পাদোদক পানে॥'
বিপ্র-পাদোদকের মহিমা বুঝাইতে।
পান করিলেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে॥
বিপ্র-পাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর।
সেই ক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নাহি জ্বর॥
ঈশ্বর সে করে বিপ্র-পাদোদক-পানে॥
এ তান স্বভাব বেদ-পুরাণ-প্রমাণে॥
যে তাহান দাস্য-পদ ভাবে নিরন্তর।
তাহারো অবশ্য দাস্য করেন ঈশ্বর॥
অতএব নাম তান 'সেবক-বৎসল।'
আপনে হারিয়া বাঢ়ায়েন ভৃত্য-বল॥(১৫)

(১৫) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—আদি। ১২শ।

৮। গুরুকে ভগবৎ-চক্ষে দর্শন ও তাঁহার চরণে আত্ম নিবেদন করিতে হয়।

"শ্রীগয়াক্ষেত্রে শ্রীগদাধরের পাদপদ্ম দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম সমুদিত হইয়াছিল। এই প্রেমের গাঢ় অবস্থায় তিনি শ্রীঈশ্বর পুরীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রীঈশ্বর পুরীকে কি প্রকার ভগবৎ চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কি প্রকার আত্মনিবেদন করিয়া দেহ পর্য্যন্ত দান করিয়াছিলেন তাহা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর নিম্নোক্ত বাক্যে প্রতীয়মান হইতেছে। এস্থলে গুরুকে ভগবৎ-চক্ষে দেখার উপদেশ দেওয়া হইতেছে।"

প্রভু বোলে, "গয়া যাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাঙ চরণ তোমার॥

তান = তাঁহার। তাহান = তাঁহার। বাঢ়ায়েন = বাড়াইয়া থাকেন।

তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেহো যারে পিণ্ড দিয়ে, তরেরে' সেই জন॥
তোমা' দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেই ক্ষণে সর্ব্ব বন্ধ পায় বিমোচন॥
অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থেরো পরম তুমি মঙ্গল-প্রধান।
সংসার সমুদ্র হৈতে উদ্ধারো আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাঙ তোমারে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত-রস-পান।
আমারে করাও তুমি এই চাহি দান॥"(১৬)

(১৬) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—আদি। ১২শ। দিয়ে=দিই।
শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন :—

"আচার্য্যং মাং বীজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিত।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরু॥"

অর্থাৎ আচার্য্যকে (গুরুকে) আমার স্বরূপ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য, কথনও তাঁহাকে অবমাননা করা কি তাঁহাকে মনুষ্যজ্ঞানে

৯। সর্ব্বশাস্ত্রেরই উপদেশ—'কৃষ্ণভক্তি'।

শ্রীগয়াধাম হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করা অবধি শ্রীনিমাই প্রায় সর্ব্বদাই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর থাকেন অধ্যাপনা কার্য্য করিতে তাঁহার আর ইচ্ছা বা সামর্থ্য নাই। এখন তাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই কথা ব্যতীত আর কিছুই নাই। একদিন শিষ্যবর্গের ও গুরুজনাদির অনুরোধে শ্রীনিমাই পণ্ডিত পড়াইতে বসিলেন। শিষ্যগণ 'হরি' বলিয়া পুঁথি খুলিলেন।

তাঁহার গুণের দোষারোপ করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু গুরু সর্ব্বদেবময়। (ভাগবৎ—১১।১৭।২৫)

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥
*   *   *
শিক্ষাগুরুকে ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী ভক্তশ্রেষ্ঠ এই দুইরূপ।"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদি। ১ম)

ইহা শুনিয়া শ্রীনিমাইএর আনন্দ হইল। তিনি আবিষ্ট হইয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন এবং ইহাই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সর্ব্বশাস্ত্রই কৃষ্ণভক্তি উপদেশ দিতেছেন, কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তিই সকল শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম।

প্রভু বোলে "সর্ব্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই না বোলয়ে আন॥
কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর।
অজ-ভব-আদি যত কৃষ্ণের কিঙ্কর॥
কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' যে আর বাখানে।
ব্যর্থ জন্ম যায় তার অকথ্য কথনে॥
আগম বেদান্ত-আদি যত দরশন।
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে 'কৃষ্ণ-পদে ভক্তিধন॥'
মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়।
ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অন্য পথে যায়॥

করুণা-সাগর কৃষ্ণ জগত-জীবন।
সেবক-বৎসল নন্দ-গোপের নন্দন॥
হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি মতি।
পড়িয়াও সর্ব্বশাস্ত্র তাহার দুর্গতি॥
দরিদ্র অধম যদি লয় কৃষ্ণনাম।
সর্ব্বদোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণধাম॥
এই মত সকল শাস্ত্রের অভিপ্রায়।
ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায়॥
কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মর্ম্ম নাহি জানে॥
শাস্ত্রের না জানে মর্ম্ম, অধ্যাপনা করে।
গর্দ্দভের প্রায় মাত্র শাস্ত্র বহি' মরে॥
পড়িয়া শুনিয়া লোক গেল ছারখারে।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিল তাহারে॥
পূতনারে যে প্রভু করিলা মুক্তিদান।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি লোক করে অন্য ধ্যান॥

অঘাসুর-হেন পাপী যে কৈল মোচন।
কোন্ সুখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্ত্তন॥
যে কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র।
না বোলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র॥
যে কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল।
তাহা ছাড়ি' নৃত্য গীত করয়ে মঙ্গল॥
অজামিল উদ্ধারিল যে কৃষ্ণের নামে।
ধন-কুল-বিদ্যা-মদে তাহা নাহি জানে॥
শুন ভাই সব! সত্য আমার বচন।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-ধন॥
যে চরণ সেবিতে লক্ষ্মীর অভিলাষ।
যে চরণ সেবিয়া শঙ্কর শুদ্ধ দাস॥
যে চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।
হেন পাদপদ্মে ভাই! সভে হই দাস॥"(১৭)

---

(১৭) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ১ম।
আন = অন্য। বাখানে = ব্যাখ্যা করে। মঙ্গল = মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি। পরকাশ = প্রকাশ।

১০। কৃষ্ণভক্তিই প্রকৃত বিদ্যা।

অধ্যাপক শ্রীনিমাই, শিষ্যগণকে উপদেশ দিতেছেন :—(১৮)

"পঢ়' এক সত্য বস্তু কৃষ্ণের চরণ।
সে-ই বিদ্যা, যা'তে হরিভক্তির লক্ষণ॥
তাহা বিনু অবিদ্যা সকল শাস্ত্রে কহে।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনা কেহ সঙ্গী নহে॥
বিদ্যা-কুল-ধন-মদে কৃষ্ণ নাহি পায়।
ভক্তিতে সে অনায়াসে পাই যদুরায়॥
ভক্তিরসে বশ কৃষ্ণ দেখহ বিচারি।
এত কহি শ্লোক পঢ়ে শাস্ত্র অনুসরি॥
'ব্যাধস্যাচরণং ধ্রুবস্য বয়ো বিদ্যা গজেন্দ্রস্য কা
বংশঃ কো বিদুরস্য যাদবপতেরুগ্রস্য কিং পৌরুষং

(১৮) শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস কৃত)—আদি।

কুব্জায়াঃ কিমু নাম রূপমধিকং কিম্বা সুদাম্নো ধনং
ভক্ত্যা তুষ্যতি কেবলং নচগুনৈঃ ভক্তি-
প্রিয়মাধবঃ' ॥"(১৯)

১১। সেই শাস্ত্র সত্য, যাহাতে কৃষ্ণ-ভক্তি উপদেশ আছে।

শচীদেবী শ্রীনিমাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপ! আজি কি পুঁথি পড়িলে?" তদুত্তরে শ্রীনিমাই বলিলেন :—

(১৯) "ব্যাধের কি আচার ছিল, যাদবপতি উগ্রসেনের কি পৌরুষ ছিল (কারণ নিজপুত্র কংস তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিল), কুব্জার কি রূপ ছিল (সে ত ত্রিবক্রা) এবং (ধন থাকিলেই যদি ভগবৎ-প্রীতি হইত, তবে দরিদ্র) সুদামা বিপ্রের কি ধন ছিল? কেবল ভক্তিতেই ভগবান তুষ্ট হয়েন, অপর কোনও গুণেই তুষ্ট হয়েন না।"

প্রভু বোলে "আজি পঢ়িলাঙ কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম ॥
সত্য-কৃষ্ণ-নাম-গুণ শ্রবণ কীর্ত্তন।
সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে যে জন ॥
সেই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যায়।
অন্তথা হইলে শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায় ॥
'যস্মিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তি র্ন দৃশ্যতে।
শ্রোতব্যং নৈব তৎশাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা
স্বয়ং বদেৎ' ॥(২০)

চণ্ডাল চণ্ডাল নহে, যদি কৃষ্ণ বোলে।
বিপ্র নহে বিপ্র যদি অসৎ পথে চলে ॥"(২১)

---

(২০) যে শাস্ত্রে বা পুরাণে হরিভক্তি দেখা যায় না (অর্থাৎ উপদেশ দেয় না), তাহা যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বলেন, তথাপি তাহা শ্রোতব্য নহে। (জৈমিনি ভারত)

(২১) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ১ম।

১২। কোন্ অবস্থায় তীর্থ-পর্য্যটনে ফল হয়।

শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারির প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি :—(২২)

"হৃদয়ে যাবৎ কৃষ্ণ উদয় না করে।
তাবৎ তীর্থের অনুগত নাহি তারে॥
কৃষ্ণ-প্রেম বিনু ধর্ম্ম কেহ কিছু নহে।
পড়িয়া দেখহ ইহা শাস্ত্রে সব কহে॥
'মৌনঃ স্নানপরঃ ফণী পবনভুক্ মেষোঽপি পর্ণাশনঃ
শশ্বদ্ভ্রাম্যতি চক্রিগৌরপি বকো ধ্যানে সদা তিষ্ঠতি।
গর্ত্তে তিষ্ঠতি মূষিকোঽপি গহনে সিংহঃ সদা বর্ত্তত-
এতেষাং ফলমস্তি হন্ত তপসা সদ্ভাবসিদ্ধিং বিনা॥'(২৩)

(২২) শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস কৃত)—মধ্য।

'আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং' ॥"(২৪)

(২৩) "মৎস্য নিত্য স্নানকারী, সর্প পবন-ভক্ষক, মেষ পত্র-ভক্ষক, কলুর বলদ নিত্য ভ্রমণশীল, (মৎস্য গ্রহণার্থে) বক সততই ধ্যানমগ্ন অর্থাৎ সুস্থির, মূষিক নিত্যই গর্ত্তে বাস করে, এবং সিংহ বনবাসী; ইহাদের ঐ সকল আচরণকে কি তপস্যা বলিতে হইবে? অর্থাৎ ভাবশুদ্ধি ব্যতিরেকে কিছুতেই ফললাভ হইতে পারে না।"

(২৪) যিনি শ্রীহরির আরাধনা-পরায়ণ তাঁহার আর তপস্যায় কি প্রয়োজন? যিনি শ্রীহরির আরাধনা কখনও করেন না তাঁহার তপস্যার প্রয়োজন কি? যাঁহার অন্তরে ও বাহিরে সর্ব্ব স্থানেই হরি বিদ্যমান, তাঁহার তপস্যার প্রয়োজন কি? যাঁহার অন্তরে কি বাহিরে কোন স্থানেই হরি নাই তাঁহারও তপস্যায় প্রয়োজন কি?

১৩। কৃষ্ণভক্তির প্রভাব ও জীবের গতি বর্ণন।

মহাপ্রভু স্বীয় জননী-সমীপে কৃষ্ণভক্তির প্রভাব বর্ণন প্রসঙ্গে জীবের গতির বর্ণনা করিতেছেন :—(২৫)

"শ্রীহরির আরাধন করে যেইজন।
তপস্যায় কিবা তার আছে প্রয়োজন॥
শ্রীহরির আরাধন না করে যে জন।
তপস্যায় বল তার কিবা প্রয়োজন॥
অন্তরে বাহিরে করে শ্রীহরি ভজন।
তপস্যায় বল তার কিবা প্রয়োজন॥
অন্তরে বাহিরে হরি না করে ভজন।
তপস্যায় বল তার কিবা প্রয়োজন॥"

---

(২৫) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ১ম। মহাপ্রভুর এই উপদেশ কপিলদেব কর্তৃক জীব-গতি সম্বন্ধে তাঁহার জননী দেবহূতীর প্রতি উপদেশের অনুরূপ। (ভাগবত—৩। ৩১)।

"শুন শুন মাতা! কৃষ্ণ-ভক্তির প্রভাব।
সর্ব্বভাবে কর মাতা কৃষ্ণে অনুরাগ॥
কৃষ্ণের সেবক মাতা! কভু নহে নাশ।
কাল-চক্র ডরায়েন দেখি কৃষ্ণদাস॥
গর্ব্তবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।
কৃষ্ণের সেবক মাতা! কিছুই না জানে॥
জগতের পিতা কৃষ্ণ, যেনা ভজে বাপ।
পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ॥
চিত্ত দিয়া শুন মাতা! জীবের যে গতি।
কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি॥
মরিয়া মরিয়া পুন পায় গর্ব্তবাস।
সর্ব্ব অঙ্গে অমেধ্য পঙ্কের পরকাশ॥
কটু অম্ল লবণ,—জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার, মহা মোহ পায়॥
মাংসময় অঙ্গ-কৃমিকুলে বেড়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে জ্বালায়॥

নড়িতে না পারে তপ্ত পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে ভবিতব্যতার কাজে॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ব্ভে গর্ব্ভে হয় পুন উৎপত্তি প্রলয়॥
শুন শুন মাতা! জীব-তত্ত্বের সংস্থান।
সাত মাসেতে জীবের গর্ব্ভেতে হয় জ্ঞান॥
তখন সে সঙারিয়া করে অনুতাপ।
স্তুতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘনশ্বাস॥
'রক্ষ কৃষ্ণ জগত-জীবন প্রাণ-নাথ।
তোমা বই জীব-দুঃখ নিবেদিব কা'ত॥
যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায়ে সেই-সে।
সহজ-মৃতেরে প্রভু! মায়া কর কিসে॥
মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে বঞ্চিলুঁ জনম।
না ভজিলুঁ তোর দুই অমূল্য চরণ॥
যে পুত্র পোষণ কৈলুঁ অশেষ বিধর্ম্মে।
কোথা বা সে সব গেল মোর এই কর্ম্মে॥

এখন এ দুঃখে মোরে কে করিবে পার।
তুমি সে এখন বন্ধু করিবা উদ্ধার॥
এতেকে জানিলুঁ সত্য তোমার চরণ।
রক্ষ প্রভু রক্ষ! তোর লইলুঁ শরণ॥
তুমি-হেন কল্পতরু ঠাকুর ছাড়িয়া।
ভুলিলাঙ অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া॥
উচিত তাহার এই শাস্তি যোগ্য হয়।
করিলা ত এবে কৃপা কর মহাশয়॥
এই কর আর যেন তোমা না পাসরি।
যেখানে সেখানে কেনে না জন্মি না মরি॥
যেখানে তোমার নাঞি যশের প্রচার।
যথা নাঞি বৈষ্ণবগণের অবতার॥
যেখানে তোমার মহামহোৎসব নাই।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই॥'
'ন যত্র বৈকুণ্ঠ-কথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতা তদাশ্রয়াঃ।

ন যত্র যজ্ঞেশ মখা-মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥'(২৬)
'গর্ব্ভবাস-দুঃখ প্রভু! এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্ব্বকাল ॥
তোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা।
হেন কৃপা কর প্রভু! না ফেলিবা তথা ॥
এই মত দুঃখ প্রভু! কোটি কোটি জন্ম।
পাইলুঁ বিস্তর প্রভু! সব মোর কর্ম্ম ॥

(২৬) ভাগবত—৫। ১৯। ২৪

হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের পরম কল্যাণকর চরিত্র গান করিতেছেন এবং তদুপলক্ষে নারদ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তুতিগান বর্ণনা করিতেছেন—যে স্থানে শ্রীহরির কথারূপ অমৃতময়ী নদী নাই এবং যেখানে ভগবৎ-কথা-আশ্রয়কারী (ভগবৎ-কথা-প্রিয়) সাধুগণ নাই, যে স্থানে ভগবানের অর্চ্চনা ও মহোৎসবাদি না হয়, এবম্বিধ স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও তাহার সেবা করা উচিত নহে।

সে দুঃখ-বিপদ রহু বারে বার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব্ববেদ সার॥
হেন কর কৃষ্ণ! এবে দাস্য-যোগ দিয়া।
চরণে রাখহ দাসী-নন্দন করিয়া॥
বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
তোমা বই তবে প্রভু! না গাইমু আর,॥
এই মত গর্ব্ভবাসে পোড়ে অনুক্ষণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণ-স্মৃতির কারণ॥
স্তবের প্রভাবে গর্ব্ভে দুঃখ নাহি পায়।
কালে পড়ে ভূমিতে আপন-অনিচ্ছায়॥
শুন শুন মাতা! জীব-তত্ত্বের সংস্থান।
ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় অগেয়ান॥
মূর্চ্ছাগত হয় ক্ষণে ক্ষণে কান্দে হাসে।
কহিতে না পারে, দুঃখ-সাগরেতে ভাসে॥
কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায়।
কৃষ্ণ না ভজিলে এই মত দুঃখ পায়॥

কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি জ্ঞান।
ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ সেই- ভাগ্যবান ॥
অন্যথা না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্টসঙ্গ করে।
পুন সেই মত মায়া-পাশে ডুবি মরে ॥
'যদ্যসদ্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোদ্যমৈঃ।
আস্থিতো রমতে জন্তুস্তমো বিশতে পূর্ব্ববৎ ॥'(২৭)
'অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্যেন জীবনম্।
অনারাধিত-গোবিন্দচরণস্য কথং ভবেৎ ॥'(২৮)

---

(২৭) ভাগবত—৩।৩১।৩২।

দেবহূতীর প্রতি তাহার পুত্র কপিলদেব বলিতেছেন—আমার ঐ জীব যদি ইন্দ্রিয় ও উদরবৃত্তি চরিতার্থতার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত অসৎ ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের অনুষ্ঠিত পথে বিচরণ করে, তবে পূর্ব্ববৎ যাতনাময় দেহকে অবলম্বন পূর্ব্বক ঘোর নরকে প্রবেশ করে।

(২৮) যে ব্যক্তি কখনও গোবিন্দের চরণ আরাধনা করেন নাই—তাঁহার পক্ষে দারিদ্র্য ব্যতিরেকে জীবন-ধারণ এবং বিনাক্লেশে মৃত্যু কিরূপে সম্ভবে?

অনায়াসে মরণ জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে॥
এতেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা! মুখে বোল হরি॥
ভক্তিহীন কর্ম্মে কোন ফল নাহি পায়।
সেই কর্ম্ম ভক্তিহীন—পরহিংসা যায়॥"(২৯)

(২৯) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ১ম।
অমেধ্য=অপবিত্র, মলিন। পরকাশ=প্রকাশ।
বেড়ি=বেষ্টন করিয়া। পঞ্জর=পাঁজড়া।
ভবিতব্যতার কাজে=অদৃষ্টের ফলে।
কা'ত=কাহার নিকট, কোথায়।
সহজ-মৃতেরে=যাহার জন্মের সঙ্গে মৃত্যুও জন্মিয়াছে।
"মৃত্যুর্জন্মবতাংবীর দেহেন সহ জায়তে।" (বসুদেব কংসকে বলিতেছেন, হে বীর! যখন দেহী অর্থাৎ জীব জন্ম-গ্রহণ করে তখন তাহার জন্মের সহিতই মৃত্যু জন্ম গ্রহণ করে)। ভাগবত—১০।১।৩৮।
মায়া কর' কিসে=তাহার উপর আর মায়াবিস্তার কর কেন।

১৪। 'ধাতু' শব্দের ব্যাখ্যা।

পড়ুয়াগণের নিকট মহাপ্রভু 'ধাতু' শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

"যত যত রাজা—দিব্য দিব্য কলেবর।
কনক-ভূষিত—গন্ধ-চন্দনে সুন্দর॥
'যমলক্ষ্মী যাহার বচনে' লোক কহে।
ধাতু বিনে শুন তা'র যে অবস্থা হয়ে॥
কোথা যায় সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য চলিয়া।
কেহো ভস্মাকার, কা'রে এড়েন পুঁতিয়া॥
সর্ব্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি।
তাহা সনে করে স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি॥
ভ্রমবশে অধ্যাপক না বুঝহে ইহা।
'হয় নয়' ভাই সব! বুঝ মন দিয়া॥

বঞ্চিলুঁ = কাটাইলাম। অগেয়ান = অজ্ঞান।
ইথে = ইহাতে। এতেকে = অতএব।

এবে যারে নমস্করি, করি মান্য-জ্ঞান।
ধাতু গেলে তা'রে পরশিলে করি স্নান॥
যে বাপের কোলে পুত্র থাকে মহাসুখে।
ধাতু গেলে সেই পুত্র অগ্নি দেই মুখে॥
ধাতু-সংজ্ঞা কৃষ্ণ-শক্তি বল্লভ সভার।
দেখি ইহা ভুঝুক, আছয়ে শক্তি কার॥
এই মত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।
হেন কৃষ্ণে ভাই সব! কর দৃঢ় ভক্তি॥
বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।
অহর্নিশি কৃষ্ণের চরণ কর ধ্যান।
যাহার চরণে দূর্ব্বা-জল দিলে মাত্র।
কভু যম তান্ অধিকারে নহে পাত্র॥
অঘ-বক-পূতনারে যে কৈল মোচন।
ভজ ভজ সেই নন্দ-নন্দন-চরণ।
পুত্র-বুদ্ধ্যে অজামিল যাহার স্মরণে।
চলিল বৈকুণ্ঠপুরী কৃষ্ণের চরণে॥

যাহার চরণ রসে শিব দিগম্বর।
যে চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর॥
যে চরণ-মহিমা অনন্ত গুণ গায়।
দন্তে তৃণ করি ভজ হেন কৃষ্ণ-পায়॥
যাবত আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবত কৃষ্ণের পাদ-পদ্মে কর ভক্তি॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণধন।
চরণে ধরিয়া বোলো 'কৃষ্ণে দেহ' মন'॥ (৩০)

১৫। সঙ্কীর্ত্তন-শিক্ষাদান।

অধ্যাপক শ্রীনিমাই শিষ্যগণকে বলিতেছেন

(৩০) শ্রীচৈতন্য ভাগবৎ—মধ্য। ১ম।
ধাতু=জীবনী শক্তি। তাহানে=তাহারে। এবে=এখন। সভার=সবার, সকলের। দুষুক=দোষ দিউক। তান=তাহার। চরণ রসে=চরণে আসক্তি বশতঃ।

"আমরা এতদিন ত বিদ্যাভ্যাস করিলাম। আজি তোমরা কৃষ্ণ-কীর্ত্তন কর। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়া আইস সকলে মিলিয়া সেই বিদ্যার পরিপূর্ত্তি-সাধন বা সফলতা বিধান করি।"

"পড়িলাঙ শুনিলাঙ এতকাল ধরি।
কৃষ্ণের কীর্ত্তন কর পরিপূর্ণ করি"॥
শিষ্যগণ বোলেন 'কেমন-সঙ্কীর্ত্তন।'
আপনে শিখায় প্রভু শ্রীশচী-নন্দন॥
"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥" (৩১)

---

(৩১) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ১ম।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন :—

"শব্দ-ব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শব্দব্রহ্মে (বেদে) পারদর্শী হইয়াও পরব্রহ্মের ধ্যানাদি করে না, তাহার শাস্ত্র-পাঠাদি অধেনুর

১৬। কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে যাত্রা করিলেন। পথি-মধ্যে ললিতপুর গ্রামে এক বামাচারী সন্ন্যাসীর আশ্রমে তাঁহারা উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু

(দুগ্ধহীনা গাভীর) পালনকারী ব্যক্তির ন্যায় কেবল পরিশ্রম-জনক হইয়া থাকে। পরিশ্রমই তাহার শ্রমফল। সেই পরিশ্রমের অন্য কোনও ফল নাই। (ভাগবৎ—১১।১১।১৭)

সূত ঋষি শৌনকাদি ঋষিদিগকে বলিতেছেন :—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসা বিশ্বক্সেন কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"

অর্থাৎ লোকে ধর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেও যদি তাহা দ্বারা বিশ্বক্সেনের (বিশ্বক্ অর্থাৎ সকল দিকেই যাঁহার সেনা ও পরিকর, তাঁহার) অর্থাৎ শ্রীহরির কথায় যদি রতি না জন্মে তবে সেই ধর্ম্মাচরণ করিতে যে পরিশ্রম হয় তাহা বৃথা শ্রম মাত্র। (ভাগবৎ—১।২।৮)

সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে, "তোমার ধন বংশ সুবিবাহ ও বিদ্যালাভ হউক" এই বলিয়া সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহাতে মহাপ্রভু বলিলেন, "গোঁসাঞি! ইহা আশীর্ব্বাদ নহে। আমার যাহাতে বিষ্ণু-ভক্তি হয় আপনি আমাকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।" সন্ন্যাসীকে শিক্ষাদান উপলক্ষে মহাপ্রভু সর্ব্বলোককে শিক্ষা দিতেছেন :—

প্রভু বোলে "গোসাঞি! এ নহে আশীর্ব্বাদ।
হেন বোল 'তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ'॥
বিষ্ণু-ভক্তি-আশীর্ব্বাদ অক্ষয় অব্যয়।
যে বলিলা গোসাঞি! তোমার যোগ্য নয়॥"
* * * *
ব্যপদেশে মহাপ্রভু সভারে শিখায়।
'ভক্তি বিনে কেহো যেন কিছুই না চায়'॥
"শুন শুন গোসাঞি সন্ন্যাসি! যে খাইব।
নিজকর্ম্মে যে আছে, সে আপনে মিলিব॥

ধন-বংশ নিমিত্ত সংসারে কার্য্য করে।
বোল তার ধন বংশ তবে কেনে মরে॥
জরের লাগিয়া কেহো কামনা না করে।
তবে কেন জর আসি পীড়য়ে শরীরে॥
শুন শুন গোসাঞি! ইহার হেতু, কর্ম্ম!
কোন্ মহাজনে সে ইহার জানে মর্ম্ম॥
বেদেও বুঝায় স্বর্গ, বোলে জনা জনা।
মূর্খ প্রতি সে কেবল বেদের করুণা॥
বিষয় সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ।
চিত্ত বুঝি' কহে বেদ, বেদের কি দোষ॥
'ধন-পুত্র পাই গঙ্গাস্নান হরিনামে'।
শুনিঞা চলয়ে সব বেদের কারণে॥
যে-তে-মতে গঙ্গাস্নান হরিনাম লৈলে।
দ্রব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে॥
এই বেদ-অভিপ্রায় মূর্খ নাহি বুঝে।
কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়িয়া, বিষয়-সুখে মজে॥

ভাল মন্দ বিচারিয়া বুঝহ গোসাঞি।
কৃষ্ণ-ভক্তি ব্যতিরিক্ত আর বর নাঞি॥" (৩২)

১৭। ভক্তকে অতিক্রম করিয়া ভগবত-পূজার কুফল।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শান্তিপুর-ভবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হুঙ্কার করিয়া শ্রীঅদ্বৈত ও অন্যান্য ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন :—

(৩২) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ১৯শ।
হউ=হউক। যে-তে-মতে=যে কোন প্রকারে।
হেলে=অনায়াসে, বিনাক্লেশে।

"মোর এই কথা সভে শুন মন দিয়া।
যেই মোরে পূজে মোর সেবক লঙ্ঘিয়া॥
সে অধমজনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।
তা'র পূজা মোর গায়ে অগ্নি-হেন পড়ে॥
যে-ই মোর দাসের সকৃৎ নিন্দা করে।
মোর নাম-কল্পতরু তাহারে সংহারে॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যত—সব মোর দাস।
এতেকে যে পর-হিংসে সে-ই যায় নাশ॥
তুমিত আমার নিজ দেহ হৈতে বড়।
তোমারে লঙ্ঘিয়া দেবে নাশ হয় দঢ়।
সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক-নিন্দা করে।
অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে॥"
বাহু তুলি জগতেরে বোলে গৌরধাম।
"অনিন্দক হই সভে বোল কৃষ্ণনাম॥
অনিন্দক হই' যে সকৃত 'কৃষ্ণ' বোলে।
সত্য সত্য মুঞি তা'রে উদ্ধারিমু হেলে॥"(৩৩)

১৮। ভাগবত-তত্ত্ব কথন।

(১)

শ্রীনবদ্বীপধামে দেবানন্দ পণ্ডিত নামক জনৈক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি সুশান্ত, জ্ঞানবান্, তপস্বী, মোক্ষাভিলাষী ও আজন্ম-উদাসীন ছিলেন। যদিও তিনি ভাগবত পড়াইতেন তথাপি ভক্তিহীন ছিলেন। একদা ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভু দেবানন্দের বাড়ীর নিকট দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহার ভাগবত-ব্যাখ্যা শুনিতে পাইলেন। ভক্তিহীন ব্যাখ্যা শুনিবা-মাত্র মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া দেবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

(৩৩) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ১৯শ।

সভে=সকলে। দঢ়=দৃঢ়। এতেকে=অতএব। অনিন্দক-নিন্দা=যে কখনও কাহারও নিন্দা করে না, এমন ব্যক্তির নিন্দা। ঘুচে তারে=তাহাকে ত্যাগ করে। ধাম=কান্তি।

কোপে বোলে প্রভু "বেটা কি অর্থ বাখানে।
ভাগবত-অর্থ কোন জন্মেও না জানে॥
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার।
গ্রন্থরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার॥
সবে পুরুষার্থ 'ভক্তি' ভাগবতে হয়।
'প্রেমরূপ ভাগবত' চারিবেদে কয়॥
চারিবেদ 'দধি'—ভাগবত 'নবনীত'।
মথিলেন শুক—খাইলেন পরীক্ষিত॥
মোর প্রিয় শুক সে জানেন ভাগবত।
ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব অভিমত॥"

* * * *

"ভক্তি বিনে ভাগবতে যে আর বাখানে"।
প্রভু বোলে "সে অধম কিছুই না জানে"॥(৩৪)

(৩৪) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ২১শ।
বাখানে=ব্যাখ্যা করে। সবে=কেবল মাত্র।
মথিলেন=মন্থন করিলেন।

(২)

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আগমন করিয়া কুলিয়ায় সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ সময়ে দেবানন্দ পণ্ডিত তাঁহার নিকট আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন "প্রভো! আপনি কৃপাময়। লোক-উদ্ধারের জন্য আপনি নবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন। আমি পাপী বলিয়াই আপনার মাহাত্ম্য জানিলাম না। সর্ব্বভূতে দয়া করাই আপনার স্বভাব। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনার প্রতি আমার অনুরাগ হউক। আপনার চরণে আমার আর একটী নিবেদন আছে। আমি জ্ঞানহীন ও অভক্ত কিন্তু তথাপি ভাগবত গ্রন্থ পড়াইয়া থাকি। ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা করিব এবং ইহা কি ভাবে পড়াইব তাহা আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন।" এই কথা শুনিয়া ভগবান শ্রীগৌরচন্দ্র তাঁহাকে লক্ষ্য

করিয়া সকলকেই ভাগবত-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন ঃ—

"শুন বিপ্র! ভাগবতে এই বাখানিবা।
'ভক্তি' বিনু আর কিছু মুখে না আনিবা॥
আদ্য-মধ্য-অন্তে ভাগবতে এই কয়'।
বিষ্ণুভক্তি নিত্য-সিদ্ধ অক্ষয় অব্যয়॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণুভক্তি।
মহাপ্রলয়েও যা'র থাকে পূর্ণশক্তি॥
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে।
হেন ভক্তি না জানি কৃষ্ণের কৃপা বিনে॥
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির তত্ত্ব কহে।
তেঞি ভাগবতসম কোন শাস্ত্র নহে।
যেনরূপ মৎস্য-কূর্ম্ম-আদি অবতার।
আবির্ভাব তিরোভাব যেন তা' সবার॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয়।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয়॥

ভক্তিযোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায়।
স্ফূর্ত্তি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের কৃপায়॥
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায়।
এই মত ভাগবত—সর্ব্বশাস্ত্রে গায়॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে-ই নাহি বুঝে ভাগবতের প্রমাণ॥
অজ্ঞ হই' ভাগবতে যে লয় শরণ।
ভাগবত-অর্থ তা'র হয় দরশন॥
প্রেমময় ভাগবত—কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ।
যাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ॥
বেদ শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।
তথাপি চিত্তের নাহি পাইলা প্রকাশ॥
যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় স্ফুরিল।
ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল॥
হেন গ্রন্থ পঢ়ি' কেহ পড়য়ে সঙ্কটে।
শুন বিপ্র! তোমারে কহিয়ে অকপটে॥

আদ্য-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে।
ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিহ সর্ব্ব মতে॥
তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।
সেইক্ষণে চিত্তবৃত্ত্যে পাইব প্রসাদ॥
সকল শাস্ত্রেই মাত্র 'কৃষ্ণভক্তি' কয়'।
বিশেষত ভাগবত—ভক্তি-রসময়॥
চল তুমি যাহ অধ্যাপনা কর' গিয়া।
কৃষ্ণভক্তি-অমৃত সভারে বুঝাইয়া॥ (৩৫)

---

(৩৫) শ্রীচৈতন্ত ভাগবত—অন্ত্য। ৩য়।
বাখানিবা=ব্যাখ্যা করিবা। তেঞি=সুতরাং।
যেন=যেরূপ। ততক্ষণে=তৎকালে। পঢ়য়ে=পড়িয়া থাকে। বাখানিহ=ব্যাখ্যা করিও। প্রসাদ=প্রসন্নতা।
সভারে=সকলকে।

ভাগবত-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর বলিতেছেন :—

"'ভক্তিযোগ' মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।
আদ্য-মধ্য-অন্ত্যে কভু না বুঝায়ে আন॥

১৭। ভক্তি আবশ্যক—কেবলমাত্র শুদ্ধাচারে ভগবানকে পাওয়া যায় না।

শ্রীচৈতন্য শ্রীবাস গৃহে ভক্তগণের সঙ্গে নৃত্য-

না বাখানে ভক্তি ভাগবত যে পড়ায়।
ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায়॥
মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরস মাত্র।
ইহা বুঝে যে হয় কৃষ্ণের কৃপাপাত্র॥
ভাগবত পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।
কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে॥
ভাগবত পূজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।
ভাগবত-পঠন-শ্রবণে ভক্তি পায়॥
দুই স্থানে 'ভাগবত' নাম শুনি মাত্র।
গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণ কৃপা পাত্র॥
নিত্য পূজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।
সত্য সত্য সেহো হইবেক সেই মত॥"

(শ্রীচৈ-ভা। অন্ত্য। ৩য়)

আন=অন্য কিছু। চাহে=দেখে।

কীর্ত্তনাদি করেন। সেস্থানে বহিরঙ্গ লোকের যাই-বার অধিকার নাই। জনৈক ব্রহ্মচারী মহাপ্রভুর আনন্দ-নৃত্য দেখিতে ইচ্ছুক হইয়া শ্রীবাসের অনু-মতিক্রমে তাঁহার বাটীর এককোণে লুক্কায়িতভাবে নৃত্যাদি দেখিতেছেন। কিছুক্ষণ নৃত্যের পর মহা-প্রভু সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজি আমার আনন্দ হইতেছে না কেন?" তখন শ্রীবাস ভয় পাইয়া প্রকৃত ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। শ্রীবাস বলি-লেন "প্রভো! যিনি লুক্কায়িত আছেন তিনি একজন ব্রহ্মচারী। ইনি কেবলমাত্র জল পান করিয়া জীবন ধারণ করেন।" এই কথা শুনিয়া—

দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলী দেখায়।
"পয়ঃপানে কভু মোরে কেহো নাহি পায়॥
চণ্ডালেহো মোহো শরণ যদি লয়।
সেহো মোর, মুঞি তা'র, জানিহ নিশ্চয়॥

সন্ন্যাসীও যদি মোর না লয় শরণ।
সেহো মোর নহে, সত্য বলিলুঁ বচন॥
গজেন্দ্রবানর গোপ কি তপ করিল।
বোল দেখি তারা মোরে কেমতে পাইল॥
অসুরেও তপ করে, কি হয় তাহার।
বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার॥"
* * * *
প্রভু বোলে "'তপ' করি না করিহ বল।
বিষ্ণুভক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিহ কেবল॥" (৩৬)

২০। কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র উপদেশ ও কীর্ত্তন-শিক্ষা দান।

মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে নগরিয়াগণ

---

(৩৬) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ২৩শ।
মোহো=আমার। সেহো=সেও। না করিহ বল=দর্প বা গর্ব্ব করিও না।

তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। কেহ বা নূতন দ্রব্য, কেহ কদলী, কেহ ঘৃত, কেহ দধি, কেহ দিব্য মাল্য লইয়া চলিলেন। প্রভু ইহাঁদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই মহামন্ত্র সর্ব্বক্ষণ উচ্চারণ করিতে উপদেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন শিক্ষা দিলেন :— (৩৭)

প্রভু বোলে "কৃষ্ণ-ভক্তি হউক সভার।
কৃষ্ণ-গুণ-নাম বই না বলিহ আর॥"
আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ।
"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ— ॥
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'॥" (৩৮)

(৩৭) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ২৩শ।
সভে=সকলে। নির্ব্বন্ধ=নিয়ম। সভার=সকলের। ইথে=ইহাতে। বিধি নাহি আর=অন্য কোন মন্ত্র উচ্চারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ দেশ কাল পাত্রের ব্যবস্থা আছে এবং সুফল লাভ করিতে হইলে সেই সমস্ত শাস্ত্র

প্রভু বোলে "কহিলাঙ এই মহামন্ত্র।
ইহা গিয়া জপ' সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইব সভার।
সর্ব্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর॥
দশ-পাঁচে মিলি' নিজ দুয়ারে বসিয়া।
কীর্ত্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া॥
'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন'॥
কীর্ত্তন কহিলুঁ এই তোমা, সভাকারে।
স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি' কর গিয়া ঘরে॥"

বিধি মানিয়া চলিতে হয়, এই মহামন্ত্র উচ্চারণ সম্বন্ধে সেরূপ কোনও বিধি ব্যবস্থা নাই। কাজেই এই মন্ত্রের উচ্চারণ অতি সহজ ব্যাপার।
আর—অন্য। দুয়ারে—বহির্ব্বাটিতে। হাথে—হাতে, হস্তে।

২১। ভক্ত-মাহাত্ম্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নাগরিকদিগের সহিত নদীয়ায় কীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীধরের বাড়ীতে আসিলেন। শ্রীধরের মাত্র একখানা ভাঙ্গা ঘর। মহাপ্রভু সেই ঘরের দুয়ারে যাইয়া এক ভাঙ্গা লৌহপাত্র হইতে জলপান করিলেন। সকলে ইহা দেখিয়া একেবারে অবাক হইলেন। জল পান করিয়া প্রভু ইহা বলিলেন :—

প্রভু বোলে "শুদ্ধ মোর আজি কলেবর॥
আজি মোর ভক্তি হইল কৃষ্ণের চরণে।
শ্রীধরের জল পান করিলোঁ যখনে॥
এখনে সে বিষ্ণুভক্তি হইল আমার"।
কহিতে কহিতে পড়ে নয়নে সু ধার॥
'বৈষ্ণবের জল পানে বিষ্ণুভক্তি হয়।'
সুভাবে বুঝায় প্রভু গৌরাঙ্গ সদয়॥ (৩৯)

(৩৮) "অষ্টোত্তর শত উপনিষদের অন্তর্গত কলিসন্তারণ উপ-

'প্রার্থয়েদ্ বৈষ্ণবস্যান্নং প্রযত্নেন বিচক্ষণঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধ্যর্থং তদভাবে জলং পিবেৎ' ॥ (৪০)

২২। শ্রীবাসের মৃতপুত্রের মুখ হইতে তত্ত্বকথন।

শ্রীবাসের বাড়িতে তিনি অন্যান্য ভক্তগণকে লইয়া কীর্ত্তন করিতেছেন এবং মহাপ্রভু তন্মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। তাঁহার বাহ্যজ্ঞান নাই। এমন সময়ে শ্রীবাসের পুত্রের হঠাৎ মৃত্যু হইল। শ্রীবাসের

নিষদে অভিহিত আছে যে দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার সমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন! আমি কিরূপে কলিকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইব? তখন ব্রহ্মা নারদকে এই মহামন্ত্র উপদেশ প্রদান করেন।"

(৩৯) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ২৩।

ঘরে মহাক্রন্দনের রোল উঠিল। তিনি ইহা জানিতে পারিয়া অন্তঃপুরে গেলেন এবং স্ত্রীলোকদিগকে প্রবোধবাক্য বলিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর নৃত্যানন্দ ভঙ্গ হইবার আশঙ্কা থাকায় শ্রীবাস তাঁহার পরিবারবর্গকে ক্রন্দন করিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন "তোমরা ত সকলেই কৃষ্ণের মহিমা জান, অতএব চিত্ত স্থির কর। অন্তিমকালে একবারমাত্র যাঁহার নাম শুনিলে অতি মহাপাতকীও বৈকুণ্ঠে যায় এবং ব্রহ্মাদি যাঁহার গুণগান করেন, সেই প্রভু আজি তোমাদের সাক্ষাতে নৃত্য করিতেছেন। এ সময়ে কাহারও পরলোক হইলে, কি আর শোক করা উচিত? যদি কোন কালে আমি এই শিশুর ভাগ্য পাই, তবে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব। যাহা হউক যদি সংসার-ধর্ম্ম বশতঃ শোক সম্বরণ করিতে না পার, তবে বিলম্বে কান্দিও। অন্য কেহ যেন এই আখ্যান না শুনে, পাছে প্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়।

যদি তোমাদের কলরব শুনিয়া প্রভু বাহ্যজ্ঞান পান তবে আজি আমি নিশ্চয়ই গঙ্গায় আপনার জীবন বিসর্জ্জন দিব।" সকলেই শ্রীবাসের কথায় স্থির হইলেন। শ্রীবাস সঙ্কীর্ত্তনে পূর্ব্ববৎ যোগদান করিলেন এবং পরমানন্দে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তের উল্লাস বাড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ একে একে সকলেই দুর্ঘটনার বিষয় জানিতে পারিলেন, কিন্তু কেহই কিছু ব্যক্ত করিলেন না। সকলেই অন্তরে বড় দুঃখ পাইলেন। সর্ব্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন "আমার চিত্ত স্থির হইতেছে না কেন? শ্রীবাস পণ্ডিতের ঘরে কি কোন দুঃখের কারণ হইয়াছে?" শ্রীবাস বলিলেন, "যাহার ঘরে আপনার শ্রীমুখ সুপ্রসন্ন, তাহার আবার

---

(৪০) বিচক্ষণ লোক সকল পাপ হইতে বিশুদ্ধ হইবার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণবায় প্রার্থনা করিবেন। তদভাবে বৈষ্ণবের জলপান করিবেন। (পদ্ম-পুরাণ— আদি খণ্ড। ৩১। ১১২)

কিসের দুঃখ ?" শেষে সকলে সমস্ত ঘটনা মহাপ্রভুকে বলিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীবাস-পুত্র কতক্ষণ গত হইয়াছে ?" সকলে বলিলেন "চারি দণ্ড রাত্রি সময়ে। আড়াই প্রহর হইল পরলোক হইয়াছে, কিন্তু আপনার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীবাস কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ করেন নাই। প্রভো! এক্ষণে মৃত-দেহের সৎকার করিতে অনুমতি করুন।" শ্রীবাসের এই অদ্ভুত আচরণের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু অবাক্ হইলেন এবং কান্দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে যখন প্রভু স্থির হইলেন তখন সকলে মৃতশিশুকে লইয়া সৎকার করিতে যাত্রা করিতেছেন এমন সময়ে—

মৃতশিশু প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনে।
"শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি যাহ কি কারণে॥"
শিশু বোলে "এ প্রভু! যেন নির্ব্বন্ধ তোমার
অন্যথা করিতে শক্তি আছয়ে কাহার"॥

মৃতপুত্র উত্তর করয়ে প্রভু সনে।
পরম অদ্ভুত শুনে সর্ব্ব ভক্তগণে ॥
শিশু বোলে এ "দেহেতে যতেক দিবস।
নির্ব্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাম সেই রস ॥
নির্ব্বন্ধ ঘুচিল আর রহিতে না পারি।
এবে চলিলাঙ অন্য নির্ব্বন্ধিত পুরী ॥
কেবা কা'র বাপ প্রভু ! কে কা'র নন্দন।
সভে আপনার কর্ম্ম করয়ে ভুঞ্জন ॥
যতদিন ভাগ্য ছিল পণ্ডিতের ঘরে।
আছিলা, এবে চলিলাঙ অন্য পুরে ॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার।
অপরাধ না লইহ' বিদায় আমার ॥"
এত বলি' নীরব হইল শিশু-কায়।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাঙ্গ রায় ॥ (৪১)

---

(৪১) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ২৫।

২৩। সকলের প্রতি নিরন্তর কৃষ্ণ-নাম লওয়ার উপদেশ।

(১)

কাটোয়া নগরে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে যাইবার পূর্ব্বদিবসে মহাপ্রভু ভক্ত-গণকে (যাঁহারা বিবিধ উপহার লইয়া মহাপ্রভুর গৃহে তাঁহাকে দর্শন করিতে গমন করেন) এই উপদেশ দিতেছেন :—

আপন গলার মালা সভাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সভে "কৃষ্ণ গাও গিয়া॥

যেন = যেরূপ। নির্ব্বন্ধ = নিয়ম, যেন নির্ব্বন্ধ তোমার = তোমার যে প্রকার নিয়ম। ভুঞ্জিলাম = ভোগ করিলাম। রস = আসক্তি। নির্ব্বন্ধ ঘুচিল = সংযোগ (বন্ধন) দূর হইল। এবে = এক্ষণে। অন্য নির্ব্বন্ধিত পুরী = অন্য নির্দ্ধারিত দেশে বা স্থানে। কর্ম্ম = কর্ম্মফল। ভুঞ্জন = ভোগ। পুরে = দেশে, স্থানে।

বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন॥
যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সভাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবা আর॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বোলহ বদনে"॥ (৪২)

(২)

মহাপ্রভু যখন কাটোয়াভিমুখে চলিলেন তখন অসংখ্য লোক ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া তিনি এই উপদেশ বাক্য বলিতেছেন :—

"সভে ঘর যাহ, লহ গিয়া হরিনাম।
সভার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন-প্রাণ॥

(৪২) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ২৩শ।
আন=অন্য। গাই=গাহিয়া, গান করিয়া।
বোলহ=বল।

ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে।
হেন রস হউ তোমা' সভার শরীরে ॥" (৪৩)

(৩)

মহাপ্রভু নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আসিয়া কুলিয়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য নদীয়াবাসিগণ তথায় গমন করিল। তাহারা বলিতে লাগিল "প্রভো! আমরা পাপিষ্ঠ। আপনি আমাদিগকে উদ্ধার করুন।" এই কথা বলিয়া সকলে দুই বাহু তুলিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিল।

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব্বলোক প্রতি।
আশীর্ব্বাদ করেন, কৃষ্ণেতে হউ' মতি ॥

(৪৩) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ১ম।
রস = আনন্দ, অনুরাগ। হউ = হউক। সভার = সকলের।

বোল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম।
কৃষ্ণ হউ' সভার জীবন-ধনপ্রাণ ॥ (৪৪)

২৪। সমস্তই ঈশ্বরাধীন—কাহারও স্বতন্ত্র হইবার শক্তি নাই।

সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বিদায়কালে মহাপ্রভু স্বীয় জননীকে বলিতেছেন :—

"শুন মাতা! ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি আছে কাত ॥ (৪৫)

(৪৪) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ৩য়।
(৪৫) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—মধ্য। ২৬।
নাথ=প্রভু। তান=তাঁহার।

২৫। ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকিলে অবশ্যই মিলিবে।

সন্ন্যাস গ্রহণের পরে শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে কয়েক দিন যাপন করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ সঙ্গে চলিলেন। পথিমধ্যে মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের কাহার কাছে কি সম্বল আছে নিষ্কপটে আমার নিকট ব্যক্ত কর।" সকলে বলিলেন "প্রভো! আপনার আজ্ঞা বিনা আমরা কি কোন দ্রব্য সঙ্গে লইতে পারি?" মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন:—

প্রভু বোলে "কাহারো যে কিছু না লইলা।
ইহাতে আমার বড় সন্তোষ করিলা॥

ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে দিনে লিখন।
অরণ্যেও আসি' মিলে অবশ্য তখন॥
প্রভু যারে যেদিনে বা না লিখে আহার।
রাজপুত্র হউ' তভো উপবাস তা'র॥
থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা বিনে।
অকস্মাৎ কন্দল করয়ে কারো সনে॥
ক্রোধ করি' ঝোলে 'মুই না খাইমু ভাত'।
দিব্য করি' রহে নিজ শিরে দিয়ে হাথ॥
অথবা সকল দ্রব্য হৈল বিগুমান।
আচম্বিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান॥
জ্বর বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ।
অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ॥
ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্নসত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্ব্বত্র॥ (৪৬)

(৪৬) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ২য়।
কাহারো=কেহই। হউ=হউক। তভো=তবু।

২৬। বৈষ্ণব-নিন্দার প্রায়শ্চিত্ত কি ?

নীলাচল হইতে নবদ্বীপে আসিয়া কুলিয়ার সার্ব্বভৌমের সহোদর বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অবস্থিতি কালে মহাপ্রভুর নিকট জনৈক বৈষ্ণব-নিন্দক ব্রাহ্মণ তাঁহার চরণ ধরিয়া তাঁহাকে বলিলেন "পাপিষ্ঠ আমি, ভক্তির প্রভাব না জানিয়া 'কলি-যুগে কিসের বৈষ্ণব এবং কিসের কীর্ত্তন' এইরূপ তাচ্ছিল্য-বাক্য অনুক্ষণ বলিয়াছি। এক্ষণে সেই কুকর্ম্ম স্মরণ করিলে আমার চিত্ত দগ্ধ হইতে থাকে। প্রভো! অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন, কিসে আমার এই পাপ খণ্ডিবে।" তদুত্তরে মহাপ্রভু এই উপায় বলিলেন :—

কন্দল = কলহ। সনে = সঙ্গে। দিব্য = শপথ।
আচম্বিতে = অকস্মাৎ।

"শুন বিপ্র! বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ।
সেই মুখে করি যদি অমৃত গ্রহণ॥
বিষো হয় জীর্ণ' দেহ হয়ত অমর।
অমৃত প্রভাবে; এবে শুনহ উত্তর॥
না জানিঞা যত তুমি করিলে নিন্দন।
সে কেবল বিষ তুমি করিলে ভোজন॥
পরম অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম।
নিরবধি সেই মুখে কর' তুমি পান॥
যে মুখে করিলে তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন।
সেইমুখে কর' তুমি বৈষ্ণব-বন্দন॥
সভা হৈতে ভক্তির মহিমা বাঢ়াইয়া।
গীত কবিত্ব বিপ্র! কর তুমি গিয়া॥
কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃতে তোমার।
নিন্দা-বিষ যত সব করিব সংহার॥
এই কহি' সভারে, তোমারে না কেবল।
না জানিঞা নিন্দা করিলেক যে সকল॥

আর যদি নিন্দা-কর্ম্ম কভু না আচরে।
নিরবধি বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে॥
এ সকল পাপ ঘুচে এই সে উপায়ে।
কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অন্যথা নাহি যায়ে॥
চল বিপ্র! কর' গিয়া ভক্তির বর্ণন।
তবে সে তোমার সর্ব্ব পাপ বিমোচন॥" (৪৭)

২৭। বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য—বৈষ্ণব-নিন্দায় মহাপাপ—এই পাপ হইতে উদ্ধারের উপায়।

মহাপ্রভু নবদ্বীপ হইতে রামকেলি গ্রামে গমন

(৪৭) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ৩য়।
বিষো=বিষ ও। সভারে=সকলকে। আচরে=আচরণ করে। ঘুচে=দূর হয়। 'ভক্তির বর্ণন'=পাঠান্তর 'ভক্তের বর্ণন'।

করিলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শান্তি-পুরে শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় অবস্থান কালে জনৈক বৈষ্ণব-নিন্দক কুষ্ঠরোগী মহাপ্রভুর সমীপে আসিয়া দণ্ডবৎ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ঐ ব্যক্তি বলিল "জীব-উদ্ধারের জন্য আপনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। পরদুঃখ দেখিলে স্বভাবতঃ আপনি কাতর হয়েন। এইজন্যই আপনার নিকটে আসিলাম। কুষ্ঠরোগে আমি বড়ই যাতনা পাইতেছি। প্রভো! দয়া করিয়া আমার নিষ্কৃতির উপায় বলিয়া দিন।" ইহার উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন:—

"যে বৈষ্ণব নামে হয় সংসার পবিত্র।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণবচরিত্র॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই।
যে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই॥

'শেষ রমা অজ ভব নিজ দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়' কহে ভাগবতে ॥
'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথাভবান্ ॥'(৪৭ক)
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন মরণ ॥
বিদ্যাকুল তপ—সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার ॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যা'র দৃষ্টিমাত্র দশ-দিগে পাপক্ষয় ॥

(৪৭ক) ভাগবত—১১।১৪।১৫।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—তুমি আমার যেরূপ প্রিয় আত্মযোনি ব্রহ্মা কি শঙ্কর কি সঙ্কর্ষণ (বলরাম) কি লক্ষ্মী কি আমার শ্রীবিগ্রহ সেরূপ নহে।

যে বৈষ্ণব জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভাল মতে॥"

* * * *

প্রভু বোলে "বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তার শাস্তির লিখন॥
আপাততঃ কিছু দুঃখ পাইয়াছ মাত্র।
আর কে বা আছে যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশি-সহস্র যম-যাতনা পরলোকে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠরোগি! তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাহার চরণে॥
তাঁ'র ঠাঁই তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার, তিঁহো করিলে প্রসাদ।
কাঁটা ফুটে যে মুখে, সে-ই সে মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি কান্ধে বাহিরায়॥

'শেষ রমা অজ ভব নিজ দেহ হৈতে।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়' কহে ভাগবতে ॥
'ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথাভবান্ ॥'(৪৭ক)
হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন মরণ ॥
বিদ্যাকুল তপ—সব বিফল তাহার।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার ॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥
যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয়।
যা'র দৃষ্টিমাত্র দশ-দিগে পাপক্ষয় ॥

(৪৭ক) ভাগবত—১১।১৪।১৫।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—তুমি আমার যেরূপ প্রিয় আত্মযোনি ব্রহ্মা কি শঙ্কর কি সঙ্কর্ষণ (বলরাম) কি লক্ষ্মী কি আমার শ্রীবিগ্রহ সেরূপ নহে।

যে বৈষ্ণব জন বাহু তুলিয়া নাচিতে।
স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভাল মতে॥"

* * * *

প্রভু বোলে "বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
কুষ্ঠরোগ কোন্ তার শাস্তির লিখন॥
আপাতত কিছু দুঃখ পাইয়াছ মাত্র।
আর কে বা আছে যম-যাতনার পাত্র॥
চৌরাশি-সহস্র যম-যাতনা পরলোকে।
পুনঃ পুনঃ করি ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে॥
চল কুষ্ঠরোগি! তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
সত্বরে পড়হ গিয়া তাহার চরণে॥
তাঁ'র ঠাঁই তুমি করিয়াছ অপরাধ।
নিষ্কৃতি তোমার, তিঁহো করিলে প্রসাদ।
কাঁটা ফুটে যে মুখে, সে-ই সে মুখে যায়।
পায়ে কাঁটা ফুটিলে কি কান্ধে বাহিরায়॥

এই কহিলাঙ আমি নিস্তার-উপায়।
শ্রীবাস পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায়॥
মহা শুদ্ধবুদ্ধি তিঁহো, তাঁ'র স্থানে গেলে।
ক্ষমিবেন সর্ব্বদোষ, নিস্তারিবে হেলে॥ (৪৮)

২৮। অন্য কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের প্রভাব।

শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাটীতে গেলেন এবং তথায় কয়েকদিন যাপন করিলেন। প্রভু একদিন শ্রীবাসকে বলিলেন "তুমি ত

(৪৮) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ৪র্থ।
অচিন্ত্য = অচিন্তনীয়, চিন্তাশক্তির অতীত। আর = অন্য। চল = যাও। প্রসাদ = অনুগ্রহ। নিস্তারিবে হেলে = অনায়াসে নিস্তার পাইবে।

বাড়ির বাহিরে যাও না, তবে কিরূপে তোমার সংসার চলে ? শ্রীবাস বলিলেন "প্রভো! যাহার অদৃষ্টে যাহা থাকে তাহা অবশ্যই মিলিবে।" প্রভু বলিলেন "তুমি তবে সন্ন্যাস গ্রহণ কর।" শ্রীবাস উত্তর করিলেন "প্রভো! আমি তাহা পারিব না।" প্রভু বলিলেন "তুমি সন্ন্যাসও গ্রহণ করিবে না, ভিক্ষা করিতেও কাহারও দ্বারে যাইবে না। কেমন করিয়া পরিবার পোষণ করিবে ? একালে ত বাটীর বাহিরে না গেলে কিছুই মিলে না।" শ্রীবাস হাতে তিন তালি দিয়া বলিলেন "এক, দুই, তিন ; আপনাকে এই ভাঙ্গিয়া বলিলাম।" প্রভু বলিলেন "শ্রীবাস! তোমার এই সঙ্কেতের অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।" শ্রীবাস বলিলেন "প্রভো! তিন উপবাসেও যদি আহার না মিলে তবে,—আপনাকে সত্য সত্যই বলিতেছি—আমি গলায় কলসী বান্ধিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া মরিব।" এই কথা শুনিয়া মহাপ্রভু

হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন ও বলিলেন "শ্রীবাস! তোমাকে কি কখনও অন্নাভাবে উপবাস করিতে হইবে? যদি লক্ষ্মীও কদাচিৎ ভিক্ষা করেন, তথাপি তোমার কখনও অভাব কি দারিদ্র্য হইবে না, কারণ যে ব্যক্তি অন্য কামনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই ভজনা করে আমি তাহার ভক্ষ্য দ্রব্য মাথায় বহিয়া তাহাকে দিয়া থাকি।"

প্রভু বোলে "কি বলিলি পণ্ডিত শ্রীবাস।
তোর কি অন্নের দুঃখে হইব উপাস॥
যদি কদাচিত বা লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে।
তথাপি দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে॥
আপনে যে গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছোঁ মুঞি।
তাহো কি শ্রীবাস! এবে পাসরিলি তুঞি"

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং
বহাম্যহম্ ॥' (৪৯)

যে যে জনে চিন্তে' মোরে অনন্য হইয়া।
তারে ভক্ষ্য দেঙ মুঞি মাথায় বহিয়া ॥
যেই মোর চিন্তে' নাহি যায় কারো দ্বারে।
আপনে আসিয়া সর্ব্বসিদ্ধি মিলে তা'রে ॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ—আপনে আইসে।
তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে ॥
মোর সুদর্শনচক্রে রাখে মোর দাস।
মহাপ্রলয়েও যা'র নাহিক বিনাশ ॥

---

(৪৯) গীতা—৯। ২২।

অন্য কামনা পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা আমাকে ধ্যান করতঃ আমাকে সর্ব্বতোভাবে উপাসনা করেন, আমি নিয়ত মৎপরায়ণ সেই সকল ব্যক্তির যোগক্ষেম (যোগ অর্থাৎ অন্নাদি অপ্রাপ্ত বস্তু আহরণ এবং ক্ষেম অর্থাৎ তাহার সংরক্ষণ) বহন করি।

যে মোহোর দাসেরও করয়ে স্মরণ।
তাহারেও করোঁ মুঞি পোষণ পালন॥
সেবকের দাস সে মোহোর প্রিয় বড়।
অনায়াসে সে-ই সে মোহরে পায় দঢ়॥
কোন্ চিন্তা মোর সেবকের 'ভক্ষ্য' করি।
মুঞি যা'র পোষ্টা আছোঁ সকল উপরি॥
সুখে শ্রীনিবাস! তুমি বসি' থাক ঘরে।
আপনি আসিব সব তোমার দুয়ারে॥" (৫০)

২৯। কৃষ্ণ-কার্য্য ব্যতীত আর কিছুই করিও না।

রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতি উপদেশ :—

(৫০) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ৫ম।

প্রভু বোলে "কৃষ্ণ-ভক্তি হউক তোমার।
কৃষ্ণ-কার্য্য বিনে তুমি না করিহ আর ॥
নিরন্তর গিয়া কর কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন।
তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণু-চক্র সুদর্শন ॥" (৫১)

৩০। মহান্তের আচরণে দোষদৃষ্টি করিতে নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহাধ্যায়ী নবদ্বীপ-বাসী অনেক ব্রাহ্মণের মহাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় ভক্তি ছিল কিন্তু তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত

এবে পাসরিলি=এক্ষণে ভুলিয়া গেলি। অনন্য হইয়া—অন্য কামনা পরিত্যাগ করিয়া। আপনে=আপনা হইতেই। পোষ্টা=পোষক, পালয়িতা।

(৫১) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ৫ম।

ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ, মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নীলাচল হইতে জীব-উদ্ধারের জন্য গৌড়দেশে প্রেরিত হয়েন। তিনি নানাবিধ অলঙ্কার ও বিচিত্র বসনে সুসজ্জিত হইয়া নবদ্বীপের মধ্যে ও অন্যান্য স্থানে নাম বিতরণের জন্য সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেন। অবধূতের অনুপযুক্ত তাঁহার এই বেশভূষা দর্শন করিয়া ঐ ব্রাহ্মণের তাঁহার প্রতি সন্দেহ জন্মে। দৈবযোগে ব্রাহ্মণ কিছুদিন পরে নীলাচলে যান; তথায় কিছুদিন অবস্থিতি করিলেন এবং প্রতিদিন মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেন। একদিন ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে বলিলেন "প্রভো! আপনার নিকট আমার এক নিবেদন আছে। নবদ্বীপে শ্রীনিত্যানন্দ অবধূতের আচার ব্যবহার বেশভূষাদি দেখিয়া আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। লোকে তাঁহাকে সন্ন্যাসাশ্রমী বলে কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই কর্পূর তাম্বূল ভক্ষণ করেন। সন্ন্যাসীর পক্ষে ধাতু-দ্রব্য-স্পর্শ নিষেধ

কিন্তু তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নির্ম্মিত অলঙ্কার সর্ব্বদা অঙ্গে ধারণ করেন। সন্ন্যাসীর পরিধেয় গৈরিকবসন বা কৌপীনের পরিবর্ত্তে তিনি দিব্য পট্টবস্ত্র পরিধান করেন। সন্ন্যাসীর কোনও বিলাসের দ্রব্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু তিনি মালা চন্দন ধারণ করেন। সন্ন্যাসীরা বংশদণ্ড ব্যবহার করেন কিন্তু তিনি তাহার পরিবর্ত্তে লৌহদণ্ড ধারণ করেন। সন্ন্যাসীর কাহা-রও আশ্রমে থাকিতে নাই, কিন্তু তিনি বর্ণাধম শূদ্রের আশ্রমে অনুক্ষণ কালযাপন করেন। তাঁহার আচার ব্যবহার শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া আমার মনে না হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহের উদয় হইয়াছে। লোকে তাঁহাকে 'বড় লোক' বলে, তথাপি তিনি স্বীয় আশ্রমোচিত আচার অবলম্বন করেন না কেন? প্রভো! 'আমি আপনার ভৃত্য' যদি আমা সম্বন্ধে আপনার এইরূপ জ্ঞান থাকে তবে ইহার মর্ম্ম কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন"। সেই সুকৃতিশালী

ব্রাহ্মণ শুভক্ষণে এই প্রশ্ন করিলেন এবং তাঁহাকে মহাপ্রভু অমায়ায় এতৎসম্বন্ধে সব তত্ত্ব বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া হাসিয়া তাহার এই উত্তর করিলেন :— (৫২)

"শুন বিপ্র! যদি মহা অধিকারী হয়।
তবে তান গুণদোষ কিছু না জন্মায়॥
'ন মযোকান্তভক্তানাং গুণদোষাস্তবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্'॥
পদ্মপত্রে কভু যেন না লাগয়ে জল।
এই মত নিত্যানন্দস্বরূপ নির্ম্মল॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র! সর্ব্বদা বিহরে॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার।
দুঃখ পায় সেই জন পাপ জন্মে তার॥

(৫২) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ৭ম। তান—তাহার। গুণ দোষ—বিধি নিষেধ জনিত পুণ্যপাপাদি।

রুদ্র বিনে অন্যে যদি করে বিষ পান।
সর্ব্বথায় মরে সর্ব্বপুরাণ প্রমাণ॥ (৫৪)
'নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাহরুদ্রোহব্ধিজং
বিষম্' ॥ (৫৫)

(৫৩) ভাগবত—১১। ২০। ৩৬।

যাঁহাদিগের বিষয়ানুরাগ গত হইয়াছে—অতএব যাঁহারা সমচিত্ত (সকলকেই সমানভাবে দেখিতে পারেন) অতএব যাঁহারা প্রকৃতির (প্রাকৃত বুদ্ধির) পর (অতীত) ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমার এই প্রকার একান্ত-ভক্তদিগের বিধি নিষেধ হইতে উৎপন্ন পুণ্যপাপাদি সম্ভব নহে।

---

(৫৪) যেন=যেমন। তাহান=তাহার। বই=ব্যতীত। সর্ব্বথায়=একেবারেই।

(৫৫) ভাগবত—১০। ৩৩। ৩২।

গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাদি ও ক্রীড়ার কথা শ্রবণ করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন

'ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজোযথা'॥"(৫৬)

"হে সর্ব্বজ্ঞ গুরো! ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য ও অধর্ম্মের লোপ করণার্থে যে সর্ব্বশক্তিমান ভগবান অবতীর্ণ হইলেন এবং যিনি ধর্ম্মসেতুর অর্থাৎ ধর্ম্ম মর্য্যাদার উপদেষ্টা, কর্ত্তা ও পালক হইয়া কি প্রকারে পরস্ত্রী-সম্ভোগরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলেন? যদিও পূর্ণকাম, তথাপি তিনি কি জন্য এইরূপ নিন্দনীয় কার্য্য করিলেন। এতৎসম্বন্ধে আপনি আমাদের মনের সংশয় দূর করুন"। শুকদেব বলিলেন "ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ এমন কি মন দ্বারাও এইরূপ আচরণ করিবে না। রুদ্র ব্যতীত অন্য কেহ যেমন সমুদ্রোত্থিত বিষ পান করিলেই নষ্ট হইবে সেইরূপ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ মোহবশতঃ এইরূপ আচরণ করিতে গেলে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইবে"।

---

(৫৬) ভাগবত—১০।৩৩।৩১।

(শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন) 'শক্তিমান মহৎব্যক্তিদিগের যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ আচরণ ও সাহস দেখা যায় তাহা তাহাদিগের দোষের হয় না। অগ্নি যেমন পবিত্র অপবিত্র

এতেকে যে না জানিঞা নিন্দে' তান কর্ম্ম।
নিজ দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম॥
গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী।
নিন্দার কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি॥
ভাগবত হইতে এ সব তত্ত্ব জানি।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুর মুখে শুনি॥
মহান্তের আচরণে হাসিলে যে হয়।
চিত্ত দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয়॥ (৫৭)

"রাম-কৃষ্ণ গুরুর আশ্রমে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিলেন। গুরুর নিকট হইতে বিদায় লইবার সময়ে তাঁহারা গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'প্রভো!

এইরূপ বিচার না করিয়া সকল দ্রব্যই উদরসাৎ করেন তাহাতে তাহার দোষ হয় না, তেজস্বীদিগেরও সেইরূপ কোন কার্য্যে বা আচরণে তাহাদিগকে দোষ স্পর্শ করে না।

---

(৫৭) ভাগবত—১০।৮৫।

আমরা আপনাকে কি দক্ষিণা দিব?' এই কথা শুনিয়া গুরু তদীয় পত্নী সহ রাম-কৃষ্ণের নিকট তাঁহাদিগের মৃত পুত্রকে পুনরায় পাইবার প্রার্থনা করিলেন। তদনন্তর রাম-কৃষ্ণ যমালয়ে গেলেন এবং তথা হইতে গুরু-পুত্রকে আনিয়া তাহার মাতাপিতার নিকট দিলেন। এই পরম অদ্ভুত আখ্যান শুনিয়া দেবকী রাম-কৃষ্ণের নিকট তাঁহার মৃত ছয় পুত্রকে চাহিলেন। তাঁহারা জননীর কথা শুনিয়া মহারাজ বলীর ভবনে চলিয়া গেলেন। বলী স্বীয় ইষ্টদেবের দর্শন পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং কৃষ্ণের পাদ-পদ্ম ধরিয়া বহু স্তুতি করিলেন। তিনি যেন প্রেমানন্দসিন্ধু মাঝে মগ্ন হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন 'মহারাজ! আমি যে জন্য আপনার নিকট আসিয়াছি তাহা বলিতেছি। পাপী কংস আমার জননীর ছয় পুত্র বধ করিয়াছে এবং সেই পাপেই সে মরিয়াছে। দেবকী দেবী নিরবধি পুত্রশোক

স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করেন। সেই ছয় জন আপনার নিকট আছে। জননীর সন্তোষার্থে তাহাদিগকে জননীর নিকট লইয়া যাইব। ইহাঁরা ব্রহ্মার পৌত্র (সিদ্ধ দেবগণ)। ইহাদিগের দুঃখের কারণ বলিতেছি। ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি মরীচির ঔরসে এই ছয় পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। দৈবক্রমে ব্রহ্মা কামান্ধ হইয়া লজ্জা ত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার স্বীয় কন্যার প্রতি লোভ করিলেন। তাহা দেখিয়া এই ছয় জন হাস্য করে। সেই দোষে ইহারা তৎক্ষণাৎ অধঃপতিত হইল। মহাস্তের কর্ম্মেতে উপহাস করায় উহারা অসুরযোনিতে গর্ভবাস প্রাপ্ত হইল। সমগ্র জগতের দ্রোহকারী হিরণ্যকশিপুর ঘরে উহারা জন্মগ্রহণ করিল। তথায়ও ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে অতীব দুঃখযন্ত্রণা পাইয়া উহারা দেহত্যাগ করিল। তদনন্তর যোগমায়া কর্ত্তৃক দেবকীর গর্ব্ভে এই ছয় জন সঞ্চারিত হয়। ব্রহ্মাকে দেখিয়া হাস্যকরার পাপের ফলে উহারা

সে জন্মেও অশেষ দুঃখ পাইল। উহারা কংসের ভাগিনেয় হইয়াও তাঁহার হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। জননী দেবকী এ সব গুপ্ত রহস্য জানেন না এবং একারণ উহাদিগকে স্বীয় পুত্র মনে করিয়া ক্রন্দন করেন। জননীকে এই ছয় পুত্র দান করিব বলিয়া আপনার নিকট আসিলাম। উহারা দেবকীর স্তন-পানে পাপ হইতে মুক্ত হইবে।

প্রভু বোলে 'শুন শুন বলি মহাশয়।
বৈষ্ণবের কর্ম্মেতে হাসিলে হেন হয়॥
সিদ্ধ-সবো পাইলেন এতেক যাতনা।
অসিদ্ধ-জনের দুঃখ কি কহিব সীমা॥
যে দুষ্কৃতি-জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে।
জন্ম জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে॥
শুন বলি! এই শিক্ষা করাই তোমারে।
কভু জানি' নিন্দা হাস্য কর বৈষ্ণবেরে॥

মোর পূজা মোর নামগ্রহণ যে করে।
মোর ভক্ত নিন্দে, যদি, তারো বিঘ্ন ধরে॥
মোর ভক্তপ্রতি প্রেমভক্তি করে যে।
নিঃসংশয় নিঃসংশয় মোরে পায় সে॥" (৫৭ক)

'সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োঽচ্যুত সেবিনাম্।
নিঃসংশয়স্তু তদ্ভক্তপরিচর্য্যারতাত্মনাম্'॥ (৫৮)

মোর ভক্ত না পূজে, মোহোরে পূজে মাত্র।
সে দাম্ভিক নহে মোর প্রসাদের পাত্র॥

(৫৭ক) কভু জানি=যদি কখনও। তারো বিঘ্ন ধরে=তাঁহারও বিঘ্ন ঘটে।

(৫৮) ভগবান অচ্যুতের সেবকদিগের সিদ্ধিলাভ হইতেও পারে কি না হইতেও পারে কিন্তু তাঁহার ভক্তের পরিচর্য্যারত ব্যক্তিদিগের সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী। (বরাহ পুরাণ)

'অভ্যর্চ্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়ন্তি যে।
ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্য ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ' ॥(৫৯)
'তুমি বলি! মোর প্রিয় সেবক সর্ব্বথা।
অতএব তোমারে কহিলুঁ গোপ্য-কথা ॥'

"শ্রীকৃষ্ণের এই শিক্ষা-বচন শুনিয়া বলী মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সেই ছয় শিশুকে শ্রীকৃষ্ণের সমীপে আনয়ন করিলেন। তদনন্তর রাম-কৃষ্ণ ইহাঁদিগকে আনিয়া জননীকে দিলেন। দেবকী তাঁহাদিগকে দেখিয়া হর্ষযুক্তা হইলেন এবং স্নেহে তাঁহাদিগকে স্তন দিলেন। ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন পান করা মাত্র ইহাঁদের দিব্যজ্ঞান হইল। ইহাঁরা সকলে দণ্ডবৎ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পড়িলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ

(৫৯) যাঁহারা শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ভক্তদিগের অর্চ্চনা করেন না তাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ পাত্র নহেন। তাঁহারা দাম্ভিক। (শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়)

ইহাঁদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন এবং সদয় হইয়া ইহাঁদিগকে এই শিক্ষা দিলেন :—

'চল চল দেবগণ ! যাহ নিজ-বাস।
মহাস্তেরে আর পাছে কর' উপহাস॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রহ্মা—ঈশ্বর সমান।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান॥
তাহানে হাসিয়া এত পাইলে যাতনা।
হেন বুদ্ধি আর না করিহ কামনা॥
ব্রহ্মাস্থানে যাই' মাগি' লহ অপরাধ।
তবে সভে চিত্তে পুন পাইবে প্রসাদ'॥ (৬০)

"এই দেবগণ ঈশ্বরের আজ্ঞা শুনিয়া তাহা পরম আদরে গ্রহণ করিলেন এবং পিতা মাতার ও রাম-কৃষ্ণের চরণে প্রণতিপূর্ব্বক নিজ স্থানে 'প্রস্থান

(৬০) মন্দ নহে তান=তাঁহার পক্ষে মন্দ কার্য্য নহে।
প্রসাম্ভ=প্রসাদ। মাগি' লহ অপরাধ=অপরাধের জন্য ক্ষমা মাগিয়া লও।

করিলেন।

"বিপ্র! তোমাকে আমি এই ভাগবত-কথা বলিলাম। তুমি সর্ব্বভাবে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি সংশয় ত্যাগ কর। ইনি পরম অধিকারী। অল্প ভাগ্যে ইহাঁকে জানা যায় না। পতিতের ত্রাণের জন্য ইহাঁর অবতার। ইহাঁ হইতে সর্ব্বজীব উদ্ধার পাইবে। ইহাঁর আচার ব্যবহার বিধি-নিষেধের অতীত। ইহাঁকে বুঝিবার শক্তি কাহার আছে? যে না বুঝিয়া ইহাঁর অগাধ চরিত্রের নিন্দা করে সে বিষ্ণুভক্তি পাইয়াও তাহাতে বঞ্চিত হয়।"

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন :—

বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অবিজ্ঞাত বেদ-বাণী।
এই মত বৈষ্ণবেরো তত্ত্ব নাহি জানি॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যভার।
না বুঝি' নিন্দিয়া মরে সকল সংসার॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার।
সাক্ষাতে দেখহ ভাগবত-কথা-সার॥

৩১। তুলসীর প্রতি ভক্তি।

মহাপ্রভুর নীলাচল বাসকালে তাঁহার আশ্রমে একটী ক্ষুদ্র ভাণ্ডে তুলসীবৃক্ষ থাকিত। তিনি সর্ব্বদা উহা দেখিতেন। যখন সংখ্যা-নাম গ্রহণ করিতে করিতে তিনি পথে চলিতেন তখন তাঁহার

বৈষ্ণবপ্রধান ভৃগু—ব্রহ্মার নন্দন।
অহর্নিশ মনে ভাবে যা'র শ্রীচরণ॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দেখহ সাক্ষাত॥

*　　*　　*　　*

সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যভার।
কহিলাঙ, ইহা বুঝিবার শক্তি কা'র॥
পরীক্ষিতে' কর্ম্ম কি না ছিল কিছু আর।
তা'র লাগি করিলেন চরণ-প্রহার॥
সৃষ্টিকর্ত্তা ভৃগুদেব যাঁ'র অনুগ্রহে।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে হৃদয়ে॥

অগ্রে একজন তুলসী-ভাণ্ড লইয়া চলিতেন। প্রভু তুলসী দেখিতে দেখিতে পথে চলিতেন এবং ঐ সময়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া আনন্দধারা প্রবাহিত হইত। সংখ্যা-নাম লইতে লইতে পথে চলিবার সময়ে যদি প্রভু কোনও স্থানে বসিতেন,

'অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যভার'।
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর॥
মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া ভৃগু-হৃদয়েতে।
করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম্ম কভু নয়।
কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয়॥
বিরিঞ্চি শঙ্কর বাঢ়াইতে কৃষ্ণজয়।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয়॥
ভক্তসব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণজয়।
কৃষ্ণ বাঢ়ায়েন ভক্তজয় অতিশয়॥
অধিকারী বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যভার।
যে জন নিন্দয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার॥

তাহা হইলে তাঁহার সম্মুখে তুলসী-ভাণ্ড রাখা হইত। প্রভু তুলসীকে দেখিতেন আর সংখ্যা-নাম লইতেন। ঐ স্থানে সংখ্যা নাম সম্পূর্ণ করিয়া প্রভু পুনরায় তুলসী দেখিতে দেখিতে পথে চলিতেন।

অধম জনের যে আচার যেন ধর্ম্ম।
অধিকারী বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম্ম॥
কৃষ্ণ-কৃপায়ে সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সঙ্কটে কেহো মরে' কেহ তরে'॥
সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সভারে করিবস্তুতি বিনয়-ব্যভার॥
অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে শুনিবেক মহান্ত-বচন॥
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন হেন দিব্য মতি।
সর্ব্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি।"

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ১১শ)

যেন—যেমন। ইথে—ইহাতে।

তুলসী না দেখিয়া তিনি এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেন না।

প্রভু বোলে "মুঞি তুলসীরে না দেখিলে।
ভাল নাহি বাসোঁ। যেন মৎস্য বিনে জলে॥" (৬১)

৩২। 'লক্ষেশ্বর' কাহাকে বলে?

নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে যদি কেহ ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করিতে আসেন তবে তাঁহাকে প্রভু বলেন "তুমি আগে যাইয়া লক্ষেশ্বর হও, শেষে আমাকে নিমন্ত্রণ করিও। যিনি লক্ষেশ্বর আমি তাঁহারই ভিক্ষা

(৬১) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ৯ম।
ভাল নাহি বাসোঁ—আমি ভালবাসি না, আমার ভাল লাগে না।

গ্রহণ করি"। একদা এক ব্রাহ্মণ প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে প্রভু তাঁহাকে ঐরূপ বলিলেন। বিপ্র উত্তর করিলেন "গোঁসাই! লক্ষের কথা কি বলেন? আমার সহস্র মুদ্রাই নাই। যদি আপনি আমার গৃহে ভিক্ষা না করেন তবে উহা পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাউক।" প্রভু বলিলেন "বিপ্র! আমি 'লক্ষেশ্বর' কাহাকে বলি তাহা কি তুমি জান? যিনি প্রতিদিন লক্ষ নাম গ্রহণ করেন আমি তাঁহাকেই লক্ষেশ্বর বলি। আমি এইরূপ ব্যক্তির গৃহ ব্যতীত অন্য কোথায়ও ভিক্ষা গ্রহণ করি না"। প্রভুর এই কৃপা-বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ মহানন্দ লাভ করিলেন এবং বলিলেন "প্রভো! আমি এখন হইতে প্রতিদিন লক্ষ নাম লইব। আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করুন। আমাদিগের মহাভাগ্য যে আপনি আমাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান করিলেন।" ঐ দিন হইতে সেই বিপ্র তাঁহার সঙ্গীগণ সহ

প্রতিদিন লক্ষ নাম প্রভুর ভিক্ষার কারণে লইতে আরম্ভ করিলেন। (৬২)

৩৩। নিত্য কুশল—মঙ্গল কাহার ?

প্রভু বোলে "যে জনের কৃষ্ণভক্তি আছে।
কুশল মঙ্গল তা'র নিত্য থাকে কাছে॥" (৬৩)

---

(৬২) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ১০ম।

(৬৩) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ১০ম।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলিতেছেন :—

"ভক্তিযোগ থাকে তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনে রাজা হইলেও অমঙ্গল।
ধন জন ভোগ যা'র আছয়ে সকল।
ভক্তি যা'র নাহি' তা'র সর্ব্ব অমঙ্গল॥

৩৪। ভক্তি ও জ্ঞান—এই দুইএর মধ্যে বড় কি ?

একদিন মহাপ্রভু স্বীয় গুরু শ্রীকেশব ভারতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে বড় কে ? গোসাঞি ! ইহা বিচার করিয়া দৃঢ় ভাবে আমাকে বলুন।" ভারতী কিছুক্ষণ মনে বিচার করিয়া বলি-লেন "আমি মনে মনে উভয় তত্ত্বই বিচার করিয়া দেখিলাম, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ।" প্রভু বলিলেন "জ্ঞান হইতে ভক্তি বড় কেন ? সন্ন্যাসীরা জ্ঞানকেই বড় বলেন।"

অন্ন-খাদ্য নাহি যার দরিদ্রের অন্ত।
বিষ্ণুভক্তি থাকিলে সে-ই সে ধনবন্ত॥
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সভা' স্থানে।
ব্যক্ত করি' ইহা কহিয়াছেন আপনে॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ১০ম।

ভারতী বলিলেন "সন্ন্যাসীরা বিচার না বুঝিয়া মহাজন-পথেই সকলে গমন করেন। বেদে শাস্ত্রে মহাজন-পথে গমনের যে উপদেশ দেন তাহা ত্যাগ করিয়া অবোধ ব্যক্তি অন্য পথে যায়। ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, ব্যাস, শুক, সনক, সনাতন, সনন্দ, সনৎকুমার, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা, প্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রুর, উদ্ধবাদি মহাজনেরা ঈশ্বর-চরণে ভক্তি মাগিয়া থাকেন। জ্ঞান বড় হইলে ইহারা ভক্তি ভিক্ষা করেন কেন? এই সব মহাজন কি বিনা বিচারে মুক্তি (জ্ঞানের উদ্দেশ্য ও ফল) ছাড়িয়া অনুক্ষণ ভক্তি ভিক্ষা করেন। ইহা পুরাণ হইতেই প্রমাণিত হইতেছে। ব্রহ্মা ঈশ্বরের নিকট কি বর প্রার্থনা করেন? ব্রহ্মা ভগবানকে বলিতেছেন 'যেহেতু আপনাতে ভক্তি বিনা আপনার তত্ত্ব জানা যায় না, হে প্রভো! আমি এই প্রার্থনা করি যে আমার এই জন্মে কি অন্য কোন জন্মে কিম্বা পশু

পক্ষী প্রভৃতি নিকৃষ্ট জন্মে, আপনার ভক্তদিগের মধ্যে একজন ভক্ত হইয়া আপনার পাদপদ্মের সেবা করিতে পারি যেন আমার এইরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়'। (৬৪)

"কিবা ব্রহ্মজন্ম, কিবা হউ' যথা তথা।
দাস হই' যেন তোমা' সেবিয়ে সর্ব্বথা॥
এই মত যত মহাজন-সম্প্রদায়।
সভেই সকল ছাড়ি' ভক্তি মাত্র চায়॥

"প্রহ্লাদ ভগবানকে বলিতেছেন 'নাথ'! সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে আমি যে যে যোনিতেই ভ্রমণ করি না কেন, হে অচ্যুত! সেই সেই যোনিতে যেন

(৬৪) "তদস্তু মে নাথ! স ভূরিভাগো
ভবেহত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্॥"
(ভাগবত—১০। ১৪। ৩০)

আপনার প্রতি আমার সর্ব্বদা চ্যুতি-রহিত ভক্তি থাকে'। (৬৫)

"নন্দ প্রভৃতি গোপগণ উদ্ধবকে বলিতেছেন 'আমাদের মনোবৃত্তিসকল কৃষ্ণপাদ-পদ্মকে আশ্রয় করুক, বাক্যসমূহ শ্রীকৃষ্ণের নাম-কীর্ত্তনেই নিযুক্ত থাকুক এবং দেহ কৃষ্ণের বন্দনাকার্য্যেই নিযুক্ত থাকুক। আমরা যে কোন যোনিতেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, ঈশ্বরেচ্ছায় মঙ্গল আচরণ ও দানাদি দ্বারা যেন আমরা শ্রীকৃষ্ণেই অনুরক্ত হই'। (৬৬)

(৬৫) "নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি॥"
(বিষ্ণুপুরাণ—১।২০।১৮)

(৬৬) "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনী র্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমাণানাং যত্র কাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে॥"
(ভাগবত—১০।৪৭।৬৬ ও ৬৭)

"অতএব সর্ব্বমতে ভক্তি সে প্রধান।
মহাজন পথ সর্ব্ব শাস্ত্রের প্রমাণ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীভারতীর মুখে 'ভক্তি বড়' এই কথা শ্রবণপূর্ব্বক 'হরি' বলিয়া পূর্ণ সুখে গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "আমি আরও কতিপয় দিবস পৃথিবীতে থাকিলাম। আপনাকে আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে যদি আপনি 'জ্ঞান বড়' বলিতেন তাহা হইলে আমি আজি সমুদ্রজলে জীবন-বিসর্জ্জন করিতাম। প্রভু সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় গুরু ভারতীর চরণ ধরিলেন এবং ভারতী মহোদয় প্রীতমনে প্রভুকে নমস্কার করিলেন। (৬৭)

(৬৭) শ্রীমন্মহাপ্রভু জগদ্‌গুরু। তাঁহার আবার গুরু কে হইতে পারে? কেবলমাত্র লোকশিক্ষার জন্য তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কিন্তু ভারতী ঠাকুর যে মন্ত্র প্রভুকে শিখান তাহা প্রভু নিজেই ভারতীর "কানে কানে" বলিয়া দিলেন। প্রকারান্তরে তিনিই

প্রভু বোলে যা'র মুখে নাহি ভক্তি-কথা।
তপ-শিখা-সূত্র-ত্যাগ তা'র সব বৃথা" ॥ (৬৮)

৩৫। দীক্ষা-গুরু জীবিত থাকা কালে মন্ত্র বিস্মৃত হইলে, অন্যের নিকট মন্ত্র-গ্রহণ নিষেধ।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধির মন্ত্র-শিষ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীগদাধর নীলাচলে

ভারতীর গুরু হইলেন। মহাপ্রভুর প্রকৃত তত্ত্ব ভারতী জ্ঞাত ছিলেন, ভারতী মনে মনে প্রভুকে তাঁহার নিজের গুরু বলিয়া মনে করিতেন। এই জন্য প্রভু যখন তাঁহার চরণে অভিবাদন করিলেন, তখন তিনি প্রভুকে নমস্কার করিলেন।

(৬৮) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ১০ম।
শিখা-সূত্র-ত্যাগ = সন্ন্যাস গ্রহণ।

গমন করেন এবং ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক তথায় বাস করেন। একদিন শ্রীগদাধর মহাপ্রভুকে বলিলেন "প্রভু! আমি যেদিন ইষ্টমন্ত্র অপর এক ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিয়াছি সেই দিন হইতেই উহা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি। সেই মন্ত্র আপনি আমাকে শিখাইয়া দিউন। আপনি এইরূপ করিলে আমার মন প্রসন্ন হইবে।" প্রভু বলিলেন "গদাধর! তোমার গুরু বিদ্যানিধি ত জীবিত আছেন। দীক্ষাগুরু বর্ত্তমান থাকিতে মন্ত্র বিস্মৃত হইলে অন্য কাহারও নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিতে নাই। অন্য ব্যক্তির নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে গুরু-স্থানে অপরাধ করা হয়।" গদাধর বলিলেন "গুরুদেব ত এখানে বর্ত্তমান নহেন।" প্রভু বলিলেন "গদাধর! ভগবান তোমার গুরুদেবকে এস্থানে সত্বরই আনিতেছেন। দিনদশের মধ্যেই তুমি তাঁহাকে এখানে দেখিতে পাইবে। আমি বেশ বুঝিতেছি, তুমি তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া

এখানে আনিতেছ।" এইরূপ কথোপকথনের অল্প কয়েকদিন পরেই পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি নীলাচলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। (৬৯)

৩৬। পরাত্মনিষ্ঠা।

কাটোয়ানগরে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাইবার উদ্দেশ্যে তিন দিবস রাঢ় দেশে ভ্রমণ করিতেছেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া ভাগবতের এই শ্লোক পড়িতেছেন :—

(৬৯) শ্রীচৈতন্য ভাগবত—অন্ত্য। ১১শ।

(৭০) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—মধ্য। ৩য়।

" 'এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা
মধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্মহদ্ভিঃ।
অহন্তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রিনিষেবয়ৈব ॥' (৭১)
প্রভু কহে 'সাধু এই ভিক্ষুক বচন।
মুকুন্দ-সেবন-ব্রত কৈল নির্দ্ধারণ ॥
পরাত্মনিষ্ঠা এই সার বেশ-ধারণ।
মুকুন্দ-সেবায় হয় সংসার-তারণ' ॥" (৭২)

---

(৭১) অবন্তীনগরের ভিক্ষুকের স্বগতোক্তি শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন—আমি পূর্ব্বতম মহাত্মাগণের অবলম্বিত এই পরাত্মনিষ্ঠা (ব্রহ্মনিষ্ঠা) আশ্রয় করিয়া মুকুন্দের চরণ সেবা দ্বারা দুস্তর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইব।

---

(৭২) পরাত্মনিষ্ঠা এই বেশ ধারণ = পরাত্মনিষ্ঠা বা ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ বেশ ধারণই—সকল ধর্ম্মের সার।"

পাঠান্তর—'পরাত্মনিষ্ঠা মাত্র বেশধারণ।'

এস্থলে 'বেশ' = আবেশ অর্থাৎ আস্থা।

৩৭। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রতি তত্ত্বোপদেশ। (৭৩)

মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া নীলাচলে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি বাসুদেব

"পর (শুদ্ধ) যে আত্মা (জীব) তাহার নিষ্ঠা। আত্মা ব্রহ্মের অংশ সুতরাং দেহাতিরিক্ত, অতএব তাহার সুখ দুঃখ নাই। এইরূপ বিচারিত লক্ষণ স্বরূপ যে আত্মা তাহাতে আমার আস্থা মাত্র, কিন্তু মুকুন্দ সেবায় সংসার তরিব। আত্মতত্ত্বজ্ঞানে সংসার তরে না, কেবল শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবনেই সংসার তরে।"

(শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৬ষ্ঠ।
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও মাখনলাল কৃত টীকা।)

(৭৩) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—মধ্য। ৬ষ্ঠ।
সূত্র—"শ্রীবেদব্যাস কৃত ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র।"

সার্ব্বভৌমের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শন করিলেন এবং তথা হইতে সার্ব্বভৌমের আশ্রমে আসিলেন। মহাপ্রভুকে আসন দিয়া সার্ব্বভৌম বসিলেন এবং শিষ্যগণকে বেদান্ত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। সার্ব্বভৌম স্নেহ ও ভক্তি সহকারে মহাপ্রভুকে বলিলেন "বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। অতএব আপনি নিরন্তর উহা শ্রবণ করুন।" মহাপ্রভু বলিলেন "আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহ আছে। আপনি আমাকে যে উপদেশ দিবেন তাহাই আমার পালন করা কর্ত্তব্য"। ক্রমান্বয়ে সাত দিন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের নিকট বেদান্তব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন।

মুখ্যার্থ—"শব্দোচ্চারণের প্রথমেই যে অর্থ বোধ হয় সেইটী তাহার মুখ্য অর্থ, যেমন 'গঙ্গা' শব্দের অর্থ—জলপ্রবাহময়।"

(শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৬ষ্ঠ।
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও মাখনলাল কৃত টীকা)

সার্ব্বভৌম শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যমতে ব্যাখ্যা করেন। অষ্টম দিবসে সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি সাত দিন ধরিয়া বেদান্ত শ্রবণ করিলেন কিন্তু ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। আপনি বেদান্ত ব্যাখ্যা বুঝেন কি না বুঝেন কিছুই বলেন না এবং আমিও তাহা জানিতে পারিলাম না।" প্রভু বলিলেন "আমি মূর্খ। আমার বেদান্ত অধ্যয়ন নাই। আমি আপনার আজ্ঞায় উহা শ্রবণ করিয়া থাকি। বেদান্ত শ্রবণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম

"সর্ব্ব বেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি কৈল লক্ষণা ব্যাখ্যান॥
স্বতঃ প্রমাণ বেদ প্রমাণ শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা হানি॥
এই মত প্রতিসূত্রের সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে সব কল্পনা করিয়া॥"
-চ-আদি। ৭ম। প্রকাশানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি।

বলিয়াই উহা শ্রবণ করি। কিন্তু আপনি বেদান্ত-সূত্রের যে অর্থ করেন তাহা আমি বুঝিতে পারি না।" সার্ব্বভৌম বলিলেন 'বুঝি না এমন যা'র জ্ঞান' বুঝিবার জন্য তাহার জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। আপনি আমার ব্যখ্যা শুনিয়া নীরবে বসিয়া থাকেন। আপনার মনে কি আছে কিছুই বুঝি না।"

প্রভু উত্তর করিলেন "সূত্রের অর্থ আমি বেশ বুঝি কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার মন বিকল হইতেছে। সূত্রের অর্থ যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহাকেই ভাষ্য বলে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আপনি সূত্রের যে ভাষ্য করিতেছেন তাহাতে সূত্রের অর্থ প্রকাশিত না হইয়া আচ্ছন্ন হইতেছে। সূত্রের মুখ্য অর্থ ব্যাখ্যা না করিয়া আপনি শঙ্করভাষ্যানুযায়ী কল্পিতার্থ দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিলেন। উপনিষদ্‌সমূহে যে মুখ্য অর্থ আছে ব্যাসদেব তাঁহার কৃত সূত্রে (বেদান্তসূত্রে) ঠিক

তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি সেই সূত্রের মুখ্যার্থ ছাড়িয়া গৌণার্থ কল্পনা করিতেছেন। আপনি শব্দের অভিধান সম্মত প্রসিদ্ধার্থ ছাড়িয়া দিয়া উহার লক্ষণা করিতেছেন (অর্থাৎ কল্পনা দ্বারা শব্দের উপর গৌণার্থ আরোপ করিতেছেন।)

"স্মৃতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রপ্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রুতি ব্যতিরিক্ত অন্যান্য শাস্ত্রে শ্রুতি-প্রমণানুযায়ী যে মুখ্যার্থ কহে সেইটীও প্রমাণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন,যদিও জীবের অস্থি ও বিষ্ঠা উভয়ই অপবিত্র, কিন্তু শ্রুতিবাক্যানুসারে অস্থি (শঙ্খ) ও বিষ্ঠা (গোময়) মহা পবিত্র বস্তু। বেদ (শ্রুতি) যে সত্য তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছেন তাহা স্বতঃপ্রমাণ অর্থাৎ তাহা অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। শ্রুতি যাহা বলেন তাহাই সত্য। বেদ অর্থাৎ শ্রুতি-বাক্যের লক্ষণা করিতে গেলে (অর্থাৎ লক্ষণারূপ অন্য প্রমাণের অপেক্ষা করিলে) তাহার স্বতঃপ্রামাণ্য

নষ্ট হয়।

"যেমন সূর্য্য কিরণ প্রকাশিত হইতে অন্য বস্তুর সহায়তা আবশ্যক হয় না, সেইরূপ ব্যাসসূত্রের অর্থ অত্যুজ্জ্বল ও স্বয়মপ্রকাশ। ঐ সূত্রকিরণকে মায়াবাদিগণ নিজ কৃত গৌণার্থসূচক ভাষ্যরূপ মেঘদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছেন।

ব্রহ্মের স্বরূপ।

"বেদ ও পুরাণ যে ব্রহ্মকে নিরূপণ করিয়াছেন সেই ব্রহ্ম বৃহদ্বস্তু।* সমুদ্র আকাশাদি বস্তু যদিও

*বৃহদ্বস্তু ব্রহ্ম কহি শ্রীভগবান।
ষড়বিধৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরতত্ত্বধাম।
স্বরূপ ঐশ্বর্য্য তাঁর নাহি মায়াগন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান সে সম্বন্ধ।

বৃহৎ কিন্তু তাহারা প্রাকৃত অর্থাৎ জড়। ব্রহ্ম অপ্রাকৃত এবং ঈশ্বর-লক্ষণযুক্ত অর্থাৎ তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান। ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থ এই যে তিনি সর্ব্বব্যাপক কিন্তু সাকার স্বয়ং ভগবান। ব্যাস-সূত্রের মুখ্যার্থ সাকার (সবিশেষ) ব্রহ্মকে আপনি নিরাকার (নির্ব্বিশেষ) বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন। যে যে শ্রুতি ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ রূপ-গুণাদি শূন্য নিরাকার ভাব (সত্ত্ব) প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সেই শ্রুতিই আবার ব্রহ্মের সবিশেষ অর্থাৎ নাম-গুণ-লীলাদিবিশিষ্ট সাকার ভাব প্রতিপাদন করিয়াছেন। 'ব্রহ্মের 'নির্ব্বিশেষ' ও 'সবিশেষ' এই দুইটী গুণ লইয়া বিচার করিলে দেখা

তাঁরে নির্ব্বিশেষ কহি চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্দ্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি॥
(শ্রীচৈ-চ-আদি। ৭ম।
প্রকাশানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি)

যায় 'সবিশেষ' গুণই প্রবল। "যে সকল শ্রুতি ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়াছেন, তাঁহারা কেবলমাত্র ব্রহ্মের প্রাকৃত অর্থাৎ জড় বা ভৌতিক ভাব খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বা চিন্ময় ভাব স্থাপন করিয়াছেন।

"ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হয়, ব্রহ্মে বিশ্ব অবস্থিতি করে এবং ব্রহ্মেই বিশ্ব লয়প্রাপ্ত হয়। অপাদান, করণ ও অধিকরণ, এই তিন কারকের চিহ্ন দ্বারা ব্রহ্মের সবিশেষত্ব চিহ্নিত হইতেছে, যথা অপাদান অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে বিশ্বের উৎপত্তি, করণ অর্থাৎ ব্রহ্মদ্বারা বিশ্ব অবস্থিত (অর্থাৎ অন্তর্য্যামীরূপে ব্রহ্ম বিশ্বে বাস করায় তদ্দ্বারা বিশ্বের স্থিতি) এবং অধিকরণ অর্থাৎ ব্রহ্মে বিশ্বের আবার লয় হয়। যেমন সাকার বস্তুতেই ঐ সকল কারক দেখা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মে ঐ সকল কারক থাকায় তিনি সাকার।

পূর্ব্বে ভগবানের যখন বহু হইতে মন

হইল তখন তিনি প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিলেন, তৎপরে সেই প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি হয়। ভগবানের এই ইচ্ছা ও দর্শন প্রাকৃত মন ও নয়নের কার্য্য নহে, কারণ ঐ ইচ্ছা ও দর্শনের পর প্রাকৃত সৃষ্টি। ঐ প্রাকৃত সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতেই ভগবানের মন ও নয়ন থাকায় উহা অপ্রাকৃত। ব্রহ্ম সাকার কিন্তু অপ্রাকৃত সাকার।

'ব্রহ্ম' শব্দে কাহাকে বুঝায়।

ব্রহ্ম অপ্রাকৃত সাকার বলিয়া নিরূপিত হইতেছেন। এক্ষণে দেখা যাউক, ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা কাহাকে বুঝায়। ব্রহ্ম এই শব্দে পূর্ণ স্বয়ং ভগবানকেই

বুঝায়। (৭৩ক) বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। বেদে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম এ কথা বলিলেও, বেদের নিগূঢ় অর্থ সহজে বুঝা যায় না। একারণ বেদের এই অর্থ (অর্থাৎ ব্রহ্ম অর্থে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ) শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিশ্চয়রূপে বুঝাইতেছেন। ইহার প্রমাণ, শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক :—

(৭৩ক) "ব্রহ্ম শব্দে মুখ্য অর্থে কহে ভগবান্।
চিদৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ অনূর্দ্ধ সমান॥
তাঁহার বিভূতি দেখ সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদিয়া কহে নিরাকার।
চিদানন্দ দেহ তাঁর স্থান পরিকর॥
তাঁরে কহে প্রাকৃত সত্ত্বের বিকার॥
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর।
প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু কলেবর॥
(শ্রীচৈ-চ-আদি। ৭ম। প্রকাশানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি)

'অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥'

অর্থাৎ '(ব্রহ্মা বলিতেছেন', পরমানন্দ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বাসুদেব যখন নন্দ গোপ প্রভৃতি ব্রজবাসিদিগের মিত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন তখন ইঁহাদের কি সৌভাগ্য, (৭৩খ)। এই শ্লোকদ্বারা বুঝা গেল যে ব্রহ্ম বলিতে নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। 'অপানি পাদ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ব্রহ্ম প্রাকৃত হস্ত ও চরণ বর্জ্জিত এইরূপ বলিতেছেন, কিন্তু 'জবনো গৃহীতা' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বলিতেছেন যে ব্রহ্ম শীঘ্র চলেন ও সকল বস্তু গ্রহণ করেন। অতএব শ্রুতি, ব্রহ্মের হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় আছে বলিয়া ব্রহ্মকে সবিশেষ বলেন কিন্তু এই হস্তপদাদি প্রাকৃত নহে, ইহা অপ্রাকৃত। মায়াবাদিগণ শ্রুতির মুখ্যার্থ (অর্থাৎ ব্রহ্ম

(৭৩খ) ভাগবত—১০।১৪।৩।

সবিশেষ) ছাড়িয়া (কারণ, সবিশেষ বস্তু মাত্রই জড় অতএব উৎপত্তি বিনাশ বিশিষ্ট) লক্ষণা বৃত্তি দ্বারা (অর্থাৎ কল্পনার সাহায্যে গৌণার্থ করিয়া) ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া মনে করেন, এবং তাঁহারা, যে ভগবানের বিগ্রহ (দেহ) ষড়ৈশ্বর্য্য ও পূর্ণানন্দ, তাঁহাকে নিরাকার বলেন এবং যে ব্রহ্মের স্বাভাবিক তিন শক্তি রহিয়াছে, তাঁহাকে নিঃশক্তি বলিয়া মনে করেন।

ব্রহ্মের শক্তি।

ব্রহ্মে স্বাভাবিক তিন শক্তি আছে, যথা—(১) পরা অর্থাৎ স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তি। (২) অপরা অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি বা তটস্থাশক্তি বা জীবশক্তি,

(৩) মায়াশক্তি। চিৎশক্তি তিন অংশে তিন রূপ হয়, যথা—আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী' শক্তি, সৎ-অংশে 'সন্ধিনী' শক্তি এবং চিৎ-অংশে 'সম্বিৎ' শক্তি প্রকটিত হয়। (৭৪)

---

(৭৪) "সচ্চিদানন্দপূর্ণ কৃষ্ণের স্বরূপ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ, যারে জ্ঞান করি মানি॥"
(শ্রীচৈ-চ—আদি। ৪র্থ।)

"ভগবানের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ—তাঁহাতে কোন বিকার নাই, কিন্তু লীলার জন্য তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছা হইলে তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী প্রধান শক্তি স্ফূর্ত্তি পায়। প্রথমে তাঁহার 'সৎ' স্বরূপ হইতে 'সন্ধিনী'শক্তি প্রকটিত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করে ও তাহার মূলে আশ্রয়শক্তিরূপে অবস্থিতি করে। এই সন্ধিনীশক্তির বিকারের নাম 'প্রকৃতি'। দ্বিতীয়, তাঁহার 'চিৎ' স্বরূপ হইতে 'সম্বিৎ' শক্তি প্রকটিত হইয়া জ্ঞান ও চৈতন্য বিস্তার করে; ইহার বিকার 'মায়া'। তৃতীয়, তাঁহার 'আনন্দ' স্বরূপ হইতে 'হ্লাদিনী'

চিৎ-শক্তি ঈশ্বরের অন্তরঙ্গা অর্থাৎ স্বরূপশক্তি, অর্থাৎ এই শক্তি ভগবানে সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে।

শক্তি প্রকটিত রইয়া 'প্রেমাদি' প্রকাশ করে। এই আনন্দাংশ বিকৃত হইলে রাধাভাব উৎপন্ন হয়।"

(শ্রীচৈ-চ-মধ্য-৬ষ্ঠ। জগদীশ্বর গুপ্ত কৃত টীকা।)

'সৎ' অর্থাৎ সন্ধিনী শক্তি—

"সন্ধিনীর সার অংশ শুদ্ধ সত্ত্বনাম।
ভগবানের সত্ত্বা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এ সব কৃষ্ণের শুদ্ধ সত্ত্বের বিকার॥" (শ্রীচৈ-চ—আদি। ৪র্থ)

অর্থাৎ "সন্ধিনীর সার অংশ ভগবানের বিশুদ্ধ সত্ত্বা, এবং ঐ সত্ত্বা অবলম্বন করিয়াই 'সন্ধিনী' প্রতিষ্ঠিতা আছে। চরাচরস্থ যাবতীয় পদার্থ অর্থাৎ 'প্রকৃতি' সন্ধিনী শক্তির বিকার বা পরিণাম মাত্র।"

'চিৎ' অর্থাৎ সম্বিৎ শক্তি—

"কৃষ্ণভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।
ব্রহ্মজ্ঞানাদিক সব, তার পরিবার॥"

(শ্রীচৈ-চ-আদি। ৪র্থ)

যদি ইহা না থাকে তবে ঈশ্বরের সত্তা অসম্ভব হইয়া পড়ে। এস্থলে সৎ, চিৎ ও আনন্দ, এই তিন শক্তিকেই

অর্থাৎ ভগবত্তা জ্ঞান 'সম্বিৎ' শক্তির সার অংশ, এবং ব্রহ্ম-জ্ঞানাদি সমস্তই ইহার অন্তর্ভুক্ত।

'আনন্দ' অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তি—

"হ্লাদিনীর সার প্রেমসার ভাব।
ভাবের পরমাকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাব স্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণ-খণি কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি।
কৃষ্ণ-প্রেম-ভাবিত যাঁর চিত্তেন্দ্রিয় কায়।
কৃষ্ণ-নিজ শক্তি, ক্রীড়ার সহায়।"

(শ্রীচৈ-চ-আদি। ৪র্থ।)

অর্থাৎ "হ্লাদিনী' বা ভগবানের আনন্দশক্তি হইতে প্রেম, প্রেমের পর ভাব পর পর উৎপন্ন হয়। ভাব চরম সীমায় পরিণত হইলে তাহার নাম মহাভাব হয়। শ্রীরাধিকা এই মহাভাবের মূর্ত্তিরূপা। ইহাঁর চিত্ত ইন্দ্রিয় ও শরীর কৃষ্ণপ্রেমে গঠিত বা কৃষ্ণপ্রেমের সহিত মিশ্রিত। রাধা, কৃষ্ণের নিজশক্তি এবং লীলা প্রকাশের সহায়।"

চিৎশক্তি বলা হইতেছে। জীবশক্তি তটস্থা এই শক্তি কখনও ঈশ্বর-সত্তায় বর্ত্তমান থাকে এবং কখনও থাকে না। মায়াশক্তি বহিরঙ্গা অর্থাৎ ঈশ্বর হইতে প্রকটিত হইয়া, এই শক্তি ঈশ্বরকে স্পর্শ না করিয়া অর্থাৎ ভগবৎসত্তায় অবস্থিত না করিয়া, সৃষ্টির অন্যান্য বস্তুকে অভিভূত করতঃ অবস্থিতি করিতেছে। (৭৫) চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি (অর্থাৎ প্রত্যেক শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী) স্বীয় প্রভু ভগবানকে ভক্তি করে।

"সন্ধিনীর সার বাসুদেবতত্ত্ব, সম্বিতের সার ভগবত্তাজ্ঞান ও হ্লাদিনীর সার রাধাভাব।"

(শ্রীচৈ-চ-আদি। ৪র্থ । জগদীশ গুপ্ত কৃত টীকা।)

(৭৫) শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৬ষ্ঠ (জগদীশ্বর গুপ্ত কৃত টীকা)

ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন।

ঈশ্বর মায়াধীশ অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর বা কর্ত্তা। জীব মায়াবশ অর্থাৎ মায়ার বশীভূত বা মায়ার দাস। ইহাদ্বারাই প্রতীয়মান হইতেছে যে ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন। মায়াবাদিগণ মায়াদাস জীবকে মায়া-কর্ত্তা ঈশ্বরের সহিত অভেদ মনে করেন, ইহা তাঁহাদের বিষম ভ্রম। গীতা-শাস্ত্র বলিতেছেন যে জীব ঈশ্বরের একটী শক্তি। যে জীবের শক্তি স্বরূপতঃ ইশ্বরের শক্তি হইতে বিভিন্ন, সেই জীবকে ঈশ্বরের সহিত অভেদ মনে করা ভ্রান্তিমূলক। (৭৬)

---

(৭৬) শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৬ষ্ঠ (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও মাখনলাল কৃত টীকা দেখুন)

"জীবতত্ত্ব শক্তি কৃষ্ণতত্ত্ব শক্তিমান।
গীতা বিষ্ণু পুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥"

(শ্রীচৈ-চ-আদি। ৭ম। প্রকাশানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি)

শ্রীবিগ্রহ সত্ত্বগুণের বিকার নহে।

ঈশ্বরের বিগ্রহ অর্থাৎ দেহ চিদানন্দাকার অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময়, নির্ব্বিকার ও নির্গুণ (অর্থাৎ সত্ত্বরজঃতমোগুণাতীত)। এইরূপ অপ্রাকৃত অর্থাৎ চিন্ময় দেহকে সত্ত্বগুণের বিকার অর্থাৎ সগুণ সবিকার ও জড় বলিয়া নির্দ্দেশ করা ভ্রমাত্মক। এই শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সে পাষণ্ডীদিগের মধ্যে একজন। সে দর্শনের ও স্পর্শের অযোগ্য ও যমদণ্ডার্হ।

"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥"

(গীতা—৭।৫)

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—হে মহাবাহো! (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টবিধ প্রকৃতির ব্যাখ্যা বলিয়াছি) উহা অপরা (জড় অতএব নিকৃষ্ট)। ইহা অপেক্ষা আমার জীবভূতা (জীবস্বরূপা অর্থাৎ চিন্ময়ী) একটী পরা (উৎকৃষ্ট বা শ্রেষ্ঠ) প্রকৃতি আছে তাহা

পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ।

জীব-নিস্তারের উদ্দেশ্যে শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তসূত্র করিলেন। ঐ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যমতে,রজ্জু সর্পবৎ, মিথ্যা জগৎ অজ্ঞানতাবশতঃ ব্রহ্মে আরোপ মাত্র, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, এই বিবর্ত্তবাদ শ্রবণে, 'আমি সেই ব্রহ্ম' এই বোধে সাধনাদি কোন কার্য্য না করাতে সর্ব্বনাশ হয়। পরিণামবাদ অর্থাৎ ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হওয়াতে জগৎ সত্য, মিথ্যা নহে, এই তত্ত্ব ব্যাস-সূত্রসম্মত। ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হইলেও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে তিনি বিকারপ্রাপ্ত হয়েন না। দৃষ্টান্ত যথা— স্যমন্তক মণি প্রতিদিন অষ্ট ভার (অষ্ট তোলায় এক পল, শত পলে এক তুলা, বিংশতি তুলাতে

তুমি অবগত হও। এই চিন্ময়ী প্রকৃতি জগৎকে রক্ষা করিতেছে।

এক ভার) স্বর্ণ প্রসব করে। এতৎসত্ত্বেও ঐ মণি বিকারপ্রাপ্ত হয় না।(৭৭) শঙ্করাচার্য্যের মত এই যে ঈশ্বর বিকার বা মায়াযুক্ত হইতে পারেন না। পরিণাম বাদ মতে ঈশ্বর বিকারযুক্ত হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। শঙ্কর এই মতকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন এবং বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন। পরিণামবাদ অর্থাৎ যে মতে এক বস্তু অন্য বস্তুতে এরূপভাবে পরিণত হইয়া যায় যে তাহা আর পূর্ব্বাবস্থা পাইতে পারে না। বিবর্ত্তবাদ অর্থাৎ যে মতে এক বস্তুর অন্য বস্তুতে পরিণত হইয়াও তাহার পূর্ব্ব স্বরূপ ধ্বংস হয় না, যথা—মৃত্তিকা মৃণ্ময়ী মূর্ত্তিতে পরিণত হইলেও তাহার স্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃতি ধ্বংস হয় না। পরিণামবাদ সম্বন্ধে শঙ্করের আপত্তি এই যে, 'যদি

(৭৭) শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৬ষ্ঠ। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও মাখনলাল কৃত টীকা দেখুন।)

ঈশ্বর বিকারযুক্ত হইয়া বিশ্বে পরিণত হয়েন তাহা হইলে তাঁহার ঐশী সত্ত্বা ক্রমশঃ লোপ পাইত, ইহা অসম্ভব। অতএব ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত হয়েন নাই।' শঙ্করের এই মত ভ্রান্ত, কারণ ঈশ্বরের শক্তি অচিন্তনীয়। তাঁহার ইচ্ছার পরিণামে (ফলে) জগৎ উৎপন্ন হইলেও তাঁহার সত্ত্বা জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ ও স্বাধীন। যেমন, চিন্তামণির সংস্পর্শে অন্য বস্তু সুবর্ণে পরিণত হইলেও তাহার (চিন্তামণির) গুণের বিপর্য্যয় ঘটে না। (৭৮)

(৭৮) শ্রীচৈ-চ-আদি। ৭ম (জগদীশ্বর গুপ্তকৃত টীকা দেখুন।)

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম বাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি উঠাইল বিবাদ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপনা যে করি॥
বস্তুত পরিণামবাদ সেই ত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান॥

বিবর্ত্তবাদমতে জগৎ মিথ্যা। বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা নহে, ইহা সত্য কিন্তু নশ্বর। বিবর্ত্তবাদ মতে জীবের যে আত্মবুদ্ধি, অর্থাৎ 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ বুদ্ধি বা ধারণা মিথ্যা। প্রণব মহাবাক্য, ইহা ঈশ্বরের মূর্ত্তি অর্থাৎ নামবিগ্রহ। প্রণব হইতে সর্ব্ব বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। বেদের "তত্ত্বমসি" বাক্য মহাবাক্য নহে। প্রণব বেদের মূল; এই বাক্য উহার একাংশ মাত্র। অজ্ঞ জীবকে চিণ্ময় সত্ত্বা

অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি, ইথে কি বিস্ময়॥
(শ্রীচৈ-চ-আদি। ৭ম। প্রকাশানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি)

বুঝাইবার নিমিত্ত উহা বেদের এক প্রদেশে অবস্থিত। ভ্রান্ত লোকে মহাবাক্য প্রণবকে আচ্ছাদন করিয়া ও না মানিয়া এই 'তত্ত্বমসি' বাক্যকে মহাবাক্য বলে। (৭৯)

(৭৯) শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৬ষ্ঠ (শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ও মাখনলালের টীকা দেখুন)

প্রণব "=ওঁকার বা ওঁ তৎসৎ অর্থাৎ তিনিই সত্য।
"প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান।
ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ব্ববিশ্বধাম॥
সর্ব্বাশ্রয় ঈশ্বরের করে প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি' বাক্য হয় বেদের এক দেশ॥
প্রণব মহাবাক্য, করি আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি তত্ত্বমসির স্থাপন॥"

(শ্রীচৈ-চ-আদি। ৭ম। প্রকাশানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি)
তত্ত্বমসি=গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন—"হে শিষ্য! তুমিই সেই। (অর্থাৎ তুমিই ইশ্বর)।"

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।

'সম্বন্ধ' অর্থাৎ ভগবানের সহিত জীবের নিত্য সম্বন্ধ। 'অভিধেয়' অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় (ইহাকে সাধন ভক্তি বলে) এবং 'প্রয়োজন' অর্থাৎ প্রেম (সাধন ভক্তির ফল) এই তিন বস্তু বেদে বলে। ঐ তিনটী ব্যতীত শঙ্কর আর যাহা বলেন তাহা কল্পনাপ্রসূত, যেহেতু, স্বতঃ-প্রমাণ বেদবাক্য 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি স্থানে তিনি লক্ষণা-কল্পনা করিয়াছেন। ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের দোষ নাই। ইনি মহাদেবের অবতার। শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবকে নাস্তিক্য শাস্ত্র (অর্থাৎ ব্রহ্মের আকার নাই, শক্তি নাই ইত্যাদিরূপ শাস্ত্র) প্রণয়ন করিতে আজ্ঞা করায়, তিনি শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া ঐরূপ করিয়াছেন। (৮০) শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন·

(৮০) সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে "শ্রীসনাতনের প্রতি তত্ত্বোপদেশ" দেখুন।

'হে শঙ্কর! তুমি কল্পিত আগম (অর্থাৎ বেদার্থ) দ্বারা লোক সকলকে মদ্ভক্তিবিহীন কর এবং আমাকেও

"সকল বেদের হয় ভগবান সে সম্বন্ধ ॥
*　　*　　*　　*
ভগবান প্রাপ্তি হেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি কৃষ্ণপ্রাপ্তের সহায়॥
সেই সর্ব্ববেদের অভিধেয় নাম।
সাধন ভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গাম॥
কৃষ্ণের চরণে যদি হয় অনুরাগ।
কৃষ্ণবিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন॥
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজভক্ত বশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস॥
সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন নাম।
এই তিন অর্থ সর্ব্বসূত্রে পর্য্যাবসান॥"
শ্রীচৈ-চ-আদি। ৭ম। প্রকাশানন্দের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি।)

গোপন কর। এইরূপ গোপন করিলে, এই সৃষ্টি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে অর্থাৎ ভক্তিহীন অবস্থায় কেহই সংসার হইতে উদ্ধার পাইবে না ইহার ফলে সৃষ্টি বৃদ্ধি হইবে।' (৮১) মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন 'হে দেবি! কলিযুগে ব্রাহ্মণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমি মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র রচনা করিয়াছি। ইহাকেই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র বলে। (৮২)

---

(৮১) "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা॥"
(পদ্মপুরাণ)

(৮২) "মায়াবাদমসাচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥"
(পদ্মপুরাণ)

প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র—প্রচ্ছন্ন (বৈদিক প্রমাণে আচ্ছাদিত থাকায় হঠাৎ এই শাস্ত্রকে অবৈদিক বলিয়া ধরা যায় না) বৌদ্ধ (ভক্তি বিরোধী 'সোঽহং' অর্থাৎ আমিই সেই অথবা জীব ও ঈশ্বর অভিন্ন) মতপ্রকাশক শাস্ত্র।

পরম পুরুষার্থ কি ?

ভগবানে ভক্তিই পরম পুরুষার্থ। ভগবানের এইরূপ অচিন্তনীয় গুণসকল আছে যে সেই গুণে আকৃষ্ট হইয়া আত্মারামও (অর্থাৎ বিষয়বাসনা বর্জ্জিত হইয়া আত্মাতেই যিনি আয়াস বা আনন্দ পান) ঈশ্বর ভজন করেন। যিনি আত্মারাম, তিনি সংসারমুক্ত। অতএব তিনি যে ঈশ্বর ভজন করেন, ইহার উদ্দেশ্য সংসারবন্ধন ছেদন নহে। ভগবানের গুণেই আকৃষ্ট হইয়া ঐরূপ করেন। (৮৩)

(৮৩) শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৬ষ্ঠ।

প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি তত্ত্বোপদেশ, আদি খণ্ডের ৭ম অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। উহা সার্ব্বভৌমের প্রতি তত্ত্বোপদেশের ও মধ্য খণ্ডের ২৫শ অধ্যায়ের অনুরূপ।

৩৮। মুক্তিপদ—ইহার অর্থ কি ?

একদিন সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মাকৃত স্তবের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন এবং নিম্নলিখিত শ্লোকের 'মুক্তিপদে' স্থলে 'ভক্তিপদে' এই পাঠ বলিলেন।

"তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকং।
হৃদ্বাগবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত
যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।" (৮৪)

(৮৪) ভাগবৎ—১০।১৪।১৮।

(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিতেছেন—"যিনি আদর পূর্ব্বক, তোমার অনুগ্রহ প্রতীক্ষা করিয়া আত্মকৃত কর্ম্মফল উপভোগ-পূর্ব্বক অন্তঃকরণ, বাক্য ও দেহদ্বারা তোমাকে নমস্কার করতঃ জীবিত থাকেন, তিনিই মুক্তিপদ পাইতে অধিকারী হইতে পারেন।"

প্রভু বলিলেন "'মুক্তিপদে' পাঠই যথার্থ। আপনি 'ভক্তিপদে' কেন পড়েন?" ভট্টাচার্য্য বলিলেন "ভক্তির সহিত মুক্তি-ফলের তুলনা হইতে পারে না। মুক্তি ভগবদ্ভক্তিবিমুখ পুরুষের কেবল দণ্ডেরই কারণ হয়।"

প্রভু কহে "মুক্তিপদের আর অর্থ হয়।
'মুক্তিপদ' শব্দে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহয়॥
মুক্তি পদে যা'র, সেই মুক্তিপদ হয়।
নবম পদার্থ মুক্তির কিম্বা সমাশ্রয়॥"

প্রভু বলিলেন "'মুক্তিপদ' শব্দের আর এক অর্থ হয়। 'মুক্তিপদ' শব্দে 'সাক্ষাৎ ঈশ্বর' বুঝায়। মুক্তি পদে যাঁর, তিনিই মুক্তিপদ, কিম্বা নবম পদার্থ (মুক্তি) যাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) সম্যকরূপে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, এই দুই অর্থেই 'মুক্তিপদ' শব্দে

শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়। অতএব এই শ্লোকের পাঠ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা কি?" (৮৫)

৩৯। কৃষ্ণৈকশরণ উপদেশ।

নীলাচল হইতে মহাপ্রভু দক্ষিণ যাত্রা করিলেন। কেবল মাত্র তাঁহার জলপাত্র ও বস্ত্র বহনের জন্য কৃষ্ণদাস নামক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতি কতিপয় ভক্ত আলালনাথ পর্য্যন্ত প্রভুর সহিত গমন করেন। তথায় সমস্ত দিন নৃত্যগীতে অতিবাহিত করিয়া পর দিন প্রাতে প্রভু সমস্ত ভক্তগণকে আলিঙ্গন করতঃ বিদায় দিলেন এবং

(৮৫) শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৬ষ্ঠ।

কেবল মাত্র কালা কৃষ্ণদাসকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ যাত্রা করিলেন এবং এই প্রকার নাম-সংকীর্ত্তন করিতে করিতে পথে চলিলেন। বলা বাহুল্য, লোকশিক্ষাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হে।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হে॥
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! পাহি মাং॥
রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রাম! রাঘব! রক্ষ মাং।
কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! কৃষ্ণ! কেশব! পাহিমাং॥
(৮৬)

(৮৬) শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৭ম।
পাহি মাং=আমাকে রক্ষা কর।
রক্ষ মাং=আমাকে রক্ষা কর।

৪০। গৃহে থাকিয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ উপদেশ।

মহাপ্রভু কূর্ম্মস্থানে উপস্থিত হইলে কূর্ম্ম নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বহু শ্রদ্ধা করিয়া নিমন্ত্রণ করিলেন এবং তাঁহাকে নিজগৃহে আনিয়া বিশেষ ভক্তি সহকারে তাঁহার ভিক্ষা করাইলেন এবং তাঁহার প্রসাদান্ন সপরিবারে গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে বলিলেন :—

"কৃপা কর প্রভু মোরে যাই তোমার সঙ্গে।
সহিতে নারিমু তোমার বিরহ তরঙ্গে" ॥
প্রভু কহে "ঐছে বাৎ কভু না কহিবা।
গৃহে রহি কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ লৈবা ॥
যা'রে দেখ তা'রে কর কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায়, গুরু হইয়া তার' এই দেশ ॥

কভো না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি পাবে আমার এই স্থানে সঙ্গ" ॥ (৮৭)

৪১। নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইলে মনে অহঙ্কার ও অভিমান স্থান পায় না।

কূর্ম্মস্থানে বাসুদেব নামে এক গলিতকুষ্ঠ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে যে কীট খসিয়া পড়িত তাহাকে ঠিক আবার সেই ক্ষত স্থানে উঠাইয়া রাখিতেন। রাত্রিতে তিনি মহাপ্রভুর আগমন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রত্যুষে কূর্ম্মের আশ্রমে

(৮৭) শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৭ম।
তার' = উদ্ধার কর। কভো = কভু। ঐছে বাং = ঐরূপ কথা। না বাধিবে = বাধ দিবে না। ভিক্ষা = ভোজন।

আসিলেন, কিন্তু তথায় মহাপ্রভুকে না পাইয়া ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেই ক্ষণে প্রভু আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুর স্পর্শে বাসুদেবের মনোদুঃখের সহিত তাঁহার কুষ্ঠ অন্তর্হিত হইল। তাঁহার মন আনন্দে পরিপূর্ণ ও অঙ্গ সুন্দর হইল। প্রভুর এইরূপ কৃপা দেখিয়া বাসুদেবের বিস্ময় জন্মিল। তিনি এইরূপ বলিতে লাগিলেন—

'ক্বাহং দরিদ্র পাপীয়ান্ ক্ব কৃষ্ণঃ শ্রীনিকেতন।
ব্রহ্মবন্ধুরিতি স্মাহং বাহুভ্যাং পরিরম্ভিতঃ ॥' (৮৮)

(৮৮) ভাগবত—১০।৮১।১৪।

রুক্মিণী প্রেরিত সুদামা বিপ্র স্বগতঃ বলিতেছেন—এই দরিদ্র ও পাপাত্মা আমিই বা কোথায় আর লক্ষ্মীর আবাসস্থল শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া তিনি স্বীয় বাহুদ্বয়দ্বারা আমাকে আলিঙ্গন করিলেন

বহু স্তুতি করি' কহে "শুন দয়াময়।
জীবে এই গুণ নাহি তোমাতে এই হয়॥
মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
সেই মোরে স্পর্শ' তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
কিন্তু আছিলাঙ ভাল অধম হইয়া।
এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া॥"
প্রভু কহে "কভু তোমার না হ'বে অভিমান।
নিরন্তর লহ তুমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম॥
কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা' করিবেন অঙ্গীকার॥"

মহাপ্রভু এই উপদেশ দিতেছেন যে নিরন্তর কৃষ্ণনাম লইলে অহঙ্কার কি অভিমান কখনও মনে স্থান পায় না। (৮৯)

(৮৯) শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৭ম।
আছিলাঙ = ছিলাম। এবে = এক্ষণে। তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর = যেহেতু তুমি সর্ব্বনিয়ন্তা অন্তর্যামী ভগবান।

৪১। মহাভাগবত স্থাবর ও জঙ্গমের ভিতর শ্রীভগবানকে দেখেন।

রামানন্দ শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিতেছেন "প্রথমে আপনাকে সন্ন্যাসীর ন্যায় দেখিয়াছি কিন্তু এক্ষণে আপনাকে শ্যাম গোপরূপ দেখিতেছি এবং আপনার সম্মুখে একটী কাঞ্চন পুত্তলিকা দেখিতেছি। তাহার গৌরকান্তিদ্বারা আপনার সর্ব্ব অঙ্গ আবৃত দেখিতেছি এবং আপনার সবংশীবদনও দেখিতে পাইতেছি। আপনাকে এইরূপ দেখিয়া আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইতেছি। প্রভো! ইহার কারণ আমাকে অকপটে বলুন।" মহাপ্রভু বলিলেন "রামানন্দ! কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম জন্মিয়াছে; সেই জন্যই তুমি সর্ব্ব বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন করিয়া থাক। ইহা গাঢ় প্রেমেরই স্বভাব।"

"মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাঁহা তাঁহা হয় তা'র শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তা'র মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥"
'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেৎ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥' (৯০)
'বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্য ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।

(৯০) ভাগবত—১১।২।৪৩।

ঋষভের পুত্র এবং ভরত রাজার সহোদর নবযোগেন্দ্র অর্থাৎ নয় জন ঋষিরা যথা—কবি, হরি, অন্তরীক, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন। হরি, রাজা নিমিকে বলিতেছেন—সর্ব্বভূতে যিনি আত্মস্বরূপ ভগবানের ভাব (অর্থাৎ স্বীয় ইষ্টদেবের অধিষ্ঠান) দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্ম-স্বরূপ ভগবানে দর্শন করেন, তিনিই ভাগবতোত্তম অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তশ্রেষ্ঠ।

প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম ॥ (৯০ক)
শ্রীরাধা-কৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হয়।
যাঁহা তাঁহা রাধা-কৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয় ॥" (৯০খ)

(৯০ক) ভাগবত—১০।৩৫।৫।

শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া গোপীগণ বলিতেছেন—পুষ্প-ফলযুক্ত অতএব অবনত শাখাবিশিষ্ট বনের তরুলতাসকল আপনাদিগের মধ্যে বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন ইহা প্রকাশ করিয়াই যেন প্রেম-পুলকিতদেহে মধুধারা বর্ষণ করিতে লাগিল।

(৯০খ) শ্রীচৈ-চ-মধ্য। ৮ম। তাঁহা তাঁহা—সেই সকল স্থাবর জঙ্গমে। সর্ব্বত্রে—সকল বস্তুতে। যাঁহা তাঁহা রাধা-কৃষ্ণ তোমারে স্ফুরয়—রাধাকৃষ্ণে তোমার গাঢ় প্রেম হওয়ায় যেখানে সেখানে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি তোমাতে স্ফূর্ত্তি পায় অর্থাৎ তুমি দর্শন কর।

৪২। শ্রীবেঙ্কট ভট্টের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ তত্ত্বোপদেশ।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে যাইয়া শ্রীবেঙ্কট ভট্ট নামক জনৈক শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ ক্রমে তাঁহার আশ্রমে গেলেন এবং তথায় বর্ষার চারি মাস কৃষ্ণ কথায় যাপন করিলেন। সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর বড় ভক্ত হইলেন। ভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণ সেবা করেন। তাঁহার নিষ্ঠাভক্তি দেখিয়া প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সর্ব্বদা একসঙ্গে বাস করায় উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যভাব জন্মিল এবং তদ্ধেতু তাঁহাদের মধ্যে পরিহাসাদি হইত।

একদিন প্রভু বলিলেন "ভট্ট! আপনার লক্ষ্মী ঠাকুরাণী নারায়ণ-বক্ষঃস্থিতা এবং পতিব্রতা-শিরো-

(৯১) শ্রীচৈ চ—মধ্য। ৯ম। বৈদগ্ধ্যাদি = চাতুর্য্যাদি।

সগি, কিন্তু আমার ঠাকুর গোচারণকারী গোপবালক কৃষ্ণ। লক্ষ্মীদেবী সতী সাধ্বী হইয়া কৃষ্ণসঙ্গমের ইচ্ছা তাঁহার হওয়ার কারণ কি? তিনি এই সঙ্গমলাভেচ্ছায় বহুকাল যাবত সুখভোগ ত্যাগ করিয়া ব্রতনিয়মাদি পালন করতঃ তপ করিলেন। (৯১ক) পতিব্রতা লক্ষ্মীর এ কিরূপ আচরণ?"

ভট্ট বলিলেন "প্রভো! কৃষ্ণ ও নারায়ণ স্বরূপতঃ একই অর্থাৎ এক অভেদতত্ত্ব, কেবল কৃষ্ণেতে লীলা বৈদগ্ধ্যাদি* অধিক পরিমাণে আছে সুতরাং নারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মী কৃষ্ণের সঙ্গমনেচ্ছু হওয়ায় তাঁহার পতিব্রতা ধর্ম্ম নষ্ট হয় নাই। রাসাদিতে আমোদ করিবার ইচ্ছায় লক্ষ্মীর কৃষ্ণসঙ্গম করিবার অভিলাষ। ইহাতে কোনও দোষ দেখা যায় না।"

প্রভু বলিলেন "কোনও দোষ নাই ইহা আমি

(৯১ ক) ভাগবত—১০।১৬।৩২। * বৈদগ্ধ্যাদি=চাতুর্য্যাদি।

জানি কিন্তু লক্ষ্মীদেবী ত রাস পান নাই (অর্থাৎ রাসলীলায় যোগদান করিবার অধিকার পান নাই)।* লক্ষ্মী বহুদিন ধরিয়া তপ করিয়াও শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন না, কিন্তু শ্রুতিগণ (অর্থাৎ শ্রুতিসকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ) তপ না করিয়াও তাঁহাকে পাইলেন, ইহার কারণ কি ?"†

ভট্ট উত্তর করিলেন "প্রভো ! আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সমর্থ নহি। কোথায় আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধিবিশিষ্ট অস্থিরচিত্ত জীব, আর কোথায় কোটি সমুদ্র-গম্ভীর-ঈশ্বরের লীলা! লক্ষ্মীদেবী যাঁহাকে পাইতে অভিলাষিণী, আপনিই সেই শ্রীকৃষ্ণ। আপনিই আপনার মর্ম্ম অবগত আছেন এবং আপনি কৃপাপূর্ব্বক যাহাকে আপনার লীলামর্ম্ম জানান, কেবল সে-ই তাহা জানে।"

* ভাগবত—১০।৪৭।৫৩।

† ভাগবত—১০।৮৭।১৯।

প্রভু বলিলেন "শ্রীকৃষ্ণের একটি অসাধারণ স্বভাব বা প্রকৃতি আছে; তাহা এই যে, তিনি, স্বমাধুর্য্যশক্তিদ্বারা সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন। দৃষ্টান্ত, যথা—শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন আকর্ষণ করেন, কিন্তু শ্রীনারায়ণ ব্রজগোপীদিগের মন কিছু-তেই আকর্ষণ করিতে পারেন না। ব্রজবাসীগণ শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবে ভজনা করিয়া তাঁহাকে নিজ-জন (অর্থাৎ সখা পুত্রাদি) ভাবেপ্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়াই জানেন। ভগবদ্ভজনের মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলে ভগবানের সহিত সখা-পুত্রাদি সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব। যে ভক্ত সখা-পুত্রাদি ভাবে তাঁহার ভজনা করেন কেবল তিনিই ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হয়েন। অন্য ভাবের

ভজনায় তাঁহাকে পাওয়া যায় না।* শ্রুতিগণ (অর্থাৎ তাহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ) গোপী-অনুগত ভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভজনপূর্ব্বক দেহান্তরে গোপীদেহ প্রাপ্ত হইয়া রাসলীলার অধিকারিণী হয়েন। কৃষ্ণ গোপ-জাতি, গোপীগণ তাঁহার প্রেয়সী। দেবী বা অন্য স্ত্রী তিনি অঙ্গীকার করেন না; কিন্তু লক্ষ্মী তাঁহার দেবী-দেহেতেই কৃষ্ণসঙ্গম করিতে অভিলাষ করিলেন এবং গোপীরাগানুগা অর্থাৎ গোপীভাবের অনুগতা হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করিলেন না, একারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পাইলেন না। গোপী ব্যতীত অন্য দেহে রাসবিলাসের অধিকার হয় না। লক্ষ্মীদেবী যদি গোপী-অনুগত ভজনদ্বারা গোপীদেহ লাভ করিতেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গলাভ করিতে পারিতেন এবং রাস-ক্রীড়ার অধিকারিণী হইতেন।"

---

* মহাপ্রভু, প্রথমতঃ "[কি] ভাবে ভজন করিলে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়" তাহা বলিয়া পরে রাসাদি প্রাপ্তির উপায় বলিতেছেন।

বহুদিন হইতে ভট্টের মনে এক গর্ব্ব ছিল যে শ্রীনারায়ণই স্বয়ং ভগবান এবং তাঁহারই ভজন অন্যান্য (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণাদির) ভজন হইতে শ্রেষ্ঠ। বলা বাহুল্য, যে ভক্ত ভগবানের যে স্বরূপের ভজনা করেন, তাঁহাকেই স্বয়ং ভগবান জ্ঞান করা এবং তাঁহাতেই সম্পূর্ণ নিষ্ঠা স্থাপন করাই তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা করিতে হইবে বলিয়া ভগবানের অন্য স্বরূপের ভজনকে অবজ্ঞা করা কি স্বীয় ভজন-প্রণালীই সর্ব্বোত্তম এইরূপ গর্ব্ব করা কর্ত্তব্য নহে। ভট্টের মনে এইরূপ চিন্তা ও গর্ব্ব বহুদিন হইতে স্থান পাইতেছিল বলিয়াই সর্ব্বজ্ঞ-চূড়ামণি শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর তাঁহার (ভট্টের) মঙ্গলের জন্যই উক্ত গর্ব্ব দূরীকরণার্থে পরিহাসচ্ছলে এই কথার উত্থাপন করিলেন।

প্রভু বলিলেন "ভট্ট! শ্রীনারায়ণ-পত্নী লক্ষ্মী-দেবী শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ কামনা করেন, ইহাতে

আপনি কোনও সন্দেহ করিবেন না। এইরূপ কামনা দোষের নহে, কারণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান এবং শ্রীনারায়ণ তাঁহার বিলাস-ঐশ্বর্য্য-মূর্ত্তি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান বলিয়া লক্ষ্মী প্রভৃতি সকলের মন আকর্ষণ করেন। এইরূপ আকর্ষণের আরও একটী কারণ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ গুণ আছে। এই গুণ চারিটী, যথা—লীলা, প্রেমদ্বারা প্রিয়াধিক্য, বেণুমাধুর্য্য ও রূপমাধুর্য্য। এই গুণ শ্রীনারায়ণে নাই। শ্রীকৃষ্ণে এই সকল গুণ থাকায়, তাঁহার প্রতি লক্ষ্মীর আসক্তি। স্বয়ং ভগবান বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীর মন হরণ করেন, কিন্তু শ্রীনারায়ণ (স্বয়ং ভগবান নহেন বলিয়া) গোপিকাদিগের মন হরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। শ্রীনারায়ণের কি কথা, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের প্রতি হাস্যকৌতুক করিতে শ্রীনারায়ণ-রূপ ধারণ করতঃ তাঁহাদিগকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখাই-

লেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এই নারায়ণ বিগ্রহে গোপী-দিগের আদৌ অনুরাগ জন্মিল না।"

এই কথা বলিয়া প্রভু, ভট্টের গর্ব্ব চূর্ণ করতঃ তাঁহার মনে সুখ দিবার উদ্দেশ্যে উপরি-বর্ণিত স্বকৃত সিদ্ধান্ত ফিরাইয়া কহিলেন "ভট্ট! আপনি দুঃখিত হইবেন না। আমি পরিহাস করিয়া এই সব কহিয়াছি। আপনি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস আছে। এই বিশ্বাস মতে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণ স্বরূপতঃ একই এবং গোপী (রাধা) ও লক্ষ্মীতে ভেদ নাই, ইঁহারা একরূপ। লক্ষ্মী তাঁহার অংশিনী গোপীদ্বারা কৃষ্ণ-সঙ্গ আস্বাদন করেন।† ঈশ্বরতত্ত্ব হিসাবে শ্রীকৃষ্ণে ও শ্রীনারায়ণে কোন ভেদ নাই। ভেদ মানিলে অপরাধ হয়। একই ঈশ্বর তাঁহার একই বিগ্রহে

† কিন্তু গোপী কখনও লক্ষ্মীদ্বারা শ্রীনারায়ণের সঙ্গ আস্বাদন করেন না।

ভক্তের ধ্যানানুসারে নানা আকার ও নানা রূপ প্রকাশ করেন। (৯১খ)

'মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদ মবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ' ॥"(৯১গ)

(৯১খ) স্বসিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইল দেখিয়া ভট্ট অতীব দুঃখিত হইলেন। মহাপ্রভু ভট্টের চিত্তপ্রসন্নতা জন্মাইবার জন্য উপরোক্ত স্বসিদ্ধান্ত প্রচ্ছন্ন রাখিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত সিদ্ধান্তের অবতারণা করিলেন।

(৯১গ) যেমন একই মণি নানাবর্ণবিশিষ্ট বস্তুদ্বারা বিভাগবশতঃ নীল-পীতাদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ অচ্যুত (শ্রীকৃষ্ণ)-(ভক্তের) ধ্যানভেদ-বশতঃ রূপভেদ প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েন। (নারদপঞ্চরাত্র)

৪৩। অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয় গোচর নহে।

সেতুবন্ধ যাইবার সময়ে পথিমধ্যে দক্ষিণ মথুরায় জনৈক সংসার-বিরক্ত রামভক্ত ব্রাহ্মণের সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ হয়। সেই বিপ্র মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি পাক করিলেন না। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! মধ্যাহ্ন হইল, এখনও পাক করিলেন না কেন?" বিপ্র বলিলেন "আমার অরণ্যে বসতি, পাকের সামগ্রী সম্প্রতি এ স্থানে মিলে না। লক্ষ্মণ বন্য শাক ফল মূল আনিবেন, তবে সীতাদেবী পাক করিবেন।" শ্রীরামচন্দ্র বনে বাস করিতেছেন, এই আবেশে বিপ্রের উপাসনা। তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু অত্যন্ত

সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ, তাঁহার ঐ আবেশ ভঙ্গ হইলে, তাড়াতাড়ি পাক করিলেন এবং বেলা তৃতীয় প্রহরের সময় মহাপ্রভুকে ভোজন করাইলেন। কিন্তু নিজে উপবাস করিয়া রহিলেন। প্রভু বলিলেন "বিপ্র! আপনি কেন উপবাস করিলেন, আপনার কিসের এত দুঃখ এবং আপনি কেন 'হা হুতাশ' করিতেছেন?" বিপ্র বলিলেন "আমার জীবনে কোনও প্রয়োজন নাই। অগ্নিতে অথবা জলে প্রবেশ করিয়া আমি জীবন ত্যাগ করিব। দুঃখের কথা আর কি বলিব, জগন্মাতা মহালক্ষ্মী সীতা ঠাকুরাণীকে কিনা রাক্ষসে স্পর্শ করিল, ইহাও আমার কর্ণে শুনিতে হইল। এই দুঃখে আমার দেহ প্রাণ দিবারাত্রি জ্বলিতেছে। অতএব আর এ শরীর ধারণ করা আমার কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে।"

প্রভু কহে "এ ভাবনা না করিহ আর।
পণ্ডিত হঞা কেনে না কর বিচার॥
ঈশ্বর প্রেয়সী সীতা চিদানন্দ মূর্ত্তি।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়তে তাঁরে দেখিতে নাহি শক্তি॥
স্পর্শিবার কাজ আছুক, কেহো না পায় দর্শনে।
সীতার আকৃতি মায়া হরিলা রাবণে॥
রাবণ আসিতে সীতা অন্তর্দ্ধান কৈল।
রাবণের আগে মায়া-সীতা আনি' দিল॥
অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত গোচর।
বেদ-পুরাণেতে কহে এই নিরন্তর॥
বিশ্বাস করিহ তুমি আমার বচনে।
পুনরপি কুভাবনা না করিহ মনে॥"
প্রভুর বচনে বিপ্রের হইল বিশ্বাস।
ভোজন করিল, হৈল জীবনের আশ॥ (৯২)

(৯২) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ৯ম।
আকৃতি মায়া=মায়ামূর্ত্তি। প্রাকৃত গোচর=প্রাকৃত (জড়) ইন্দ্রিয়ের গোচর।

৪৪। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বিচার।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমধ্বাচার্য্যের লীলাস্থল উড়ুপীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় তত্ত্ববাদিগণ বাস করেন। তাঁহারা মহাপ্রভুকে প্রথম দর্শনে মায়াবাদী সন্ন্যাসী মনে করিয়া তাঁহার সাদর সম্ভাষণ করিলেন না। কিন্তু পরে তাঁহার প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহারা সকলেই চমৎকৃত হইলেন এবং তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব জ্ঞানে তাঁহার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিলেন। ইহাঁদের অন্তরে বৈষ্ণবতার গর্ব্ব আছে বুঝিতে পারিয়া মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া ইহাঁদিগের সহিত ইষ্টগোষ্ঠী* করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং অতি দীনভাবে (যেহেতু তিনি নিজেই মাধ্ব সম্প্রদায়ভুক্ত) তত্ত্ববাদী আচার্য্যকে বলিলেন "আপনি শ্রেষ্ঠ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আমাকে বলুন।" আচার্য্য বলিলেন "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ করাই

*ইষ্টগোষ্ঠী — কৃষ্ণকথা।

কৃষ্ণ-ভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং এই সাধন দ্বারা পঞ্চবিধ মুক্তির মধ্যে কোন একটী পাইয়া বৈকুণ্ঠে গমনই শ্রেষ্ঠ সাধ্য বলিয়া শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে।” মহাপ্রভু বলিলেন “শ্রবণ কীর্ত্তনকেই শাস্ত্রে কৃষ্ণপ্রেম-রূপ সাধ্যবস্তু লাভের পরম সাধন বলিয়াছেন। শ্রবণ কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ সাধন এবং কৃষ্ণপ্রেম শ্রেষ্ঠ সাধ্য অর্থাৎ সাধনীয় বস্তু। শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে প্রেম জন্মে। কৃষ্ণপ্রেম পঞ্চম পুরুষার্থ এবং সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। সর্ব্বশাস্ত্রেই কর্ম্মনিন্দা ও কর্ম্মত্যাগ উপদেশ দিতেছেন, কারণ কর্ম্ম হইতে কখনও কৃষ্ণে প্রেম-ভক্তি হয় না। ভক্তগণ পঞ্চবিধ মুক্তিকে নরকবৎ অতি তুচ্ছবোধে ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মুক্তি ও কর্ম্ম (বর্ণাশ্রমধর্ম্ম) এই উভয় বস্তুই ত্যাগ করেন। অতএব মুক্তি কখনও সাধ্য (পুরুষার্থ) হইতে পারে না। কিন্তু এই দুই বস্তুই আপনি সাধ্য সাধন বলিয়া স্থাপনা করিলেন! আমাকে সন্ন্যাসী দেখিয়া

বঞ্চনা করিতেছেন এবং আমার নিকট প্রকৃত সাধ্য সাধন লক্ষণ ব্যক্ত করিলেন না।" এই কথা শুনিয়া তত্ত্বাচার্য্য অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং প্রভুকে বলিলেন "আপনি যাহা বলিলেন তাহাই সত্য। আপনি যাহা বলিলেন ইহাই বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ সাধ্য ও সাধন।"

তত্ত্ববাদী আচার্য্য সব শাস্ত্রেতে প্রবীণ।
তাঁ'রে প্রশ্ন কৈল প্রভু হঞা যেন দীন॥
"সাধ্য সাধন আমি না জানি ভালমতে।
সাধ্য সাধন শ্রেষ্ঠ জানাহ আমাতে॥"
আচার্য্য কহে "বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ।
এই হয় কৃষ্ণভক্তের শ্রেষ্ঠ সাধন॥
পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন।
সাধ্য শ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্র নিরূপণ॥"

প্রভু কহে "শাস্ত্রে কহে শ্রবণ কীর্ত্তন।
কৃষ্ণপ্রেম-সেবা ফলের পরম সাধন॥
শ্রবণ কীর্ত্তন হৈতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ পুরুষার্থের সীমা॥
কর্ম্মনিন্দা কর্ম্মত্যাগ সর্ব্বশাস্ত্রে কহে।
কর্ম্ম হৈতে প্রেমভক্তি কৃষ্ণে কভু নহে॥
পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি মুক্তি দেখে নরকের সম॥
কর্ম্ম মুক্তি দুই বস্তু ত্যজে ভক্তগণ।
সেই দুই স্থাপ তুমি সাধ্য সাধন॥
সন্ন্যাসী দেখিয়া মোরে করহ বঞ্চন।
না কহিলা তেঞি সাধ্য সাধন লক্ষণ॥"
শুনি ভট্টাচার্য্য হৈলা অন্তরে লজ্জিত।
প্রভুর বৈষ্ণবতা দেখি হৈলা বিস্মিত॥

আচার্য্য কহে "তুমি যেই কহ সেই সত্য হয়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বৈষ্ণবের এই সুনিশ্চয়॥" (৯৩)

৪৫। ঈশ্বর শাস্ত্র-নিয়মাধীন নহেন।

দক্ষিণাঞ্চল হইতে নীলাচল প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া

---

(৯৩) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ৯ম।
তত্ত্ববাদী=তত্ত্ব (যাথার্থ্য) বাদ্ (কথন) যাঁহার, বিশ্বস্থ সকল পদার্থ সত্য, ইহাই যাঁহাদের মত, তাঁহাদিগকে তত্ত্ববাদী বলে। ফল্গু—তুচ্ছ।
কর্ম্ম=বর্ণাশ্রম। মায়াবাদী=যাঁহারা জগৎকে (রজ্জু সর্পবৎ) মিথ্যা বলেন তাঁহাদিগকে মায়াবাদী বলে।
করহ বঞ্চনা=আচার্য্যের সম্মান রক্ষার্থে প্রভু বলিলেন "আপনি প্রকৃত তত্ত্ব জানেন কিন্তু তাহা আমাকে বলিলেন না।" ইষ্টগোষ্ঠী=কৃষ্ণকথা

মহাপ্রভু কাশী মিশ্রের আশ্রমে বাস করিতেছেন। এমন সময়ে একদিন গোবিন্দদাস নামক এক ব্যক্তি আসিয়া মহাপ্রভুর সমীপে দণ্ডবৎ হইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আমি ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য, আমার নাম গোবিন্দ। পুরী গোসাইএর আজ্ঞায় আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। সিদ্ধিপ্রাপ্তিকালে গোঁসাই আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন যে আমি যেন আপনার নিকট যাইয়া আপনার সেবা করিতে থাকি। তাই প্রভুর আজ্ঞায় আপনার নিকট আসিলাম।" মহাপ্রভু বলিলেন "পুরীশ্বর আমাকে বাৎসল্য করিতেন এবং সেই জন্যই আমার প্রতি কৃপা করিয়া তিনি তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া রায় রামানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঈশ্বর পুরী গোঁসাই কিরূপে শূদ্র-সেবক গোবিন্দকে রাখিয়াছিলেন?" শাস্ত্রমতে গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়। মহাপ্রভু বলিলেন

"আমার গুরুদেব (অর্থাৎ ঈশ্বর—যেহেতু শাস্ত্রমতে গুরুতে ও ঈশ্বরে কোনও ভেদ নাই) লোক বিধি হইতে স্বতন্ত্র। তিনি শাস্ত্রের নিয়মাধীন নহেন, এবং তাঁহার কৃপা জাতিকুল মানে না। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, ভগবান বিদুরের গৃহে ভোজন করিয়াছিলেন। ভগবানের কৃপা কেবল মাত্র স্নেহ-সেবার অপেক্ষা করে। ভগবান স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়াই শাস্ত্রবিধির বহির্ভূত আচরণ করিয়া থাকেন। বেদবিধির মর্য্যাদা রক্ষা অপেক্ষা স্নেহ-সেবায় ভগবান কোটীগুণ সুখ পান।" প্রভু, রামানন্দের প্রশ্নের এই উত্তর করিলেন যে গোবিন্দ শূদ্র হইলেও তাহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার গুরুদেব (ঈশ্বর পুরী) কৃপা করিয়া তাহাকে সেবক করিলেন। (৯৪)

---

(৯৪) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ১০ম।

মহাপ্রভু ঐ কথা বলিয়া গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিলেন

৪৬। সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজ-দর্শন নিষিদ্ধ।

একদিন সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে বলিলেন "প্রভো! যদি অভয় দেন তবে একটী বিষয় নিবেদন করি।" প্রভু বলিলেন "কোনও ভয় নাই, আপনি বলুন। যোগ্য হইলে উহা পালন করিব

এবং সার্ব্বভৌমকে বলিলেন "আপনি বিচার করুন। আমার গুরুর কিঙ্কর আমার মান্য। অতএব তাহাকে আমার নিজের সেবায় কি প্রকারে নিযুক্ত করিতে পারি? এদিকে আমার গুরুদেব যে আদেশ করিয়াছেন, তাহাও বা কি প্রকারে লঙ্ঘন করি? আমি এখন কি উপায় করি বলুন।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন "গুরু-আজ্ঞা বলবান। শাস্ত্রানুসারে গুরু আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিতে নাই।"

ঈশ্বর—শাস্ত্রমতে গুরুতে ও ঈশ্বরে ভেদ নাই। একারণ মহাপ্রভু তাঁহার গুরুদেব ঈশ্বর পুরীকে ঈশ্বর স্থানীয় মনে করিয়া স্ব-শাস্ত্র-নিয়মের অধীন নহেন, তিনি কেবল ভক্তিরই অধীন ইহাই বলিয়েছেন।

এবং অযোগ্য হইলে পালন করিব না।" সার্ব্বভৌম বলিলেন "রাজা প্রতাপরুদ্র রায় আপনার সহিত মিলিত হইবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন।" প্রভু কর্ণে হস্ত দিয়া বলিলেন "নারায়ণ, নারায়ণ, সার্ব্বভৌম! আপনি এরূপ অযোগ্য বচন কেন বলিলেন? আমি সংসার-বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমার পক্ষে স্ত্রী-দর্শন(অর্থাৎ সংলাপাদি পূর্ব্বক দর্শন)যেরূপ দূষণীয়, রাজ-দর্শনও তদ্রূপ।"(৯৫)

"সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন সম বিষের ভক্ষণ॥
'নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।

(৯৫) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ১১শ।

সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধুঃ ॥" (৯৬)

সার্ব্বভৌম বলিলেন "প্রভো! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কিন্তু রাজা বিষয়ী হইলেও তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক ও একজন উত্তম ভক্ত। এরূপ ভক্তকে দর্শন করিলে কোনও দোষ হইতে পারে না।" প্রভু উত্তর করিলেন "রাজা জগন্নাথ সেবক ও ভক্ত হইলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে কালসর্পাকার। কাষ্ঠের নারীমূর্ত্তি স্পর্শ করিলেও যেরূপ চিত্ত বিকার উপস্থিত হয় সেইরূপ সন্ন্যাসী হইয়া রাজ-দর্শন করিলে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে।

(৯৬) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—সার্ব্বভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্য। ৮। ২৪

সংসার সাগরের পর পারে যাইতে ইচ্ছুক নিষ্কাম (সমস্ত বিসর্জ্জনকারী) কৃষ্ণসেবাপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে কৃষ্ণেতর বিষয়সেবাপরায়ণ ব্যক্তি ও স্ত্রীদর্শন, বিষভক্ষণ অপেক্ষাও অকল্যাণকর। (খেদের সহিত মহাপ্রভু এই উক্তি করিলেন।)

'আকারাদপি ভেতব্যং স্ত্রীণাং বিষয়িণামপি।
যথাহের্মনসঃ ক্ষোভস্তথা তস্যাকৃতেরপি' ॥(৯৭)

৪৭। নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের ফল।

গৌড়দেশ হইতে রথযাত্রা উপলক্ষে বহু ভক্তগণ নীলাচলে আসিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র সমাগত বৈষ্ণবদিগের বাসাবাটীর ও প্রসাদান্নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। গোপীনাথ আচার্য্য (সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি) সকলকে বাসা দেখাইয়া

---

(৯৭) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক—৮।২৫।

(সার্ব্বভৌমের প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি) যেমন সর্প ও তাহার আকৃতি দেখিলেও মনে ক্ষোভ অর্থাৎ ভয় জন্মে সেইরূপ স্ত্রী ও বিষয়ী লোকের কৃত্রিম আকার দেখিলেও ভয় হয়

দিলেন। ঐ সমস্ত ভক্তগণের সহিত হরিদাস ও আসিয়াছেন। মহাপ্রভুকে দেখিয়া হরিদাস দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। হরিদাস বলিলেন "আমি নীচ জাতি অস্পৃশ্য ও পামর। আপনি আমাকে স্পর্শ করিবেন না।" প্রভু বলিলেন "হরিদাস! আমি নিজে পবিত্র হইবার জন্যই তোমাকে স্পর্শ করিলাম। তোমার পবিত্রতা আমাতে নাই। তুমি নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিতেছ বলিয়া তুমি প্রতিক্ষণেই সর্ব্ব-তীর্থে স্নান যজ্ঞ তপ দান ও বেদ অধ্যয়নের ফললাভ করিতেছ এবং তুমি ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী হইতে পরম পবিত্র। (৯৮)

'অহোবত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্,
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যং।

(৯৮) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ১১শ।

তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে' ॥" (৯৯)

৪৮। গৃহস্থ বিষয়ী লোকের সাধন-উপদেশ ও বৈষ্ণবের ক্রম নির্ণয়।

রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়দেশ হইতে বৈষ্ণবগণ

---

(৯৯) ভাগবত—৩।৩৩।৮

মাতা দেবহুতি পুত্র কপিলকে বলিতেছেন—যাহার জিহ্বাগ্রে আপনার নাম বর্ত্তমান সেই ব্যক্তি নীচ কুলোদ্ভূত হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম উচ্চারণ করেন তাঁহারা তপস্যা করিয়াছেন, যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন তাঁহারা আর্য্য বলিয়া পরিগণিত ও এবং বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

নীলাচলে আসিয়া রথযাত্রার পর আরও কিছুদিন তথায় বাস করিবার পর মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে গৌড়-দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিলেন। বৈষ্ণবগণ একে একে প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া রওনা হইতেছেন। ঐ সময়ে গৃহস্থ বৈষ্ণব রামানন্দ ও তাঁহার পিতা সত্যরাজ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভো! গৃহস্থ-বিষয়ীর সাধন সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করি।" প্রভু বলিলেন "কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণবসেবা এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন কর"। সত্যরাজ জিজ্ঞাসা করি-লেন "প্রকৃত বৈষ্ণব কিরূপে চিনিব?" প্রভু বলিলেন "যার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনা যায় সেই বৈষ্ণব এবং সকলের পূজ্য ও শ্রেষ্ঠ"। গৌড়দেশস্থ বৈষ্ণবগণ তৃতীয় বৎসর নীলাচলে রথযাত্রা উপলক্ষে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় চাতুর্ম্মাস্য সমাপন করিয়া স্বদেশাভিমুখে ফিরিবার আয়োজন করিলেন। ঐ

সময়ে কুলীনগ্রামবাসী সত্যরাজ ও রামানন্দ পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভুকে বলিলেন "প্রভো! আমাদিগের কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে আজ্ঞা করুন।" প্রভু উত্তর করিলেন "বৈষ্ণবসেবা ও নাম-সঙ্কীর্ত্তন কর। এই দুই কার্য্য করিলে শীঘ্রই শ্রীকৃষ্ণ-চরণ পাইবে।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন "বৈষ্ণব কে এবং তাঁহার লক্ষণ কি?" তবে প্রভু তাঁহাদিগের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ বলিলেন "যাহার মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ।" পর বৎসরে তাঁহারা প্রভুকে ঐরূপ প্রশ্ন করিলে মহাপ্রভু উত্তর করিলেন "যাঁহার দর্শন মাত্রেই দর্শকের মুখে আপনা হইতেই কৃষ্ণনাম আইসে তাঁহাকে বৈষ্ণব-প্রধান বলিয়া জানিও।" মহাপ্রভুর ক্রমান্বয়ে তিন বৎসরের উপদেশ বিচার করিলে দেখা যায় ঐ উপদেশ বাক্যে বৈষ্ণব (একবার কৃষ্ণনামে) বৈষ্ণবতর (নিরন্তর কৃষ্ণনামে) এবং বৈষ্ণবতম

(যাঁহার দর্শনে মুখে আপনা হইতেই কৃষ্ণনাম আইসে) এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের ক্রম ও শ্রেণী বিভাগ পাওয়া যায়।"

তবে রামানন্দ আর সত্যরাজ খান।
প্রভুর চরণে কিছু করে নিবেদন॥
"গৃহস্থ বিষয়ী আমি কি মোর সাধনে।
শ্রীমুখে আজ্ঞা করেন নিবেদি চরণে॥"
প্রভু কহে "বৈষ্ণবসেবা কৃষ্ণের সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন॥"
সত্যরাজ কহে "বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে॥"
প্রভু কহে "যা'র মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়।
নববিধ ভক্তিপূর্ণ নাম হইতে হয়॥

দীক্ষা পুরশ্চর্য্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে ॥
অনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥
'আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমনসামুচ্চাটনং চাংহসা
মাচণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ
পুরশ্চর্য্যাবিধিমনাগীক্ষতে
মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি
শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ ॥'(১০০)

---

(১০০) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ১৯শ।
শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক এই মন্ত্র জিহ্বা স্পর্শ মাত্রেই ফলদান করে। ইহা দীক্ষা সৎক্রিয়া কি পুরশ্চর্য্যার কিঞ্চিন্মাত্রও অপেক্ষা করে না। ইহা মহৎ ও মনস্বী ব্যক্তিগণের চিত্তকে আকর্ষণ করে। ইহাতে পাপ বিনষ্ট হয়। ইহা চণ্ডাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত অমূক (বাক্‌শক্তিশালী) লোকের পক্ষে সুলভ এবং ইহা মুক্তিরূপ ঐশ্চর্য্যের বশীকারক। (পদ্যাবলী)

অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণনাম।
সেই ত বৈষ্ণব, কর তা'র পরম সম্মান॥" (১)

* * * *

কুলীনগ্রামী পূর্ব্ববৎ কৈল নিবেদন।
"প্রভু আজ্ঞা কর আমার কর্ত্তব্য সাধন॥"
প্রভু কহে "বৈষ্ণবসেবা নাম সঙ্কীর্ত্তন।
দুই করি' শীঘ্র পা'বে শ্রীকৃষ্ণচরণ॥"
তিঁহো কহে "কে বৈষ্ণব কি তা'র লক্ষণ।"
তবে হাসি কহে প্রভু জানি তা'র মন॥
"কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে।
সে-ই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে॥"

---

(১) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ১৫শ।

অনুষঙ্গ ফল—এক উদ্দেশ্যে কার্য্য করিতে যাইয়া তাহার সহিত সহজেই অন্য ফল পাওয়ার নামই অনুষঙ্গ ফল। কৃষ্ণনামের মুখ্য ফল—চিত্ত আকর্ষণ করতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমোদয় অর্থাৎ প্রেমের উৎপত্তি ইহার অনুষঙ্গ ফল—সংসার-ক্ষয়।

বর্ষান্তরে পুনঃ তা'রা ঐছে প্রশ্ন কৈল।
বৈষ্ণবের তারতম্য প্রভু শিখাইল॥
"যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব-প্রধান॥"
ক্রম করি, কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর, আর বৈষ্ণবতম॥ (২)

---

(২) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ১৬শ।

কুলীনগ্রামী—রামানন্দ ও সত্যরাজ।

হাসি, প্রভু কহে—প্রভু পূর্ব্ব বারে যে বৈষ্ণবলক্ষণ বলিয়াছিলেন সেইরূপ লক্ষণের বৈষ্ণব পাওয়া এবং তাঁহার সেবাদি করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়াই যে ইঁহারা বৈষ্ণবের বিশেষ লক্ষণ জানিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, প্রভু ইহা বেশ বুঝিতে পারিয়া হাস্য করিলেন।

বর্ষান্তরে পুনঃ তারা ঐছে প্রশ্ন কৈল—প্রভুর দ্বিতীয় বারের উপদেশ অনুসারে বৈষ্ণব চিনিয়া লওয়া অসম্ভব বোধে (কারণ নিরন্তর কৃষ্ণনাম লয় এরূপ লোক অসংখ্য দেখা যায়, ইহাদের সেবা অসম্ভব) ইঁহারা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন।

৪৯। মর্কট-বৈরাগ্য বর্জ্জনীয়।

মহাপ্রভু গৌড়দেশের মধ্য দিয়া গঙ্গাতীরের পথে শ্রীবৃন্দাবন যাইবেন মনস্থ করিয়া নীলাচল হইতে রওনা হইয়া রামকেলি গ্রাম পর্য্যন্ত যাইয়া তথায় রূপ ও সনাতনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক শান্তিপুরে অদ্বৈত-ভবনে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে বালক রঘুনাথ দাস আসিয়া প্রভুর সহিত মিলিত হইলেন এবং তথায় সাত দিন প্রভুর সঙ্গে বাস করিলেন। রঘুনাথের পিতা গোবর্দ্ধন বহু লোক ও দ্রব্য রঘুনাথের সঙ্গে দিয়াছিলেন। গোবর্দ্ধন ও তাঁহার সহোদর হিরণ্যের ভূসম্পত্তিতে বাৎসরিক তের লক্ষ টাকা লাভ হইত। রঘুনাথের সহিত প্রেরিত লোকসমূহের মধ্যে রক্ষকও অনেক ছিল। রক্ষকের হস্ত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইবেন এবং প্রভুর সহিত নীলাচলে যাইবেন

শান্তিপুরে অবস্থিতিকালে রঘুনাথ দিবারাত্রি কেবল ইহাই চিন্তা করিতেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়া শিক্ষারূপে তাঁহাকে এই আশ্বাস-বচন বলিলেন :—

"স্থির হৈয়া ঘরে যাও না হও বাতুল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকুল॥
মর্কট-বৈরাগ্য না করিহ লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
বৃন্দাবন দেখি যবে আসিব নীলাচলে।
তবে তুমি আমা পাশ আসিহ কোন ছলে॥
সেকালে সে ছল কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমারে।
কৃষ্ণ কৃপা যারে,তা'রে কে রাখিতে পারে॥" (৩)

---

(৩) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ১৬শ।
মর্কট বৈরাগ্য=বহির্বৈরাগ্য।

৫০। উত্তম হইয়াও আপনাকে হীন মনে করিবার ফল।

মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে বলিলেন "আমি রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলে, রূপ ও সনাতন দুই ভাই আমার সহিত মিলিত হইলেন। ইহাঁরা ভক্তশ্রেষ্ঠ, অতএব কৃষ্ণের কৃপাপাত্র। ইহাঁরা যদিও রাজমন্ত্রী এবং বিদ্যা ভক্তি ও বুদ্ধিবলে পরম প্রবীণ তথাপি আপনাদিগকে তৃণ হইতে হীন মনে করেন। ইহাঁদের দৈন্য দেখিয়া ও শুনিয়া পাষাণও বিদীর্ণ হয়। আমি ইহাঁদিগের ব্যবহারে ও আচরণে তুষ্ট হইয়া ইহাঁদিগকে বলিলাম :—

"উত্তম হঞা হীন করি মান আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে ॥"(৪)

(৪) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ১৬শ।

৫১। মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী।

নীলাচল হইতে বনপথে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য মহাপ্রভু যাত্রা করিলেন এবং কয়েক দিবস পরে বারাণসীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ প্রভুর অলৌকিক ব্যবহার দেখিয়া প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে বলিলে প্রকাশানন্দ অনেক হাস্য কৌতুক ও প্রভুর অশেষ প্রকার নিন্দা করিলেন। ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া প্রভুর নিকটে আসিয়া প্রকাশানন্দের কুৎসিত আচরণ সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিলেন। ইহা শুনিয়া প্রভু ঈষৎ হাসিলেন। সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন "যখন তাঁহার নিকট আমি আপনার (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য) নাম লইলাম, তিনিও আপনার নাম জানেন বলিলেন। আপনার দোষ কীর্ত্তন করিতে যাইয়া 'চৈতন্য, চৈতন্য' বলিয়া তিনবার আপনার নাম উচ্চারণ করেন কিন্তু

একবারও আপনার নামের প্রথমাংশ 'শ্রীকৃষ্ণ' তাঁহার মুখে আসিল না। প্রকাশানন্দ অবজ্ঞার সহিত আপনার নাম লইলেন, ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। ঐ ব্যক্তির এবম্বিধ আচরণের কারণ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে বলুন। আপনাকে দেখিয়া আমার মুখ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেছে।"

প্রভু বলিলেন "প্রকাশানন্দ মায়াবাদী (যাঁহারা সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ মায়িক অর্থাৎ মিথ্যা বলেন তাঁহাদিগকে মায়াবাদী বলে) অতএব কৃষ্ণ-অপরাধী। সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহকে জগতাদির ন্যায় মিথ্যা বলায় মায়াবাদিগণ কৃষ্ণবিষয়ক অপরাধী (অর্থাৎ কৃষ্ণ সম্বন্ধে অপরাধযুক্ত) সুতরাং ইহাদের মুখে কখনই কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। এইজন্য ইহাঁরা ঈশ্বরকে ব্রহ্ম, আত্মা, চৈতন্যাদি বলিয়া থাকেন। কৃষ্ণের নাম ও স্বরূপ এই দুইটী সমান (অপ্রাকৃত বস্তু)। কৃষ্ণের স্বরূপ যেমন প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা দৃষ্ট হয়

না, সেইরূপ কৃষ্ণনাম প্রাকৃত জিহ্বাদ্বারা উচ্চারণ করা যায় না, এইজন্যই মায়াবাদী প্রকাশানন্দের প্রাকৃত জিহ্বায় কৃষ্ণনাম আসে না। শ্রীকৃষ্ণের নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ, এই তিনটীই চিদানন্দময় (চিণ্ময়) বিধায় এই তিনটীর মধ্যে ভেদ নাই। কৃষ্ণের দেহ ও দেহীতে, নাম ও নামীতে ভেদ নাই, কারণ কৃষ্ণের দেহ, নাম ইত্যাদি সমস্তই চিণ্ময়। কিন্তু জীবের তাহা নহে। জীবের নাম, দেহ ও স্বরূপ, পরস্পর বিভিন্ন। প্রাকৃতেন্দ্রিয় দ্বারা প্রাকৃত (জড়) বস্তুরই অনুভূতি হয়। উহা দ্বারা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত (চিণ্ময়) গুণ লীলাদি কখনও অনুভব করা যায় না কিম্বা তাঁহার অপ্রাকৃত নাম প্রাকৃত জিহ্বাদ্বারা উচ্চারণ করা যায় না। কৃষ্ণনামাদি প্রাকৃতেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে বটে কিন্তু ঐ নামাদি গ্রহণ করিতে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ আপনা হইতেই স্ফূর্ত্তি পায়, কারণ ক্রমাগত নামোচ্চারণের ফলে প্রাকৃত জিহ্বা অপ্রা-

কৃত হইয়া যায়। কৃষ্ণের লীলারস ব্রহ্মজ্ঞানীকে আকর্ষণ করে একারণ ইহা ব্রহ্মানন্দ হইতে অধিক আনন্দ দান করে। ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা কৃষ্ণগুণ লীলাদি অধিকতর আনন্দ দেয়, অতএব ইহা আত্মারামেরও মন আকর্ষণ করে। যখন কৃষ্ণের চরণস্থিত তুলসীর গন্ধ আত্মারাম জ্ঞানীরও মন হরণ করে তখন কৃষ্ণের গুণ ও লীলার মহিমার বিষয় আর কি বলিব? প্রকাশানন্দ কৃষ্ণ অপরাধী বলিয়া তাঁহার প্রাকৃত মুখে কৃষ্ণনাম আইসে না। আত্মারাম জ্ঞানীগণ অপরাধী নহেন বলিয়া কৃষ্ণনামাদি তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে, কিন্তু মায়াবাদীগণ কৃষ্ণ সম্বন্ধে মহা অপরাধী বলিয়া কৃষ্ণের নামাদি তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না। একারণ তাঁহারা কৃষ্ণনামাদি গ্রহণে অসমর্থ।(৫)

(৫) শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ১৭শ।

৫২। মহাজনাবলম্বিত পথ।

মহাপ্রভু বারাণসী ধাম হইতে প্রয়াগে এবং তথা হইতে মথুরায় গেলেন। তথায় শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য জনৈক সনোড়িয়া অর্থাৎ স্বর্ণবণিকের ব্রাহ্মণ তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া আসিলেন এবং তাঁহার সঙ্গী বলভদ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা রন্ধন করাইলেন। কিন্তু মহাপ্রভু হাসিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে বলিলেন "পুরী গোঁসাঞি যখন আপনার ঘরে ভিক্ষা (ভোজন) করিয়াছেন তখন আপনি আমাকে ভিক্ষা দিন। ইহাতে আমার শিক্ষা হইবে।"

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ (৬)

(৬) গীতা—৩। ২১। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন :—

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকেও তাহা তাহা করে। তিনি যাহা প্রামাণ্য বলিয়া মানেন, লোকেও তাহারই অনুবর্ত্তন করে।

সনোড়িয়া ব্রাহ্মণের ঘরে সন্ন্যাসীরা ভোজন করেন না বটে কিন্তু পুরী গোসাঞি তাঁহার বৈষ্ণবাচার দর্শনে তাঁহাকে শিষ্য করিলেন এবং তাঁহার ঘরে ভোজন করিলেন। ব্রাহ্মণ বলিলেন "আপনি আমার ঘরে ভিক্ষা করিবেন ইহা আমার বড় ভাগ্যের কথা। আপনি ঈশ্বর, আপনি লৌকিক বিধির অধীন নহেন। কিন্তু দুষ্ট ও মূর্খ লোকে আপনার নিন্দা করিবে। প্রভো! ইহা আমার পক্ষে অসহ্য হইবে।"

প্রভু কহে "শ্রুতি স্মৃতি যত ঋষিগণ।
সব একমত নহে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম॥
ধর্ম্ম স্থাপন হেতু সাধু ব্যবহার।
পুরী গোসাঞির আচরণ সেই ধর্ম্ম সার॥ (৭)

(৭) শ্রীচৈ-চ—মধ্য ১৭শ।

'তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষির্যস্য মতং ন ভিন্নং।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥'

৫৩। মুসলমান শাস্ত্রোক্ত গূঢ় তত্ত্ব কথন।

মহাপ্রভু মথুরা হইতে প্রয়াগে যাত্রা করিলেন।

---

(৮) তর্ক অপ্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ তর্ক করিয়া কথনও কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হয় না। শ্রুতিগণও বিভিন্ন অর্থাৎ অধিকার ভেদে বিভিন্ন পথপ্রদর্শক। যাঁহার একটী ভিন্ন মত নাই তিনি ঋষিপদবাচ্যই নহেন। ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব গিরিগুহায় নিহিত অর্থাৎ অতীব প্রচ্ছন্ন। অতএব মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন সেই পথই সাধারণ লোকের অবলম্বনীয়।

তাঁহার সঙ্গীদিগের পথশ্রান্তি দেখিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি এক বৃক্ষতলে বসিলেন। নিকটে অনেক গাভী চরিতেছে দেখিয়া তাঁহার মন উল্লসিত হইল। আচম্বিত এক গোপ বংশী বাজাইল। ইহা শুনিয়াই প্রভুর প্রেমাবেশ হইল এবং তিনি অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। তাঁহার মুখে ফেণ উঠিল ও শ্বাসরুদ্ধ হইল। এই সময়ে কতিপয় অশ্বারোহী ঐ স্থানের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। মহাপ্রভুর এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তাঁহার ধনাদি লইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গীগণ (যাঁহাদিগকে এই ম্লেচ্ছগণ দস্যু বলিয়া মনে করিয়াছিলেন) ধুতুরা খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ইহাঁরা এইরূপ মনে করিয়া তাঁহাদিগকে বান্ধিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু সঙ্গাল'ভ করিলেন এবং প্রকৃত ঘটনা ম্লেচ্ছদিগকে বলিলেন। উহাঁরা মহাপ্রভুর প্রেমাবেশ দেখিয়া তাঁহার চরণ

বন্দনা করিলেন। উহাঁদিগের মধ্যে কাল বস্ত্র পরিধানকারী গম্ভীর প্রকৃতির (যাঁহাকে অপর সকলে পীর বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন) জনৈক ম্লেচ্ছের মহাপ্রভু দর্শনে চিত্ত আর্দ্র হইল। ঐ ব্যক্তি নিজ-শাস্ত্র (অর্থাৎ কোরাণ) আলোচনা করিয়া নির্ব্বি-শেষ (অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিণ্ময়, আকারাদি বিহীন) ব্রহ্ম স্থাপনা করিলেন। তাঁহারই শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা মহাপ্রভু ঐ মত খণ্ডন করিলেন। ম্লেচ্ছ যাহা যাহা বলেন প্রভু তাহা সমস্ত খণ্ডন করায় তাঁহার মুখে আর উত্তর আসিল না এবং তিনি একেবারে নিস্তব্ধ হইলেন।

মহাপ্রভু বলিলেন "আপনার শাস্ত্র প্রথমতঃ নির্ব্বিশেষ অপ্রাকৃত ব্রহ্মের কথা বলিয়া অবশেষে সবিশেষ (অর্থাৎ চিণ্ময় আকারযুক্ত) ব্রহ্ম স্থাপনা করিয়াছেন। আপনার শাস্ত্রশেষে বলিয়াছেন 'একই ঈশ্বর, তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য, শ্যাম কলেবর, সচ্চিদানন্দদেহ,

পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, নিত্য, সর্ব্বাদিস্বরূপ। তাঁহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়। তিনি জগতের স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত বস্তুরই সমাশ্রয়। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বারাধ্য ও কারণের কারণ। তাঁহার ভক্তিতে জীব সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়। তাঁহার চরণে প্রীতি (অর্থাৎ অনুরাগ) পুরুষার্থসার। তাঁহার চরণ সেবায় পূর্ণানন্দ প্রাপ্তি (মোক্ষাদি আনন্দ যাহার এক কণাও নহে) হয়'। আপনার শাস্ত্র প্রথমতঃ কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ স্থাপনা করিয়া অবশেষে ঐ সমস্ত খণ্ডন করতঃ ঈশ্বরসেবা অর্থাৎ 'এবাদৎ' (দিবারাত্রি পাঁচবার নমাজাদি দ্বারা ঈশ্বরসেবা) স্থাপনা করিয়াছেন। আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞান নাই। শাস্ত্রের পূর্ব্ববিধি ও অপর (অর্থাৎ দ্বিতীয় বা শেষ) বিধি মধ্যে অপর বিধিই বলবান। অতএব আপনার শাস্ত্রে কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদি সম্বন্ধে যে পূর্ব্ব বিধি

আছে তদপেক্ষা অপর অর্থাৎ ভক্তিবিধিই শ্রেষ্ঠ। আপনি নিজ শাস্ত্র বিচার করিয়া দেখুন উহাতে শেষে বিচার পূর্ব্বক কি লিখিত হইয়াছে।"

ম্লেচ্ছ বলিলেন "আপনি যাহা বলিলেন তাহাই প্রকৃত। আমাদের শাস্ত্রের গূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া আমাদের পণ্ডিতগণ ঈশ্বরকে নির্ব্বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। সাকার (অর্থাৎ অপ্রাকৃত চিন্ময়-আকার বিশিষ্ট) ঈশ্বরই সেব্য, এতৎসম্বন্ধে কাহারও জ্ঞান নাই।" *

* শ্রীচৈ-চ—মধ্য। ১৮শ।

কুলমান শাস্ত্রে লিখিত আছে যে মহম্মদ সপ্তম স্বর্গে ঈশ্বরের পূর্ণ বিগ্রহ দর্শন করেন।

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতি ভক্তি করা কি তাহার সে করা অসম্ভব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত।

(লক্ষ্মীনারায়ণ-স্মৃতি)

বৈশাখ, ১৩২০।

লক্ষ্মীনিবাস, বাগবাজার।

কলিকাতা।

কলিকাতা।
১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী কপিল
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

All rights reserved.

কলিকাতা,
৬৪।১ ও ৬৪।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট,
"লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো

জয়তি।

অধুনাতন ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু বঙ্গবাসীর নিকট ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময় উপদেশসমূহ নিত্য-পাঠ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের মূল সূত্রগুলি প্রথমে উপনিষদ্, যোগবাশিষ্ঠ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রে ও পরে নানা পৌরাণিক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু নিরন্ন বঙ্গবাসীর অন্ন-চিন্তায় দিন অতিবাহিত করিয়া শাস্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জ্ঞান-লাভ করিবার অবসর বা অধ্যবসায়, দুয়েরই বিশেষ অভাব। আমাদের বিশ্বাস, ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ মহাশিষ্য পরমারাধ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিকট হইতে প্রাপ্ত মানবকল্যাণকর এই উপদেশসমূহ সেই অভাব পূর্ণ করিবে ও

বাঙ্গালীর নীরস অবসাদপূর্ণ জীবনে ঈশ-প্রেমের সুর-তরঙ্গিণী শতধারে প্রবাহিত করিয়া উহাকে অমৃতময় করিয়া তুলিবে। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই আমাদের স্বর্গগত পরমারাধ্য ধর্ম্মপ্রাণ পিতৃদেব ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয়ের স্মৃতি-স্বরূপ এই গ্রন্থ ত্রিতাপ-তাপিত কয়েকটী স্বজাতির হস্তে নিত্য-পাঠের জন্য তদীয় অধম সন্তানদ্বয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল।

১৩২০
বৈশাখী শুক্লা-ত্রয়োদশী
লক্ষ্মী-নিবাস,
বাগবাজার, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণে সতত প্রণত
শ্রীহরিপদ দত্ত
ও
শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

সূচীপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
আত্মজ্ঞান	...	...	১
ঈশ্বর	...	...	৬
মায়া	...	...	৯
অবতার	...	...	১৫
জীবের অবস্থাভেদ	...	...	১৬
গুরু	...	...	২৪
ধর্ম্ম উপলব্ধির বস্তু, পাঠ বা বিচারের বস্তু নয়		...	২৯
সংসার ও সাধন	...	...	৩৫
সাধনের অধিকারী	...	...	৪৫
বিভিন্ন প্রকারের সাধক	...	...	৫০
সাধনের বিঘ্ন	...	...	৫৩
সাধনের সহায়	...	...	৭৩
সাধনে অধ্যবসায়	...	...	৭৮

বিষয়			পৃষ্ঠা।
ব্যাকুলতা	...	...	৮৪
ভক্তি ও ভাব	...	...	৮৭
ধ্যান	...	...	৯০
সাধন ও আহার	...	...	৯১
ভগবৎকৃপা	...	...	৯২
সিদ্ধ অবস্থা	...	...	৯৩
সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়	...	...	১০৪
কর্ম্মফল	...	...	১০৯
যুগধর্ম্ম	...	...	১১০
ধর্ম্মপ্রচার	...	...	১১৩

সূচীপত্র সমাপ্ত।

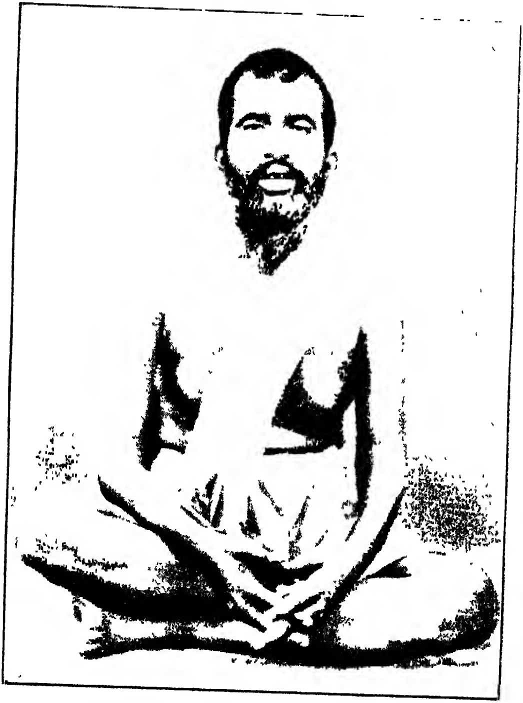

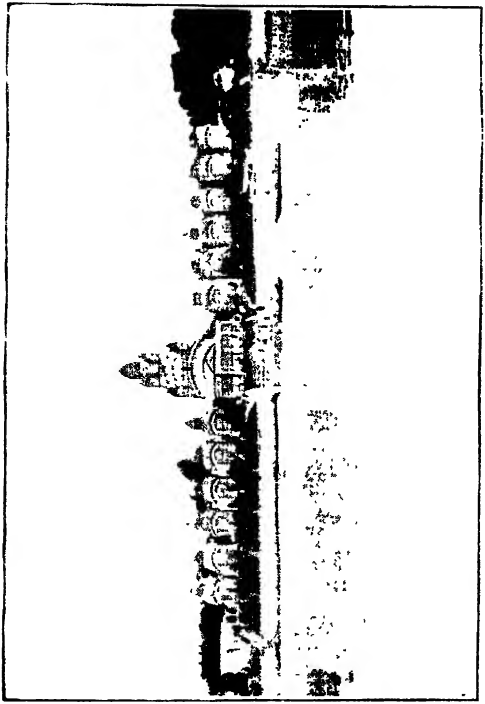

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

আত্মজ্ঞান।

১। মানুষ আপনাকে চিন্তে পার্‌লে ভগবান্‌কে চিন্তে পারে। "আমি কে" ভাল রূপ বিচার কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যায়, আমি বলে কোন জিনিষ নাই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি, এর কোন্‌টা আমি? যেমন প্যাঁজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার কল্লে আমিত্ব বলে কিছু পাইনে।

শেষে যা থাকে, সেই আত্মা—চৈতন্য। আমার আমিত্ব দূর হ'লে ভগবান্ দেখা দেন।

২। দুই রকম আমি আছে; একটা পাকা আমি, আর একটা কাঁচা। আমার বাড়ী, আমার ঘর, আমার ছেলে, এগুলো কাঁচা আমি; আর পাকা আমি হচ্চে, আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ।

৩। এক ব্যক্তি তাঁকে বলেছিলেন, "আমার এক কথায় জ্ঞান হয়, এমত উপদেশ দিন।" তিনি বলিলেন,—"ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা।" এইটী ধারণা কর বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

৪। শরীর থাক্‌তে আমার "আমিত্ব" একেবারে যায় না, একটু না একটু থাকেই;

যেমন নারিকেল গাছের বাল্‌তো খসে যায়, কিন্তু দাগ থাকে। কিন্তু এই সামান্য আমিত্ব মুক্তপুরুষকে আবদ্ধ কর্ত্তে পারে না।

৫। নেংটা তোতাপুরীকে পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, তোমার যে অবস্থা, তাহাতে রোজ ধ্যান কর্‌বার আবশ্যক কি? তোতাপুরী উত্তরে বলিয়াছিল, ঘটী যদি রোজ রোজ না মাজা যায়, তা হ'লে কলঙ্ক পড়ে। নিত্য ধ্যান না কর্‌লে চিত্ত অশুদ্ধ হয়। পরমহংসদেব উত্তরে বলিলেন, যদি সোণার ঘটী হয়, তা হ'লে পড়ে না। অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ লাভ করিলে আর সাধনের দরকার নাই।

৬। বিচার দুই প্রকার জান্‌বে। অনুলোম

ও বিলোম। যেমন খোলেরই মাঝ ও মাঝেরই খোল।

৭। আমি বোধ থাক্‌লে তুমি বোধও থাক্‌বে। যেমন যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞানও আছে ;—যার পাপ জ্ঞান আছে, তার পুণ্য জ্ঞানও আছে ;—যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে।

৮। যেমন পায়ে জুতা পরা থাক্‌লে লোকে স্বচ্ছন্দে কাঁটার উপর দিয়ে চলে যায়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানরূপ আবরণ পরে মন এই কণ্টকময় সংসারে বিচরণ কর্‌তে পারে।

৯। এক জন সাধু সর্ব্বদা জ্ঞানোন্মাদ অবস্থায় থাক্‌তেন, কাহারও সহিত বাক্যালাপ কর্‌তেন না ; লোকেরা তাঁকে পাগল বলে

জান্‌ত। এক দিন লোকালয়ে এসে ভিক্ষা করে এনে একটা কুকুরের উপর বসে সেই ভিক্ষান্ন নিজে খেতে লাগ্‌লেন ও কুকুরকে খাওয়াতে লাগ্‌লেন। তাই দেখে অনেক লোক সেখানে এসে উপস্থিত হল, এবং তাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে পাগল বলে উপহাস কর্‌তে লাগ্‌ল। এই দেখে সেই সাধু লোকদিগকে বল্‌তে লাগ্‌লেন, তোমরা হাসিতেছ কেন?

বিষ্ণুপরি স্থিতো বিষ্ণুঃ
বিষ্ণুঃ খাদতি বিষ্ণবে।
কথং হসসি রে বিষ্ণো
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ॥

ঈশ্বর।

১। ভগবান্ সকলকার ভিতর কিরূপে বিরাজ করেন জান? যেমন চিকের ভিতর বড়-লোকের মেয়েরা থাকে। তারা সকলকে দেখ্তে পায়, কিন্তু তাদের কেউ দেখ্তে পায় না; ভগবান্ ঠিক সেইরূপে বিরাজ কর্ছেন।

২। প্রদীপের স্বভাব আলো দেয়, কেউ বা তাতে ভাত রাঁধ্ছে, কেউ জাল কর্ছে, কেউ তাতে ভাগবত পাঠ কর্ছে; সে কি আলোর দোষ অর্থাৎ কেউ ভগবানের নামে মুক্তি চেষ্টা কর্ছে, কেউ চুরি কর্তে চেষ্টা কর্ছে, সে কি ভগবানের দোষ?

৩। যার যেমন ভাব, তার তেম্‌নি লাভ। ভগবান্‌ কল্পতরু ; তাঁর কাছে যে যা চায়, সে তাই পায়। গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখে হাইকোর্টের জজ হয়ে মনে করে, "আমি বেশ আছি"—ভগবান্‌ও তখন বলেন, "তুমি বেশ থাক।" তার পর যখন সে পেন্সন নিয়ে ঘরে বসে, তখন সে বুঝ্‌তে পারে, এ জীবনে কল্লুম কি ? ভগবান্‌ও তখন বল্‌বেন, "তাই ত, তুমি কল্লে কি ?"

৪। ব্রহ্ম ও শক্তিতে অভেদ ; ব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকেন, তখন তাঁহাকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলে, আর যখন সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় ইত্যাদি করেন, তখন তাঁহার শক্তির কাজ বলে।

৫। সাকার এবং নিরাকার কিরূপ জান ? যেমন জল আর বরফ। যখন জল জমাট বেঁধে থাকে, তখনই সাকার ; আর যখন গলে জল হয়, তখনই নিরাকার।

৬। যিনিই হয়েছেন সাকার, তিনিই নিরাকার। ভক্তের কাছে তিনি সাকাররূপে আবির্ভাব হয়ে দর্শন দেন। যেমন মহা-সমুদ্র, কেবল অনন্ত জল রাশি, কুল কিনারা কিছুই নাই, কেবল কোথাও কোথাও বেশী ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে বরফ হয়েছে দেখা যায়। সেইরূপ ভক্তের ভক্তিহিমে সাকার রূপে দর্শন হয়। আবার সূর্য্য উঠ্‌লে, যেমন বরফ গলে যায়, ও পূর্ব্বের ন্যায় যেমন জল তেমনি হয়ে থাকে, তেমনি জ্ঞানসূর্য্য উদয় হলে

সেই সাকাররূপ বরফ গলে জল হয়ে যায় ও সব নিরাকার হয়।

মায়া।

১। মায়ার স্বভাব কেমন জান? যেমন জলের পানা। ঢেইয়ে দিলে সব পানা সরে গেল। আবার একটু পরেই আপনা আপনি পুরে এল। তেমনি যতক্ষণ বিচার কর, সাধুসঙ্গ কর, যেন কিছুই নাই। একটু পরেই বিষয়বাসনা আবরণ করে।

২। সাপের মুখে বিষ আছে, সে যখন আপনি খায় তখন তার বিষ লাগে না, কিন্তু যখন অন্যকে খায়, তখন বিষ লাগে।

তেম্‌নি ভগবানে মায়া আছে বটে, কিন্তু তাঁকে মুগ্ধ কর্‌তে পারে না, অন্যকে সে মায়ায় মুগ্ধ করে।

৩। যাহাকে ভূতে পায়, সে যদি জান্‌তে পারে যে, তাকে ভূতে পেয়েছে, তা হ'লে ভূত পালিয়ে যায়। মায়াচ্ছন্ন জীব যদি একবার ঠিক জান্‌তে পারে যে, তাকে মায়ায় আচ্ছন্ন করেছে, তা হ'লে মায়া তার নিকট থেকে তখনই পালায়।

৪। জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে এক মায়া আবরণ আছে। এই মায়া আবরণ না সরে গেলে পরস্পরের সাক্ষাৎ হয় না। যেমন অগ্রে রাম, মধ্যে সীতা, এবং পশ্চাতে লক্ষ্মণ। এস্থলে রাম পরমাত্মা ও লক্ষ্মণ

জীবাত্মা স্বরূপ। মধ্যে জানকী মায়া আবরণ হয়ে রয়েছেন। যতক্ষণ মা জানকী মধ্যে থাকেন, ততক্ষণ লক্ষ্মণ রামকে দেখ্‌তে পান না। জানকী একটু সরে পাশ কাটালে তখন লক্ষ্মণ রামকে দেখ্‌তে পান।

৫। মায়া দুই প্রকার—বিদ্যা এবং অবিদ্যা। তাহার মধ্যে বিদ্যামায়া দুই প্রকার। বিবেক এবং বৈরাগ্য ; এই বিদ্যামায়া আশ্রয় করে জীব ভগবানের শরণাপন্ন হয়। আর অবিদ্যা-মায়া ছয় প্রকার—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য। অবিদ্যামায়া আমি ও আমার জ্ঞানে মনুষ্যদিগকে বদ্ধ করে রাখে। কিন্তু বিদ্যামায়ার প্রকাশে জীবের অবিদ্যা একেবারে নাশ হয়ে যায়।

৬। যেমন যতক্ষণ জল ঘোলা থাকে, ততক্ষণ চন্দ্র সূর্য্যের প্রতিবিম্ব তাহাতে ঠিক ঠিক দেখা যায় না; তেমনি মায়া অর্থাৎ আমি এবং আমার এই জ্ঞান যতক্ষণ না যায়, ততক্ষণ আত্মার সাক্ষাৎকার ঠিক ঠিক হয় না।

৭। যেমন সূর্য্য পৃথিবীকে আলো ক'রে রেখেছেন, কিন্তু সামান্য এক খণ্ড মেঘ এসে যদি সম্মুখে আবরণ করে ফেলে, তা হলে আর সূর্য্য দৃষ্টিগোচর হয় না; সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বসাক্ষিস্বরূপ সচ্চিদানন্দকে আমরা সামান্য মায়া আবরণ বশতঃ দেখিতে পাইতেছি না।

৮। পানাপুকুরে নেবে যদি পানাকে সরিয়ে

দাও আবার তখনি এসে যুটে ; সেই রকম মায়াকে ঠেলে দিলেও আবার মায়া এসে যুটে। তবে যদি পানাকে সরিয়ে দিয়ে বাঁশ বেঁধে দেওয়া যায়, তা হলে আর বাঁশ ঠেলে আস্‌তে পারে না, সেই রকম মায়াকে সরিয়ে দিয়ে জ্ঞান ভক্তির বেড়া দিতে পার্‌লে আর মায়া তাহার ভিতর আস্‌তে পারে না। সচ্চিদানন্দই কেবল মাত্র প্রকাশ থাকেন।

৯। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ীর নহবত-খানার উপর একটি সাধু আসিয়া কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। সাধু সেই ঘরে কাহারও সহিত বাক্যালাপ ইত্যাদি কিছু না করিয়া সর্ব্বদা ধ্যান ধারণা করিতেন। একদিম হঠাৎ মেঘ উঠিয়া চারিদিক্ অন্ধকার করিয়া

ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে একটা ঝড়ের মত খুব বাতাস এসে মেঘগুলিকে আবার সরাইয়া দিল। সাধু তাই দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উক্ত নহবতখানার বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে খুব হাসি ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ত ঘরের মধ্যে চুপ চাপ করে বসে থাক, আজ এত আনন্দ নৃত্যাদি করিতেছ কেন?" সাধু বলিলেন, "সংসারকা মায়া এয়সাহি হ্যায়"। প্রথমে পরিষ্কার আকাশ হঠাৎ মেঘ আসিয়া অন্ধকার করিয়া ফেলিল, আবার কিছুক্ষণ পরেই যাহা ছিল, তাহাই রহিল।

অবতার।

১। বড় বড় বাহাদুরী কাঠ যখন ভেসে আসে, তখন কত লোক তার উপরে চড়ে চলে যায়। তাতে সে ডোবে না। সামান্য একখানা কাঠে একটা কাক বস্‌লে অম্‌নি ডুবে যায়। তেমনি যখন অবতারাদি আসেন, কত শত লোকে তাঁকে আশ্রয় কোরে তরে যায়। সিদ্ধ লোক নিজে কষ্টে সৃষ্টে যায় মাত্র।

২। রেলের ইঞ্জিন্ আপ্‌নি চলে যায় ও কত মাল-বোঝাই গাড়ী টেনে নিয়ে যায়; অবতারেরাও সেই রকম সহস্র সহস্র লোক-দের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যান।

জীবের অবস্থাভেদ।

১। মানুষ যেমন বালিসের খোল; বালিসের উপরে দেখ্‌তে কোনটা লাল কোনটা কালো; কিন্তু সকলের ভিতরে সেই একই তুলো। মানুষ দেখ্‌তে কেউ সুন্দর, কেউ কালো; কেউ সাধু, কেউ অসাধু; কিন্তু সকলের ভিতর সেই এক ঈশ্বরই বিরাজ কর্‌ছেন।

২। সৎ ও অসৎ লোকের স্বভাব কিরূপ জান? যেমন কুলো ও চালুনী। কুলোর স্বভাব মন্দ ফেলে ভাল রাখা; আর চালুনীর কায—ভাল ফেলে মন্দ রাখা। তেমনি সৎ

লোক মন্দ ফেলে ভাল ও অসৎ লোক ভাল ফেলে মন্দ গ্রহণ করে।

৩। দু রকম মাছি আছে। এক রকম মধু-মাছি ; তারা মধু ভিন্ন আর কিছু খায় না। আর এ মাছিগুলো মধুতেও বসে ; আর যদি পচা ঘা পায়, তখনি মধু ফেলে পচা ঘায়ে গিয়ে বসে। সেই রকম দুই প্রকৃতির লোক আছে ;—যারা ঈশ্বরানুরাগী, তারা ভগবানের কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গ করতেই পারে না। আর যারা সংসারাসক্ত জীব, তারা ঈশ্বরীয় কথা শুনতে শুনতে যদি কেহ কাম-কাঞ্চনের কথা কয়, তা হ'লে ঈশ্বরীয় কথা ফেলে তখনই তাহাতে মত্ত হয়।

৪। বদ্ধ জীব হরিনাম আপনিও শোনে না,

পরকেও শুনতে দেয় না, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করতে থাকে; কেহ ধ্যান ধারণা করলে তাকে নানা প্রকার ঠাট্টা করে।

৫। যেমন কুমীরের গায়ে অস্ত্র মারলে অস্ত্র ঠিক্‌রে প'ড়ে যায়—তার গায়ে কিছুতেই লাগে না, তেমনি বদ্ধ জীবের কাছে ধর্ম্মকথা যতই বল না কেন, কিছুতেই তাদের প্রাণে লাগাতে পারবে না।

৬। সূর্য্যের কিরণ সব জায়গায় সমান পড়্‌লেও জলের ভিতর, আর্শিতে ও সকল স্বচ্ছ জিনিসের ভিতর বেশী প্রকাশ দেখায়। ভগবানের বিকাশ সকল হৃদয়ে সমান হ'লেও সাধুদের হৃদয়ে বেশী প্রকাশ দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

৭। সকল পিঠের এঠেল এক প্রকার হলেও পুরের যেমন প্রভেদ থাকে, কাহারও ভিতর নারকেলের পুর, কাহারও ভিতর ক্ষীরের পুর ইত্যাদি ; সেইরূপ মানুষ সব একজাতীয় হলেও গুণে স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে।

৮। জল সব নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করা যায় না। সকল স্থানে ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু সকল জায়গায় যাওয়া যায় না। যেমন কোন জলে পা ধোওয়া যায়, কোন জলে মুখ ধোওয়া যায়, কোন জল বা খাওয়া যায়, আবার কোন কোন জল ছোঁয়া পর্য্যন্ত যায় না, তেমনি কোন কোন জায়গায় যাওয়া যায় ও কোন জায়গায় দূর থেকে গড় কোরে পালাতে হয়।

৯। বাঘের ভিতরও ঈশ্বর আছেন সত্য বটে, কিন্তু বাঘের সমুখে যাওয়া উচিত নয়। কুলোকের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন সত্য, কিন্তু কুলোকের সঙ্গ করা উচিত নয়।

১০। গুরু এক শিষ্যকে উপদেশ দিয়ে বল্লেন, সকল পদার্থই নারায়ণ, শিষ্যও তাই বুঝ্‌লেন। একদিন পথের মধ্যে একটা হাতী আস্‌ছিল, উপর হ'তে মাহুত বল্লে, "সরে যাও"। শিষ্য ভাব্‌লে, আমি সরে যাব কেন? আমিও নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ, নারায়ণের কাছে নারায়ণের ভয় কি? সে সর্‌ল না। শেষে হাতী শুঁড়ে ধরে তাকে দূরে ফেলে দিলে, তাতে তার বড় ব্যাথা লাগ্‌লো। পরে সে গুরুর কাছে এসে

সমস্ত ঘটনা জানালে। গুরু বল্লেন, ভাল বলেছ—তুমিও নারায়ণ, হাতীও নারায়ণ, কিন্তু উপর থেকে মাহুতরূপে নারায়ণ তোমাকে সাবধান হ'তে বলেছিল, তুমি মাহুত নারায়ণের কথা শুন্‌লে না কেন ?

১১। সৎএর রাগ কি রকম জান ? যেমন জলের দাগ ; জলে একটা দাগ দিলে তখনই যেমন আবার মিলিয়ে যায় ; তেমনি সৎএর রাগ হয়, আর তখনি থেমে যায়।

১২। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মিলে সব ব্রাহ্মণ হয় বটে, কিন্তু কেউ খুব পণ্ডিত হয়, কেউ ঠাকুর পূজা করে, কেউ বা ভাত রাঁধে. এবং কেউ বা বেশ্যার দ্বারে গড়াগড়ি যায়।

১৩। যেমন কষ্টি পাথরে সোণা কি পিতল

দাগ দেওয়া মাত্র ধরা যায়, তেমনি ভগবানের নিকট সরল কিংবা কপট পরীক্ষা হইয়া থাকে।

১৪। মানুষ দুই প্রকার ; মানুষ ও মানহুঁষ। যাঁহারা ভগবানের জন্য ব্যাকুল, তাঁদের মানহুঁষ বলে, আর যাহারা কামিনীকাঞ্চনরূপ বিষয় নিয়ে মত্ত, তাহারা সব সাধারণ মানুষ।

১৫। বদ্ধ সংসারী লোকের কিছুতেই আর হুঁষ হয় না। সংসারে নানা দুঃখ কষ্ট ও বিপদে পড়েও তবু তাদের চৈতন্য হয় না। যেমন উট কাঁটা ঘাস খেতে ভালবাসে, খেতে খেতে মুখ দিয়ে রক্ত দরদর করে পড়ে, তবুও সে কাঁটা ঘাস খেতে ছাড়বে না।

তেমনি সংসারী লোকেরা কত যে শোক তাপ পায়, কিছুদিনের পরই আবার যেমন তেমনি।

১৬। মুখহল্সা, ভেতরবুঁদে, কানতুল্সে,
দীঘল-ঘোমটা নারী।
(আর) পানাপুকুরের ঠাণ্ডা জল বড়
মন্দকারী।

এই রকম লক্ষণ যাদের আছে, সেই সব লোকের কাছ থেকে সাবধান থাক্‌বে।

গুরু।

১। গুরু এক, কিন্তু উপগুরু অনেক হ'তে পারে। যাঁর কাছে কিছু শিক্ষা পাওয়া যায়,

তাঁকেই উপগুরু বলা যেতে পারে। ভাগবতে আছে, অবধূত এইরূপে ২৪টী উপগুরু করেছিল।

২। একদিন মাঠের উপর দিয়ে যেতে যেতে অবধূত দেখ্‌তে পেলে, সাম্‌নে ঢাক ঢোল বাজাতে বাজাতে খুব জাঁক জমক্ কোরে একটী বর আস্‌ছে, আর এক দিকে এক ব্যাধ একমনে আপনার লক্ষ্যের দিকে চেয়ে আছে, এত জাঁক কোরে যে বর আস্‌ছে, সে দিকে একবার চেয়েও দেখ্‌ছে না। অবধূত সেই ব্যাধকে নমস্কার কোরে বল্লে, তুমি আমার গুরু। যখন আমি ভগবানের ধ্যানে বস্‌ব, তখন যেন তাঁর প্রতি ঐরূপ লক্ষ্য থাকে।

৩। একজন মাছ ধর্ছে, অবধূত তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লে, ভাই! অমুক জায়গা কোন্ পথ দিয়ে যাব? সে ব্যক্তির ফাৎনায় তখন মাছ খাচ্চে, সে তার কথায় কোন উত্তর না দিয়ে এক মনে মাছের দিকে তাকিয়ে রইল। মাছ গেঁথে তখন পেছন ফিরে বল্লে, আপনি কি বল্ছেন? অবধূত প্রণাম কোরে বল্লে, আপনি আমার গুরু, আমি যখন আপনার ইষ্টের ধ্যানে বস্ব, তখন যেন ঐরূপ কায শেষ না কোরে অন্যদিকে মন না দিই।

৪। একটা চিল একটা মাছ মুখে কোরে আস্ছে, তাই দেখে শত শত কাক চিল তার পেছনে লাগ্লো, তাকে ঠুক্রে কাম্ড়ে

বিরক্ত কোরে কেড়ে নেবার চেষ্টা করলে। সে যেখানে যায়, সব কাক চিলগুলো চেঁচাতে চেঁচাতে তার পেছনে যেতে আরম্ভ করলে; শেষে সে বিরক্ত হয়ে মাছটা ফেলে দিলে; আর একটা চিল যেমন এসে নিলে, সব কাক চিলগুলো প্রথম চিলটাকে ছেড়ে তার পেছনে যেতে লাগ্‌লো। প্রথম চিলটী নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক গাছের ডালে চুপ কোরে বসে রইলো। অবধূত সেই চিলের নিরাপদ অবস্থা দেখে প্রণাম কোরে বল্লে, এ সংসারে উপাধি ফেলে দিতে পাল্লেই শান্তি, নতুবা মহা বিপদ্‌।

৫। একটী জলাশয়ে এক বক আস্তে আস্তে একটা মাছের দিকে লক্ষ্য কোরে ধর্‌তে যাচ্চে, পেছনে এক ব্যাধ সেই বকটীকে লক্ষ্য

কর্‌ছে, কিন্তু বক সে দিকে ভ্রূক্ষেপ কর্‌ছে না। অবধূত সেই বককে নমস্কার কোরে বল্লে, আমি যখন ধ্যান কর্ত্তে বস্‌ব, তখন যেন ঐ রকম পেছনে চেয়ে না দেখি।

৬। "গুরু মিলে লাক লাক, চেলা না মিলে এক।" উপদেষ্টা অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু উপদেশ মত কার্য্য করে, এরূপ লোক অতি অল্প মিলে।

৭। যদি কাহারও ঠিক ঠিক অনুরাগ আসে ও সাধন ভজনের প্রয়োজন মনে করে, তা হলে নিশ্চয়ই তিনি তাহার সদ্‌গুরু যুটিয়ে দেন। গুরুর জন্য সাধকের চিন্তা কর্‌বার দরকার নাই।

৮। বৈদ্য তিন প্রকার; উত্তম, মধ্যম ও

অধম। যে বৈদ্য এসে কেবল নাড়ী টিপে ঔষধ খেয়ো বলে চলে যায়, রোগী ঔষধ খেলে কি না খেলে আর কোন খোঁজ খবর না নেয়, সে অধম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য রোগী ঔষধ খাচ্চে না দেখে অনেক মিষ্টি কথায় বুঝায় ও ঔষধ খেলে ভাল হবে ইত্যাদি বলে, সে মধ্যম বৈদ্য। আর যে বৈদ্য রোগী কিছুতেই ঔষধ খাচ্চে না দেখে বুকে হাঁটু দিয়ে জোর করে ঔষধ খাওয়ায়, সেই উত্তম বৈদ্য। সেইরূপ যে গুরু বা আচার্য্য ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়ে শিষ্যের কোন খোঁজ খবর না নেন, সে গুরু বা আচার্য্য অধম; আর যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য বার বার বুঝাইতে থাকেন, যাতে তাঁর উপদেশ সব

ধারণা কর্‌তে পারে ও ভালবাসা দেখান, তিনি মধ্যম গুরু। আর শিষ্যেরা ঠিক ঠিক শুন্‌ছে না বা পালন কর্‌ছে না দেখে যে আচার্য্য খুব জোর জবরদস্তি পর্য্যন্ত করেন, তিনি উত্তম আচার্য্য।

ধর্ম্ম উপলব্ধির বস্তু,

পাঠ বা বিচারের বস্তু নয়।

১। শাস্ত্র বিচার কতদিন দরকার জান? যতদিন না সচ্চিদানন্দ সাক্ষাৎকার হন। যেমন ভ্রমর, যতক্ষণ না ফুলে বসে ততক্ষণ গুণগুণ কর্‌তে থাকে, আর যখন ফুলের

উপর বসে মধুপান কর্‌তে থাকে তখন একে-বারে চুপ, কোনও শব্দ করে না।

২। একদিন স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অনেক পণ্ডিত লোক বিস্তর শাস্ত্রাদি পাঠ করেন, কিন্তু তাঁদের জ্ঞানলাভ হয় না কেন ? পরমহংসদেব উত্তরে বলিলেন, যেমন চিল, শুকুনি অনেক উঁচুতে উড়ে, কিন্তু তাদের দৃষ্টি থাকে গোভাগাড়ে, তেমনি অনেক শাস্ত্র পাঠ কর্‌লে কি হবে ? তাহাদের মন সর্ব্বদা কাম-কাঞ্চনে আসক্ত থাক্‌বার দরুণ জ্ঞানলাভ কর্‌তে পারে না।

৩। ঠাকুর বলিতেন,—গ্রন্থ নয় গ্রন্থ—গাঁট। বিবেক বৈরাগ্যের সহিত বই না পড়্‌লে,

পুস্তকপাঠে দাম্ভিকতা, অহঙ্কারের গাঁট বাড়িয়া যায় মাত্র।

৪। পরমহংসদেব কোন এক তার্কিক লোককে বলেছিলেন, যদি এক কথায় বুঝ্‌তে পার ত আমার কাছে এস, আর খুব তর্ক যুক্তি কোরে যদি বুঝ্‌তে চাও, ত কেশবের (কেশবচন্দ্র সেন) কাছে যেও।

৫। যেমন খালি গাড়ুতে জল ভর্ত্তে গেলে, ভক্ ভক্ কোরে শব্দ হয়, কিন্তু ভরে গেলে আর শব্দ হয় না, তেম্‌নি যার ভগবান্ লাভ হয়নি, সেই ভগবান্ সম্বন্ধে নানা গোল করে, আর যে তাঁর দর্শনলাভ করেছে, সে স্থির হয়ে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করে।

৬। বিবেক বৈরাগ্য না থাকলে শাস্ত্র পড়া

মিছে। বিবেক বৈরাগ্য ছাড়া ধর্ম্মলাভও হয় না। এইটী সৎ আর এইটী অসৎ বিচার কোরে সদ্বস্তু গ্রহণ করা, আর দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা এইরূপ বিচার-বুদ্ধির নাম বিবেক; বিষয়ে বিতৃষ্ণার নাম বৈরাগ্য।

৭। পাঁজিতে বিশ আড়া জল লেখা আছে, কিন্তু পাঁজি নেঙ্‌ড়ালে এক ফোঁটাও বেরোয় না; তেমনি পুঁথিতে অনেক ধর্ম্মকথা লেখা আছে,—শুধু পড়্‌লে ধর্ম্ম হয় না—সাধন চাই।

৮। এক বাগানে দুজন লোক বেড়াতে গিছ্‌লো; তার ভিতর যার বিষয়-বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আম গাছ, কোন্

গাছে কত আম হয়েছে, বাগানটীর কত দাম হ'তে পারে ইত্যাদি নানা রকম বিচার কর্ত্তে লাগ্‌লো। আর একজন বাগানের মালীকের সঙ্গে আলাপ ক'রে গাছতলায় ব'সে একটী ক'রে আম পাড়্‌তে লাগ্‌লো আর খেতে লাগ্‌লো। বল দেখি কে বুদ্ধিমান্? আম খাও, পেট ভর্‌বে, কেবল পাতা গুণে অত হিসাব কিতাব ক'রে লাভ কি? যাঁরা জ্ঞানাভিমানী, তাঁরা শাস্ত্রমীমাংসা তর্কযুক্তি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন : বুদ্ধিমান্ ভক্তেরা ভগবানের কৃপা লাভ ক'রে এ সংসারে পরমানন্দ ভোগ করেন।

৯। যেমন হাটের বাহিরে থেকে দাঁড়িয়ে কেবল একটা হো হো শব্দ শুনা যায়, কিন্তু

যতক্ষণ ভিতরে প্রবেশ না করে, সেই হো হো শব্দ স্পষ্টরূপে বোঝা যায় না। ভিতরে প্রবেশ ক'রে দেখে, কেউ বা দর দস্তুর কচ্চে, কেউ বা পয়সা দিচ্ছে আর জিনিষ কিন্‌ছে ইত্যাদি। তেমনি ধর্ম্মজগতের বাইরে থেকে ধর্ম্মের ভাব কিছু বুঝ্‌তে পারে না।

১০। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কেবল এক ব্রহ্ম বস্তু আজ পর্য্যন্তও উচ্ছিষ্ট হন নাই। বেদ পুরাণ ইত্যাদি সব মানুষের মুখ দিয়ে বের হয়ে উচ্ছিষ্ট হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম যে কি বস্তু, তা কেউ মুখে বল্‌তে পারে নাই।

সংসার ও সাধন।

১। লুকোচুরি খেলায় যেমন বুড়ী ছুঁলে চোর হয় না, সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম ছুঁলে আর সংসারে বদ্ধ হয় না। যে বুড়ী ছুঁয়েছে, তাকে আর চোর করবার যো নাই। সংসারে সেই রকম যিনি ঈশ্বরকে আশ্রয় করেছেন, তাঁকে আর কোন বিষয়ে আবদ্ধ করতে পারে না।

২। পাড়াগেঁয়ে মাছ ধরবার বিলের ধারে এবং মাঠে ঘুনি পাতে। ঘুনির ভিতর চিক চিক ক'রে জল যায় দেখে ছোট ছোট মাছ-গুলি আনন্দে তার ভিতর চলে যায়, তারা আর বার হ'তে পারে না, সেইখানে আট্‌কে

যায়, পরে একেবারে প্রাণে মরে। দুটো একটা মাছ ঘুনির নিকটে গিয়ে ঐ দেখে একেবারে লাফিয়ে অন্য দিকে চলে যায়। সংসারেরও বাহ্য চাকচিক্য দেখে লোক সাধ ক'রে প্রবেশ করে, পরে মায়া মোহে জড়িয়ে দুঃখ কষ্ট পেয়ে নাশ পায় ; আর যাঁরা এই সব দেখে কামকাঞ্চনে আসক্ত না হ'য়ে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁরাই যথার্থ সুখ ও আনন্দ পান।

৩। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংসারে থেকে ঈশ্বর উপাসনা কি সম্ভব ?" পরমহংসদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "ও দেশে দেখেছি, সব চিঁড়ে কোটে ; একজন স্ত্রীলোক এক হাতে ঢেঁকির গড়ের ভেতর হাত দিয়ে

নাড়্‌ছে, আর এক হাতে ছেলে কোলে নিয়ে মাই খাওয়াচ্ছে, ওর ভেতর আবার খদ্দের আস্‌ছে, তার সঙ্গে হিসাব কর্‌ছে, "তোমার কাছে ওদিনের এত পাওনা আছে, আজকের এত দাম হ'লো"। এই রকম সে সব কায কচ্ছে বটে, কিন্তু তার মন সর্ব্বক্ষণ ঢেঁকির মুষলের দিকে আছে ; সে জানে যে ঢেঁকিটী হাতে পড়ে গেলে হাতটী জনমের মত যাবে। সেইরূপ সংসারে থেকে সকল কায কর ; কিন্তু মন রেখো তাঁর প্রতি। তাঁকে ছাড়্‌লে সব অনর্থ ঘট্‌বে।

৪। সংসারের মধ্যে বাস ক'রে যিনি সাধনা কর্‌তে পারেন, তিনিই ঠিক বীর সাধক। বীরপুরুষ যেমন মাথায় বোঝা

নিয়ে আবার অন্য দিকে তাকাতে পারে, বীর সাধক তেম্‌নি এ সংসারের বোঝা ঘাড়ে ক'রে ভগবানের পানে চেয়ে থাকে।

৫। বাউল যেমন দুই হাতে দুরকম বাজনা বাজায় ও মুখে গান করে, হে সংসারী জীব! তোমরাও হাতে সমস্ত কায কর্ম্ম কর, কিন্তু মুখে সর্ব্বদা ঈশ্বরের নাম জপ কর্‌তে ভুলো না।

৬। নষ্ট স্ত্রীলোক যেমন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে সংসারের সব কায করে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে উপপতির উপর, সে কায কর্‌তে কর্‌তে সর্ব্বদা ভাবে যে, কখন্‌ তার সঙ্গে দেখা হবে; তোমারও, সংসারের

কায করতে করতে, মন সর্ব্বদা যেন ভগবানের দিকে পড়ে থাকে।

৭। নির্লিপ্তভাবে সংসার করা কি রকম জান? পাঁকাল মাছের মতন। পাঁকাল মাছ যেমন পাঁকের মধ্যে থাকে, কিন্তু তার গায়ে পাঁক লাগে না।

৮। দাঁড়িপাল্লার যে দিক্ ভারি হয়, সেই দিক্ ঝুঁকে পড়ে, আর যে দিক্ হাল্কা হয়, সেই দিক্ উপরে উঠে যায়। মানুষের মন দাঁড়িপাল্লার ন্যায়, তার এক দিকে সংসার, আর এক দিকে ভগবান্। যার সংসার, মান সম্ভ্রম ইত্যাদির ভার বেশী হয়, তার মন ভগবান্ থেকে উঠে গিয়ে সংসারের দিকে ঝুঁকে পড়ে, আর যার বিবেক বৈরাগ্য ও

ভগবদ্ভক্তির ভার বেশী হয়, তার মন সংসার থেকে উঠে গিয়ে ভগবানের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৯। একজন সমস্ত দিন ধরে আকের ক্ষেতে জল ছেঁচে দিয়ে শেষে ক্ষেতে গিয়ে দেখ্‌লে যে, এক ফোঁটা জল ক্ষেতে যায়নি; দূরে কতকগুলো গর্ত্ত ছিল, তা দিয়ে সমস্ত জল অন্য দিকে বেরিয়ে গেছে। সেই রকম যিনি বিষয়বাসনা, সাংসারিক মান সম্ভ্রম ইত্যাদির দিকে মন রেখে সাধনা করেন, তিনি যদি সারাজীবন ঈশ্বর উপাসনা করেন, শেষে দেখ্‌তে পাবেন যে, ঐ সকল বাসনারূপ ছেঁদা দিয়ে তাঁর সমুদায় বেরিয়ে গেছে।

১০। বালক যেমন এক হাত দে খোঁটা ধ'রে বন্ বন্ করে ঘুর্‌তে থাকে, একবারও ভয় করে না, কিন্তু তার মন সেই খোঁটার দিকে সর্ব্বদা পড়ে আছে : সে মনে জানে যে, খোঁটাটী ছাড়্‌লেই আমি পড়ে যাব : সংসারেও সেই রকম, ভগবানের দিকে মন রেখে সকল কায কর, কিন্তু মন যেন তাঁর প্রতি সর্ব্বদা থাকে ; তা হ'লে নিরাপদে থাক্‌বে।

১১। সংসারে সুখের লোভে অনেকে ধর্ম্ম কর্ম্ম করে থাকে, একটু দুঃখ কষ্ট পেলে কিম্বা মর্‌বার সময় তারা সব ভুলে যায় ; যেমন টিয়া পাখী এম্‌নে সমস্ত দিন রাধাকৃষ্ণ বলে, কিন্তু বেড়ালে যখন ধরে, তখন

রাধাকৃষ্ণ ভুলে গিয়ে নিজের বোল ক্যাঁ ক্যাঁ কর্‌তে থাকে।

১২। জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকার ভিতর যেন জল না ঢোকে. তা হ'লে ডুবে যাবে। সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধকের মনের ভিতর যেন সংসারভাব না থাকে।

১৩। সংসার কেমন? যেমন আমড়া— শাঁসের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল।

১৪। যেমন কাঁঠাল ভাঙ্গ্‌তে গেলে আগে বেশ ক'রে হাতে তেল মেখে নেয়, তা হলে আর তার হাতে কাঁঠালের আঠা লাগে না; তেমনি এই সংসাররূপ কাঁঠালকে যদি জ্ঞান-

রূপ তেল হাতে মেখে সম্ভোগ করা যায়, তা হলে কামিনীকাঞ্চনরূপ আঠার দাগ তার মনে লাগ্‌তে পার্‌বে না।

১৫। সাপকে ধর্‌তে গেলে তখনই তাকে দংশন ক'রে দিবে, কিন্তু যে ব্যক্তি ধূলোপড়া জানে, সে সাতটা সাপকে ধরে গলায় জড়িয়ে বেশ খেলা দেখাতে পারে। তেমনি বিবেক বৈরাগ্যরূপ ধূলোপড়া শিখে যদি সংসার করে, তাকে আর সাংসারিক মায়া মমতায় আবদ্ধ কর্‌তে পারে না।

১৬। ভিতরে যার যে ভাব থাকে, তার কথাবার্ত্তায় তা বেরিয়ে পড়ে; যেমন মূলো খেলে, তার ঢেঁকুরে মূলোর গন্ধ বেরোয়। তেমনি সংসারী লোকেরা সাধুসঙ্গ

কর্‌তে এসে বিষয়ের কথাই বেশী কয়ে থাকে।

১৭। মনই সব জান্‌বে। জ্ঞানই বল আর অজ্ঞানই বল, সবই মনের অবস্থা। মানুষ মনেই বদ্ধ ও মনেই মুক্ত, মনেই সাধু এবং মনেতেই অসাধু, মনেই পাপী ও মনেই পুণ্যবান্‌। সংসারী জীব মনেতে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে স্মরণ মনন কর্‌তে পার্‌লে তাদের আর অন্য কোন সাধনের দরকার হয় না।

১৮। জ্ঞান লাভ হলে তারা সংসারে কি রকম ভাবে থাকে জান? যেমন সার্সির ঘরে বসে থাক্‌লে ভিতরের ও বাহিরের দুইই দেখ্‌তে পায়।

১৯। গীতা পড়্‌লে যা হয়, আর দ্বাদশ বার 'গীতা'শব্দ উচ্চারণ কর্‌লে তাই বুঝায়। যেমন গী তাগী তাগী তাগী। কিনা হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় কর।

সাধনের অধিকারী।

১। যেমন আম, পেয়ারা ইত্যাদি আস্ত ফল ঠাকুরের সেবায় ও সকল কাযে লাগ্‌তে পারে, কিন্তু একবার কাকে ঠুক্‌রে দাগি কর্‌লে, আর দেবসেবায় সে ফল দেওয়া যায় না, ব্রাহ্মণকে দান করা যেতে পারে না,

আপনি খাওয়া উচিত নয় ; সেইরূপ পবিত্র-হৃদয় বালক ও যুবাদের ধর্ম্ম-পথে লয়ে যাবার চেষ্টা করা উচিত। কেননা, তাদের ভিতর বিষয়বুদ্ধি একেবারে প্রবেশ করে নাই। একবার বিষয়বুদ্ধি ঢুক্‌লে পরমার্থ পথে লয়ে যাওয়া ভার।

২। আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জান ? ছেলেবেলা তাদের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে। বে হলে আট আনা স্ত্রীর উপর যায় ; ছেলে হলে আবার চার আনা তাদের প্রতি যায়, বাকি চার আনা মা, বাপ, মান সম্ভ্রম, বেশ ভূষা ইত্যাদিতে চলে যায় ; এইজন্য ছেলে-বেলায় যারা ঈশ্বর লাভের চেষ্টা করে, তারা

তেমনি জ্ঞানী বা কর্ম্মী সাধক বাঁদরের ছানার ন্যায় পুরুষকার দ্বারা ঈশ্বর লাভ করতে চেষ্টা ক'রে থাকে। আর ভক্ত সাধকেরা ঈশ্বরকে সকলের কর্ত্তা জ্ঞান ক'রে তাঁর চরণে বিড়ালছানার ন্যায় নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকে।

২। এক ব্যক্তি যেমন কাহারও পিতা, কাহারও জেঠা, খুড়া, কাহারও মেসো, কাহারও ভগ্নীপতি, কাহারও শ্বশুর, ইত্যাদি ইত্যাদি। এস্থলে ব্যক্তি এক হলেও কিন্তু সম্বন্ধভেদে অনেক প্রকার প্রভেদ রয়েছে। 'তেমনি সেই এক সচ্চিদানন্দকে ভক্তেরা শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর প্রভৃতি নানাভাবে উপাসনা ক'রে থাকে।

৩। যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ হয়। অর্থাৎ যে তাঁকেই চায়, সে তাঁকেই পায়। আর যে তাঁর ঐশ্বর্য্য কামনা করে, সে তাই পেয়ে থাকে।

৪। ভক্ত কিংবা জ্ঞানীর ভাব বাহিরে থেকে বোঝা বড় কঠিন হয়ে থাকে। যেমন হাতীর দু রকম দাঁত দেখা যায়, বাইরের দাঁত, কেবল দেখাবার, তার দ্বারা খাওয়া চলে না। আর এক রকম দাঁত মুখের ভিতরে আছে, তার দ্বারা খেয়ে থাকে। তেমনি অনেক সময় সাধকেরা আপনার ভাব গোপন রেখে অন্য রকম দেখান।

সাধনের বিঘ্ন।

১। যেমন জালার ভিতর কোনখানে একটী ছোট ছিদ্র থাক্‌লে ক্রমে ক্রমে সব জল বেরিয়ে যায়, তেমনি সাধকের ভিতরও একটু সংসারাসক্তি থাক্‌লে সব সাধনা বিফল হয়ে থাকে।

২। কাঁচা মাটীতে গড়ন হয়, পোড়া মাটীতে আর গড়ন চলে না। যার হৃদয় একেবারে বিষয়বুদ্ধিতে পুড়ে গেছে, তাতে আর পারমার্থিক ভাব ধরে না।

৩। চিনিতে বালিতে মিশে থাক্‌লে, পিঁপড়ে যেমন বালি ফেলে চিনি খায়; তেমনি সাধু

ও পরমহংসেরা এ সংসারে সদ্বস্তু যে সচ্চিদানন্দ, তাঁকেই গ্রহণ করে, আর অসদ্বস্তু যে কাম-কাঞ্চন, সে সমস্ত ত্যাগ করে।

৪। কাগজে তেল লাগ্‌লে তাতে আর লেখা চলে না, তেমনি জীবে কাম কাঞ্চনরূপ তেল লাগ্‌লে, তাতে আর সাধন চলে না। সে তেলমাখা কাগজ খড়ি দিয়ে ঘসে নিলে, তাতে লেখা যায়; তেমনি জীবে কামকাঞ্চন রূপ তেল লাগ্‌লে, ত্যাগরূপ খড়ি দিয়ে ঘসে নিলে তবে সাধন চলে।

৫। যে সকল্ লোক নিজে কখন ধর্ম্মচর্চ্চা করে না, অন্যকেও ধ্যান পূজা কর্‌তে দেখ্‌লে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকদের নিন্দা করে, সাধন অবস্থায় কখনও এরূপ লোকদের সঙ্গ

কর্‌বে না। তাদের কাছ থেকে একেবারে দূরে থাক্‌বে।

৬। গরুর পালে যদি অন্য কোন জন্তু এসে ঢোকে,তা হ'লে সব গরুগুলো তাকে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দেয়। কিন্তু গরু এলে তার সঙ্গে গা চাটাচাটি করে। সেই রকম যখন ভক্তের সঙ্গে ভক্তের দেখা হয়, তখন তারা উভয়ে ধর্ম্মকথা কহে, বড় আনন্দ করে, আর হঠাৎ সে সঙ্গ ত্যাগ কর্‌তে ইচ্ছা করে না। কিন্তু বিজাতীয় লোক এলে তার সঙ্গে মেশামিশি করে না।

৭। যে পুকুরে অল্প জল, তার যেমন জল পান কর্‌তে গেলে ওপর থেকে আস্তে আস্তে নেড়ে জল খেতে হয়, বেশী নাড়্‌তে নাই,

নাড়্‌লে তার ভিতর হ'তে ময়লা উঠে জল ঘোলা হয়ে যায়,তেমনি যদি সচ্চিদানন্দ লাভ কর্‌তে চাও, তা হলে তুমি গুরুবাক্য বিশ্বাস ক'রে ধীরে ধীরে সাধন কর। মিছে কেবল শাস্ত্র বিচার তর্ক করোনা, ক্ষুদ্র মন অল্পেতেই গুলিয়ে যায়।

৮। ভূত ছাড়্‌বে কেমন ক'রে বল? যে সরষে দিয়ে ভূত ছাড়াবে, তাহারি মধ্যে ভূত ঢুকে বসে আছে; যে মন দিয়ে সাধন ভজন কর্‌বে, তাই যদি বিষয়াসক্ত হয়ে পড়ে, তা হ'লে সাধন ভজন কি করে হবে?

৯। মন মুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন। নতুবা মুখে বল্‌ছি, হে ভগবান্! তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন এবং মনে বিষয়কেই সর্ব্বস্ব জেনে

বসে রয়েছি। এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয়।

১০। বাসনার লেশমাত্র থাকৃতে ভগবান্ লাভ হয় না। যেমন সূতোতে একটু ফেঁসো বেরিয়ে থাক্‌তে ছুঁচের ভেতর যায় না। মন যখন বাসনারহিত হয়ে শুদ্ধ হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়।

১১। যারা ঈশ্বর লাভের জন্য সাধন ভজন কর্‌তে চায়, তারা যেন কোন রকমে কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত না হ'য়ে পড়ে। কামিনীকাঞ্চনের সংশ্রব থাক্‌লে কোন কালেও তাদের সিদ্ধাবস্থা লাভের উপায় নাই। যেমন খই ভাজ্‌বার সময় যে খইটী খোলার উপর থেকে ঠিকৃরে বাইরে পড়ে,

তাতে কোন দাগ লাগে না কিন্তু গরম বালির খোলায় থাক্‌লে কোন না কোন স্থানে কাল দাগ লাগে।

১২। বিষয়, ছেলে, কিংবা মান সম্ভ্রমের জন্য কেহ যেন কামনা ক'রে ঈশ্বর সাধনা না করে। যে শুধু সচ্চিদানন্দ লাভের জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করে, তার নিশ্চয়ই ঈশ্বর লাভ হয়।

১৩। যেমন বাতাসে জল নড়্‌লে ঠিক প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি মন স্থির না হ'লে তাতে ভগবানের প্রকাশ হয় না। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়। এই জন্য যোগীরা আগে কুম্ভক দ্বারা মন স্থির ক'রে ভগবানের ধ্যান ধারণা করেন।

১৪। ভাবের ঘরে যার চুরি না থাকে, তারই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়। অর্থাৎ কেবল সরল ভাবে ও বিশ্বাসেতেই তাঁকে পাওয়া যায়।

১৫। যেমন সাপ দেখ্‌লে লোকে ব'লে থাকে, "মা মন্‌সা, মুখটী লুকিয়ে রেখো আর লেজটী দেখিয়ো," তেমনি যুবতী স্ত্রীলোক দেখ্‌লে মা বলে নমস্কার করা উচিত, ও তাদের মুখের দিকে না চেয়ে পায়ের দিকে চাইবে। তা হলে আর প্রলোভনের ও পতনের আশঙ্কা থাক্‌বে না।

১৬। বিদ্যাশক্তিই হউক বা অবিদ্যাশক্তিই হউক, সাধু সন্ন্যাসী ও ভক্ত মাত্রেই সব স্ত্রীলোককে মা আনন্দময়ীর রূপ বলে জান্‌বে।

১৫। খুব জনশূন্য স্থানে যুবতী স্ত্রীলোককে দেখে যে মা ব'লে চলে যেতে পারে, তাকেই ঠিক ঠিক ত্যাগী বলা যায়, আর যে লোক সভার মাঝখানে ত্যাগী সেজে থাকে, তাকে প্রকৃত ত্যাগী বলা যায় না।

১৬। অভিমানের জড় মরেও মরে না; যেমন ছাগলটাকে কেটে ফেলে তার ধড় মুণ্ড হ'তে পৃথক্ কর্‌লেও কিছুক্ষণ ধ'রে নড়্‌তে থাকে।

১৭। অভিমানশূন্য হওয়া বড় কঠিন। প্যাঁজ রশুনকে ছেঁচে কোন পাত্রে রেখে তার পর পাত্রটীকে শতবার ধুয়ে ফেল্‌লেও তার গন্ধ যেমন কিছুতেই যায় না, সেই প্রকার অভিমানের লেশ কিছু না কিছু থেকে যায়।

১৮। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী বা ত্যাগীর লক্ষণ কিরূপ জান? তারা কামিনী কাঞ্চনের কোনরূপ সংস্পর্শে থাক্‌বে না। এমন কি. স্বপ্নেও যদি কামিনী সহবাস হচ্ছে বলে জ্ঞান হয় এবং তদ্দ্বারা রেতঃস্খলন হয়, কিম্বা অর্থের উপর আসক্তি জন্মায়, তা হ'লে এত দিনের সাধন ভজন সব নষ্ট হয়ে যায়।

১৯। ভগবান্ কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট ব'সে যে যা কিছু প্রার্থনা করে, তাই তার লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধন ভজনের দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন খুব সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে হয়। কেমন জান?—

এক ব্যক্তি কোন সময় ভ্রমণ করতে

কর্‌তে অতি বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়। পথে রৌদ্রের তাপে এবং পথভ্রমণের ক্লেশে অতিশয় ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্তকলেবর হ'য়ে কোন একটী বৃক্ষের নিম্নে উপবেশন ক'রে শ্রান্তিদূর কর্‌তে কর্‌তে মনে মনে ভাব্‌লে যে, এই সময়ে যদি একটী উত্তম শয্যা মিলে, তা হলে তাতে অতি সুখে নিদ্রা যাই। পথিক যে কল্পতরুর নিম্নে বসেছিল, তা সে জান্‌ত না। মনে মনে যেমন এই বাসনা উঠ্‌ল, তৎক্ষণাৎ সেইখানে উত্তম শয্যা এসে পড়্‌ল। পথিক অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে তাইতেই শয়ন কর্‌লে ও মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌ল, এই সময় যদি একটী স্ত্রীলোক এসে আমার পদ-সেবা করে, তাহলে অতি সুখে শয়ন কর্‌তে

পারি। এই সঙ্কল্প হতে না হতেই তখনই এক যুবতী পথিকের পদতলে এসে উপবেশন পূর্ব্বক তার সেবা কর্‌তে লাগ্‌ল। পথিকের এই দেখে আহ্লাদের আর সীমা রইল না। তার পর তার খুব ক্ষুধা পেতে লাগ্‌ল ও সে মনে কর্‌লে, যা ইচ্ছা করেছিলুম তা ত পেলুম, তবে কি কিছু খাবার জিনিস পাব না? বল্‌তে না বল্‌তে তার নিকট অমনি নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য এসে যুট্‌ল। পথিক সে গুলি দিয়ে তখনই উদর পূর্ণ ক'রে সেই শয্যায় শয়ন পূর্ব্বক সে দিনকার সব ঘটনা ভাব্‌ছে, এমন সময় তার মনে হল যে, এ সময় যদি হঠাৎ একটা বাঘ এসে পড়ে, তা হলেই বা কি করা যায়! যেমন এইটী মনে হওয়া, অমনি

এক প্রকাণ্ড বাঘ লাফ দিয়ে এসে তাকে ধর্‌লে এবং তার ঘাড় থেকে রক্ত পান কর্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে পথিকের জীবন শেষ হ'ল। এই সংসারে জীবেরও ঠিক এইরূপ দশা ঘটে থাকে। ঈশ্বর সাধন কর্‌তে গিয়ে বিষয়, ধন, জন অথবা মান যশ ইত্যাদির কামনা কর্‌লে তা কিছু কিছু লাভ হয় বটে, কিন্তু শেষে ব্যাঘ্রেরও ভয় থাকে। অর্থাৎ রোগ, শোক, তাপ, মান, অপমান ও বিষয়-নাশরূপ ব্যাঘ্র স্বাভাবিক ব্যাঘ্র হতেও লক্ষ গুণে যন্ত্রণাদায়ক।

২০। এক ব্যক্তির মনে হঠাৎ বৈরাগ্যভাব উদয় হয়ে আত্মীয় ভাইদের নিকট বল্লে যে, সংসার আমার ভাল লাগ্‌ছে না। এখনি

আমি কোনও নির্জ্জন স্থানে গিয়ে ঈশ্বর আরাধনা কর্‌ব। তার আত্মীয়েরা এই শুভ সঙ্কল্পে সম্মতি দিল। উক্ত ব্যক্তি বাড়ী হতে বাহির হয়ে ক্রমে এক নির্জ্জন স্থানে উপস্থিত হয়ে ঘোরতর তপস্যা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। ক্রমান্বয়ে বার বৎসর কাল তপস্যা ক'রে ও কিছু কিছু সিদ্ধাই লাভ ক'রে পুনরায় বাড়ীতে ফির্‌ল। তার আত্মীয় স্বজনেরা অনেকদিন পরে তাকে দেখে সকলেই আনন্দ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌ল ও কথাবার্ত্তা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, এতদিন তপস্যা ক'রে কি জ্ঞানলাভ কর্‌লে? তখন সেই ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য ক'রে সম্মুখে একটী হাতী চলে যাচ্ছিল দেখে হাতীর নিকটে গিয়ে ও তার গা

তিনবার স্পর্শ করে যেমন বল্‌লে, "হাতী, তুই মরে যা" অমনি হাতীটা তার স্পর্শে মৃতবৎ হয়ে গেল ; কিছুক্ষণ পরে আবার গায়ে হাত দিয়ে যেমন বল্‌লে, "হাতী, তুই বাঁচ্" অমনি হাতী বেঁচে উঠ্‌লো।

তার পর বাড়ীর সম্মুখে নদীর ধারে গিয়ে মন্ত্রবলে এপার হতে পরপারে চলে গেল আবার ঐ ভাবে নদী পার হয়ে এল। তার ভাইয়েরা এই সব দেখে খুব আশ্চর্য্য হল বটে, কিন্তু তপস্বী ভাইকে বল্‌তে লাগ্‌লো— ভাই, এতদিন কেবল বৃথা তপস্যা করেছ, হাতী ম'ল ও বাঁচ্‌ল, তাতে তোমার কি লাভ হ'ল ? আর তুমি বার বছর ধরে কঠোর তপস্যা ক'রে নদীর পারাপার যেতে শিখেছ,

আমরা তা এক পয়সা খরচে ক'রে থাকি। অতএব তুমি কেবল বৃথা সময় নষ্ট করেছ। ভাইদের নিকট এইরূপ শ্লেষপূর্ণ কথা শুনে তার যথার্থ হুঁষ হল ও সে বল্‌তে লাগ্‌ল, যথার্থই আমার নিজের কি হল। এই বলে তৎক্ষণাৎ ভগবানের দর্শন লাভের জন্য পুনরায় ঘোরতর তপস্যা করতে চলে গেল।

২১। নিজেকে বেশী চতুর মনে করা উচিত নয়। যেমন কাক খুব চতুর, কিন্তু বিষ্ঠা খেয়ে মরে, তেমনি এ সংসারক্ষেত্রে যারা বেশী চালাকী কর্‌তে যায়, তারাই কেবল ঠকে থাকে।

২২। একদিন গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে এক হাতে একটা টাকা নিয়ে আর এক হাতে

মাটী নিয়ে মাটীই টাকা, টাকাই মাটী, এইরূপ বিচার ক'রে উভয়কে যখন গঙ্গার জলে ফেলে দিলুম, তখন মনে একটু ভয় ও ভাবনা এল। ভাবলুম—মা লক্ষ্মী যদি রাগ করেন ও তিনি যদি খেতে না দেন। তার পরে মনে এল ও বল্লুম, মা লক্ষ্মী, তুমিই আমার হৃদয়ে থাকো, তোমার ঐশ্বর্য্য আমি চাই না।

২৩। ঈশ্বর দুইবার হাসেন। যখন ভায়ে ভায়ে দড়ি ধ'রে জমি বক্‌রা ক'রে নেয় আর বলে, এ দিক্‌টা আমার ও ঐ দিক্‌টা তোমার, তখন একবার হাসেন। আর এক-বার হাসেন, যখন লোকের অসুখ কঠিন হয়ে পড়েছে, আত্মীয় স্বজনেরা সকলে কান্নাকাটি

কচ্ছে, বৈদ্য এসে বল্‌ছে, ভয় কি? আমি ভাল করে দিব। বৈদ্য জানেনা যে, ঈশ্বর যদি মারেন, তবে কার সাধ্য তাকে রক্ষা করে।

২৪। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন, হে অর্জ্জুন, অষ্ট সিদ্ধির মধ্যে একটী সিদ্ধিও থাক্‌লে পরে, আমার যে সেই পরম ভাব তা তুমি লাভ কর্‌তে পার্‌বে না। অতএব যারা ঠিক ঠিক ভক্ত ও জ্ঞানী, তারা যেন কোনরূপ সিদ্ধি কামনা না করে।

২৫। লক্ষ্মীনারায়ণ নামক একজন মাড়োয়ারী সৎসঙ্গী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসেন। ঠাকুরের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া বেদান্ত

বিষয়ে আলোচনা হয়। ঠাকুরের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিয়া ও তাঁহার বেদান্ত সম্বন্ধে আলোচনা শুনিয়া তিনি বড়ই প্রীত হন। পরিশেষে ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় বলেন, আমি দশ হাজার টাকা আপনার সেবার নিমিত্ত দিতে চাই। ঠাকুর এই কথা শুনিবা মাত্র মাথায় দারুণ আঘাত লাগিলে যেরূপ হয় মূর্চ্ছাগতপ্রায় হইলেন। কিছুক্ষণ পরে মহা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বালকের ন্যায় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “শালা, তুম্ হিঁয়াসে আবি উঠ্ যাও। তুম হাম্‌কো মায়াকা প্রলোভন দেখাতা হ্যায়।” উক্ত মাড়োয়ারি ভক্ত একটু অপ্রতিভ হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন যে, “আপ্

আভি থোড়া কাঁচা হ্যায়।” ইহার উত্তরে ঠাকুর জিজ্ঞাসিলেন, “ক্যায়সা হ্যায়?” মাড়োয়ারি ভক্ত বলিলেন, “মহাপুরুষ লোগোনকো খুব উচ্চ অবস্থা হোনেসে ত্যজ্য গ্রাহ্য এক সমান বরাবর হো যাতা হ্যায়, কোই কুছ দিয়া অথবা লিয়া উস্‌মে উন্‌কা চিত্তমে সন্তোষ বা ক্ষোভ কুছ নেহি হোতা।” ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া ঈষৎ হাঁসিয়া উহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, “দেখ, আর্শিতে কিছু অপরিষ্কার দাগ থাক্‌লে যেমন ঠিক্ ঠিক্ মুখ দেখা যায় না, তেমনি যার মন নির্ম্মল হয়েছে, সেই নির্ম্মল মনে কামিনী-কাঞ্চন রূপ দাগ পড়া ঠিক নয়।” ভক্ত মাড়োয়ারি বলিলেন, “বেশ কথা, তবে হৃদয়, যে আপনার

সেবা করে, না হয় তার নামে আপনার সেবার জন্য এই টাকা থাক্।” তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, “না, তাও হবে না। কারণ, তার নিকট থাক্‌লে যদি কোন সময় আমি বলি যে অমুককে কিছু দাও বা অন্য কোন বিষয়ে আমার খরচ কর্‌তে ইচ্ছা হয়, তাতে যদি সে দিতে না চায়, তখন মনে সহজেই এই অভিমান আস্‌তে পারে যে, ও টাকা ত তোর নয়, ও আমার জন্য দিয়েছে। ইহাও ভাল নয়।” মাড়োয়ারি ভক্ত ঠাকুরের এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন এবং ঠাকুরের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ত্যাগ ভাব দেখিয়া নিরতিশয় প্রীত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

সাধনের সহায়।

১। প্রথম অবস্থায় একটু নির্জ্জনে বসে মন স্থির করতে হয়। তা না হলে অনেক দেখে শুনে মন চঞ্চল্ হয়। যেমন দুধে জলে এক সঙ্গে রাখ্‌লে মিশে যায়, কিন্তু দুধকে মন্থন করে মাখন কত্তে পাল্লে জলের সঙ্গে মেশে না, সে জলের উপর ভাসে; তেমনি যাদের মন স্থির হয়েছে, তারা যেখানে সেখানে বসে সর্ব্বদা ভগবান্‌কে চিন্তা করতে পারে।

২। নিষ্ঠা ভক্তি না হ'লে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না। যেমন এক পতিতে নিষ্ঠা থাক্‌লে

সতী হয়,—তেমনি আপনার ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা হ'লে ইষ্ট দর্শন হয়।

৩। ধ্যান কর্‌বে মনে, বনে, আর কোণে।

৪। প্রথম অবস্থায় একটু নির্জ্জনে বসে ধ্যান অভ্যাস কর্‌তে হয়, তার পর ঠিক অভ্যাস হয়, তখন যেখানে সেখানে ধ্যান কর্‌তে পার। যেমন গাছ, যখন ছোট থাকে, তখন তাকে যত্ন ক'রে বেড়া দিয়ে রাখ্‌তে হয়, তা না হ'লে গরু ছাগল খেয়ে নষ্ট ক'রে ফেলে। পরে যখন গুঁড়ি মোটা হয়, তাতে দশটা গরু ছাগল বাঁধ্‌লেও কিছুই কর্‌তে পারে না।

৫। সহ্য গুণের চেয়ে আর গুণ নেই। যে সয়, সেই রয়। যে না সয়, সে নাশ হয়। সকল বর্ণের মধ্যে 'স' তিনটা—শ, ষ, স।

৬। সহ্য গুণের চেয়ে আর গুণ নেই। সকলেরই সহ্য গুণ থাকা চাই, যেমন কামার বাড়ীর নাইয়ের উপর কত জোর ক'রে বড় বড় হাতুড়ি পেটে, তথাপি, কিছু মাত্র বিচলিত হয় না। সেইরূপ কূটস্থবৎ বুদ্ধি থাকা চাই, যে যাই বলুক ও যে যাই করুক না কেন, সমুদয় সহ্য করে লবে।

৭। মাছ যত দূরে থাক্ না, ভাল ভাল চার ফেল্‌বামাত্র যেমন তারা ছুটে আসে, ভগবান্ হরিও সেইরূপ বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে শীঘ্র এসে উদয় হন।

৮। এক রকম বাদ্‌লে পোকা আছে, তারা আলো দেখ্‌লে ছুটে যায়, তারা তাতে প্রাণ দেয়, তবু অন্ধকারে আর যায় না; তেমনি

যারা ভগবানের ভক্ত, তারা যেখানে সাধু থাকে ও ঈশ্বরীয় কথা হয়, সেখানে ছুটে যায়, সাধন ভজন ছাড়া সংসারের অসার পদার্থে আর বদ্ধ হয় না।

৯। পার্ব্বতী মহাদেবকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, ঈশ্বরলাভের খেই কোথায়? মহাদেব বল্লেন, বিশ্বাসই এর খেই। গুরুবাক্যে অচল ও অটল বিশ্বাস ব্যতীত সচ্চিদানন্দ লাভ করা যায় না।

১০। এই দুর্ল্ভ মনুষ্যদেহ ধারণ ক'রে যে সচ্চিদানন্দকে লাভ কর্‌তে না পারে, তার জন্মধারণ করাই বৃথা।

১১। মন কেমন জান? যেমন স্প্রিংএর গদী। যতক্ষণ গদীর উপরে বসে থাকা

যায়, ততক্ষণই নীচু হয়ে থাকে আর ছেড়ে দিলেই তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে। তেমনি সং ও সাধুসঙ্গে ভগবানের ভাব যা কিছু লাভ করে, আবার সাধুসঙ্গ পরিত্যাগ করবামাত্র যে-কে-সেই—আপনার পূর্ব্ব ভাব ধারণ করে।

১২। নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোন প্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

১৩। সাধুসঙ্গ কেমন জান?—যেমন চাল-ধোয়ানি জল। যার অত্যন্ত নেশা হয়েছে, তাকে যদি চালের জল খাওয়ান যায়, তা

হলে তার নেশা কেটে যায়। সেইরূপ এই সংসারমদে যারা মত্ত রয়েছে, তাদের নেশা কাট্‌বার একমাত্র উপায় সাধুসঙ্গ।

১৪। যেমন উকিল দেখ্‌লে মাম্‌লা ও কাছারির কথা মনে আসে, আর ডাক্তার কবিরাজ দেখ্‌লে রোগ ও ঔষধের কথা মনে পড়ে, তেমনি সাধু ও ভক্ত দেখ্‌লে ভগবানের ভাব উদ্দীপন হয়।

সাধনে অধ্যবসায়।

১। রত্নাকরে অনেক রত্ন আছে ; তুমি এক ডুবে পেলে না ব'লে রত্নাকরকে রত্নহীন মনে

কোরো না। সেইরূপ একটু সাধন ভজন ক'রে ঈশ্বর দর্শন হ'লো না বলে হতাশ হয়ো না। ধৈর্য্য ধ'রে সাধন ক'ত্তে থাক, যথাসময়ে ঈশ্বরের কৃপা তোমার উপর হবে।

২। সমুদ্রে এক রকম ঝিনুক আছে, তারা সদা সর্ব্বদা হাঁ ক'রে জলের উপর ভাসে; কিন্তু স্বাতি নক্ষত্রের এক ফোঁটা জল তাদের মুখে পড়্‌লে তারা মুখ বন্ধ ক'রে একেবারে জলের নীচে চলে যায়, আর উপরে আসে না। তত্ত্ব-পিপাসু বিশ্বাসী সাধকও সেই রকম গুরু-মন্ত্র-রূপ এক ফোঁটা জল পেয়ে, সাধনের অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে না।

৩। যেমন কোন ধনী লোকের কাছে যেতে

হ'লে সেপাই শাস্ত্রীর অনেক খোসামোদ কর্‌তে হয়; তেম্‌নি ঈশ্বরের কাছে যেতে হ'লে অনেক সাধন ভজন ও সৎসঙ্গ আদি নানা উপায়ের দ্বারা যেতে হয়।

৪। এক কাঠুরে বন থেকে কাঠ কেটে এনে কোন রকমে দুঃখে কষ্টে দিন কাটাত। এক দিন জঙ্গল থেকে সরু সরু কাঠ কেটে মাথায় করে আন্‌ছে, হঠাৎ একজন লোক সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে তাকে ডেকে বল্লে, "বাপু, এগিয়ে যাও।" পরদিন কাঠুরে সেই লোকের কথা শুনে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে মোটা মোটা কাঠের জঙ্গল দেখ্‌তে পেলে; সে দিন যতদূর পাল্লে, কেটে এনে বাজারে বেচে অন্য দিনের চেয়ে অনেক বেশী পয়সা পেলে। পরদিন

আবার সে মনে মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, তিনি আমায় এগিয়ে যেতে বলেছেন ; ভাল, আজ আর একটু এগিয়ে দেখি না কেন। সে এগিয়ে গিয়ে চন্দন কাঠের বন দেখ্‌তে পেলে। সে সেই চন্দন কাঠ মাথায় ক'রে নিয়ে বাজারে বেচে অনেক বেশী টাকা পেলে। পরদিন আবার মনে কল্লে,আমায় এগিয়ে যেতে বলে-ছেন। সে, সেদিন আরও খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে এক তামার খনি দেখ্‌তে পেলে। সে তাতেও না ভুলে দিন দিন আরও যত এগিয়ে যেতে লাগ্‌লো, ক্রমে ক্রমে রূপো, সোণা, হীরার খনি পেয়ে মহা ধনী হয়ে পড়্‌ল। ধর্ম্মপথেরও ঐরূপ। কেবল এগিয়ে যাও। একটু আধটু রূপ, জ্যোতি দেখে বা সিদ্ধাই

লাভ ক'রে আহ্লাদে মনে কোরো না যে, আমার সব হয়ে গেছে।

৫। যে মাছ ধত্তে ভালবাসে, সে যদি শোনে যে, অমুক পুকুরে বড় বড় মাছ আছে, সে কি করে? যারা সেই পুকুরে মাছ ধরেছে, সে যদি তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করে বেড়ায়—সত্যি সত্যি সে পুকুরে বড় বড় মাছ আছে কি না, যদি থাকে তবে কিসের চার ফেল্‌তে হয়, কি টোপ খায়,—এ সব বিষয় ভাল ক'রে জেনে নিয়ে যদি তাকে মাছ ধ'রতে যেতে হয়, তা হ'লে তার মাছ ত একেবারেই ধরা হয় না। সেখানে গিয়ে ছিপ্‌ ফেলে ধৈর্য্য ধ'রে ব'সে থাকৃতে হয়, তার পর সে মাছের ঘাই ও ফুট দেখ্‌তে পায় এবং তার পর সে

মাছ ধ'র্‌তে পারে। ধর্ম্মরাজ্যেও সেইরূপ; সাধক ও মহাজনদের কথায় বিশ্বাস ক'রে, ভক্তি-চার ছড়িয়ে ধৈর্য্যরূপ ছিপ ফেলে ব'সে থাক্‌তে হয়।

৬। একটী লোক পরমহংসদেবের নিকট এসে বল্লে, "মহাশয়, অনেক দিন সাধন ভজন করলুম, কিছুই ত বুঝ্‌তে সুঝ্‌তে পারলুম না, আমাদের সাধন ভজন করা মিছে।" পরমহংসদেব ঈষৎ হাস্য ক'রে বল্লেন, "দেখ, যারা খানদানী চাষা, তারা বার বৎসর অনাবৃষ্টি হ'লেও চাষ দিতে ছাড়ে না; আর যারা ঠিক চাষা নয়, চাষের কাযে বড় লাভ শুনে কারবার করতে আসে, তারাই এক বৎসর বৃষ্টি না হ'লেই চাষ ছেড়ে দিয়ে পালায়; তেমনি

যারা ঠিক্ ঠিক্ ভক্ত ও বিশ্বাসী, তারা সমস্ত জীবন তাঁর দর্শন না পেলেও তাঁর নাম-গুণানুকীর্ত্তন ক'র্‌তে ছাড়ে না।

৭। যেমন সাঁতার দিতে হ'লে আগে অনেক দিন ধ'রে জলে হাত পা ছুঁড়্‌তে হয়, একেবারেই সাঁতার দেওয়া যায় না; সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সমুদ্রে সাঁতার দিতে গেলে অনেকবার উঠ্‌তে পড়্‌তে হয়, একবারে হয় না।

ব্যাকুলতা।

১। তাঁর প্রতি কিরূপ মন চাই? যেমন সতীর পতিতে, কৃপণের ধনেতে, বিষয়ীর বিষ-

য়েতে—এইরূপ টান যখন ভগবানের প্রতি হয়, তখন ভগবান্ লাভ হয়।

২। মার পাঁচটী ছেলে আছে। তিনি কাকেও খেলনা, কাকেও পুতুল, কাকেও বা খাবার দিয়ে ভুলিয়ে রেখে দিয়েছেন। তার মধ্যে যে ছেলেটী খেল্না ফেলে দিয়ে 'মা কোথা' ব'লে কাঁদে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাকে কোলে নিয়ে ঠাণ্ডা করেন। হে জীব! তুমি কাম-কাঞ্চন নিয়ে ভুলে আছ। এ সব ফেলে দিয়ে যখন ঈশ্বরের জন্য কাঁদ্‌বে, তখন তিনি এসে তোমায় কোলে ক'রে নেবেন।

৩। বিষয় লাভ হ'লো না, ছেলে হ'লো না ব'লে লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ভগবান্ লাভ হ'লো না, ভগবানের পাদপদ্মে

ভক্তি হ'লো না ব'লে এক ফোঁটা চোখের জল ক'জন লোকে ফেলে ?

৪। জলে ডুবে গেলে যেমন প্রাণ আটুপাটু কর্‌তে থাকে, সেই রকম ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা এসে যখন প্রাণ ঐরূপ কর্‌বে, তখনই তাঁকে লাভ করা যায়।

৫। ছেলে যেমন পয়সার জন্য মার কাছে আব্দার করে, কখন কাঁদে, কখন মারে : সেই-রূপ আনন্দময়ী মাকে আপনার হ'তে আপনার জেনে তাঁকে দেখ্‌বার জন্য যিনি সরল শিশুর ন্যায় ব্যাকুল হ'য়ে ক্রন্দন করেন, তাঁকে সচ্চিদানন্দময়ী মা দেখা না দিয়ে থাকতে পারেন না।

৬। যার তৃষ্ণা পায়, সে কি গঙ্গার জল ঘোলা

ব'লে তখনি একটী পুকুর কেটে জল পান কর্‌তে যায় ? তেমনি যার ধর্ম্মতৃষ্ণা পায়নি, সে এ ধর্ম্ম ঠিক নয়, ও ধর্ম্ম ঠিক নয় এইরূপ ব'লে গোলমাল ক'রে বেড়ায়। তৃষ্ণা থাক্‌লে অত বিচার চলে না।

ভক্তি ও ভাব।

১। সাদা কাচের উপর কোন বস্তুর দাগ পড়ে না কিন্তু তাতে যদি মসলা মাখানো থাকে তবেই দাগ পড়ে, যেমন ফটোগ্রাফ ; তেমনি শুদ্ধমনে যদি ভক্তি-মসলা লাগান থাকে, তা হ'লে ভগবানের রূপ প্রত্যক্ষ হয়।

কেবলমাত্র শুদ্ধমনে ভক্তি ব্যতীত রূপ দেখা যায় না।

২। আগে ভাব, তার পর প্রেম, শেষে ভাব-সমাধি; যেমন সঙ্কীর্ত্তন কর্‌তে কর্‌তে প্রথমে বলে, "নিতাই আমার মাতা হাতী"—"নিতাই আমার মাতা হাতী"; ক্রমে ভাবে মগ্ন হ'য়ে শুধু বলে, "হাতী, হাতী"। তার পর কেবল হাতী এই কথাটী মুখে থাকে। শেষে কেবল হা বল্‌তে বল্‌তে ভাব-সমাধিতে মগ্ন হ'য়ে যায়। এইরূপে যে ব্যক্তি এতক্ষণ কীর্ত্তন কচ্ছিল, সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হ'য়ে চুপ হ'য়ে যায়।

৩। যেমন কুঁড়ে ঘরে হাতী প্রবেশ কর্‌লে ঘরকে তোলপাড় ক'রে ফেলে, সেই রকম

ভাবরূপ হস্তী দেহ-ঘরে প্রবেশ কর্‌লে দেহকে তোলপাড় ক'রে ফেলে।

৪। যার ভগবানে ভক্তি লাভ হয়েছে, তার কিরূপ ভাব হয় জান? আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী; আমি ঘর, তুমি ঘরণী; আমি রথ, তুমি রথী; যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি, যেমন চালাও তেমনি চলি।

৫। ভগবানের পাদপদ্মে ভক্তি হ'লেই বিষয় কর্ম্ম আপনা আপনি ত্যাগ হ'য়ে আসে। তার আর বিষয় কর্ম্ম ভাল লাগে না। যেমন ওলা মিছ্‌রির পানা খেলে চিঠে গুড়ের পানা আর কেউ খেতে চায় না।

৬। সন্ধ্যা আহ্নিক ততদিন দরকার, যতদিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তিপ্রেম হয় ও তাঁর

নাম কর্‌তে কর্‌তে চক্ষে জল পড়ে, আর শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

ধ্যান।

১। সত্ত্বগুণীর ধ্যান কিরূপ জান? তারা রাত্রে মশারি খাটিয়ে তার ভিতর ব'সে ধ্যান করে। লোকে মনে করে যে ঘুমুচ্চে। তাঁদের বাহ্যিক লোক-দেখান ভাব একেবারে নাই।

২। (সাধকের) ধ্যানের সময় মধ্যে মধ্যে এক প্রকার নিদ্রার মতন আসে, তাকে যোগনিদ্রা বলে। সে অবস্থায় অনেক সাধক ভগবানের রূপ দর্শন পায়।

৩। ধ্যান এমন কর্‌বে যে, তাঁতে একেবারে তন্ময় হয়ে যাবে; যখন ঠিক ধ্যান হয়, পাখীরা তার গায়ে বসে কিন্তু সে টের পায় না। মা কালীর মন্দিরের নাটমন্দিরে আমি যখন ব'সে ধ্যান কর্‌তুম, তখন সেখান-কার লোকেরা বল্‌ত যে, আপনার গায়ে চড়াই ও শালিক পাখী ব'সে খেলা করে।

সাধন ও আহার।

১। যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে, কিন্তু ঈশ্বর লাভ কর্‌তে চায় না, তার হবিষ্যান্ন গোমাংস-তুল্য হয়; আর যে গোমাংস ভক্ষণ করে,

কিন্তু ভগবান্‌কে লাভ কর্‌বার চেষ্টা করে, তার পক্ষে গোমাংস হবিষ্যান্নের তুল্য হয়।

ভগবৎকৃপা।

১। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশালাইয়ের কাটি জ্বাল্‌লে তখনই আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

২। মলয়ের হাওয়া লাগ্‌লে যে সব গাছের সার আছে, সেই সব গাছে চন্দন হয়; কিন্তু অসার—যেমন বাঁশ, কলা ইত্যাদি গাছে কিছু হয় না। ভগবৎ-কৃপা পেলে যাঁদের সার আছে, তাঁরাই মুহূর্ত্তের মধ্যে মহা সাধু-

ভাবে পূর্ণ হন, কিন্তু বিষয়াসক্ত অসার মানুষের সহজে কিছু হয় না।

৩। কাদা ঘাঁটাই ছেলেদের স্বভাবসিদ্ধ, কিন্তু মা বাপ তাদের অপরিষ্কার থাক্‌তে দেন না; সেইরূপ জীব এই মায়ার সংসারে পড়ে যতই মলিন হোক না কেন, ভগবান্ তাদের শুদ্ধ হবার উপায় ক'রে দেন।

সিদ্ধ অবস্থা।

১। লোহা যদি একবার স্পর্শমণি ছুঁয়ে সোণা হয়, তাকে মাটীর ভিতর চাপা রাখ,

আর আঁস্তাকুড়ে ফেলে রাখ, সে সোণা। যিনি সচ্চিদানন্দ লাভ করেছেন, তাঁর অবস্থাও সেই রকম। তিনি সংসারেই থাকুন, আর বনেই থাকুন, তাতে তাঁর দোষস্পর্শ করে না।

২। যেমন লোহার তলোয়ার স্পর্শমণি ছোঁয়ালে সোণার তলোয়ার হয়, আকার, প্রকার সেই রকমই থাকে, কিন্তু তাতে আর হিংসার কায চলে না; সেই রকম ভগবানের পাদপদ্ম স্পর্শ করলে তার দ্বারা আর কোন অন্যায় কায হয় না।

৩। কোন ব্যক্তি পরমহংসদেবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,—সিদ্ধপুরুষ হ'লে কিরূপ অবস্থা হয়?

উত্তরে তিনি বলিলেন,—

যেমন আলু বেগুন সিদ্ধ হ'লে নরম হয়, তেমনি সিদ্ধ-পুরুষের স্বভাব নরম হয়ে থাকে। তাঁর সব অভিমান চলে যায়।

৪। সংসারে অনেক প্রকারে সিদ্ধ অবস্থা লাভ হয়; যেমন,—স্বপ্ন-সিদ্ধ, মন্ত্র-সিদ্ধ, হঠাৎ-সিদ্ধ ও নিত্য-সিদ্ধ।

৫। স্বপ্নেতে কেহ কেহ ইষ্ট মন্ত্র পেয়ে তাই জপ ক'রে সিদ্ধ হয়। মন্ত্র-সিদ্ধ;—সদ্‌গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ ক'রে সাধনার দ্বারা সিদ্ধ হয়। হঠাৎসিদ্ধ;—দৈব-যোগে কোন মহাপুরুষের কৃপালাভ ক'রে সিদ্ধ হয়, তাহাকে হঠাৎ-সিদ্ধ বলে। নিত্য-সিদ্ধ;—তাদের বালককাল থেকেই ধর্ম্মে মতি থাকে।

যেমন লাউ, কুমড়া গাছে আগে ফল হয়, পরে ফুল ফোটে।

৬। সাঁকোর নীচে জল সহজে বেরিয়ে যায়, জমে না; তেমনি মুক্তপুরুষদিগের হাতে যে টাকা পয়সা আসে, তা থাকে না, অমনি খরচ হয়ে যায়। তাদের বিষয়-বুদ্ধি একেবারেই নাই।

৭। "ধ্যানসিদ্ধ যেই জন, মুক্তি তাঁর ঠাঁই।" ধ্যানসিদ্ধ কাদের বলে জান? যারা ধ্যান কর্‌তে বস্‌লেই ভগবানের ভাবে বিভোর হয়ে যায়।

৮। মুক্তপুরুষ সংসারে কি রকম থাকেন জান? যেমন "পান-কৌড়ি" জলে থাকে, কিন্তু তাদের গায়ে জল লাগে না; যদিও

গায়ে একটু জল লাগে, তা হ'লে একবার গা ঝেড়ে ফেল্লেই তখনই সব চলে যায়।

৯। জাহাজ যে দিকে যাক্ না কেন কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকেই থাকে, তাই জাহাজের দিক্ ভুল হয় না; মানুষের মন যদি ঈশ্বরের দিকে থাকে, তা হ'লে আর তার কোন ভয় থাকে না।

১০। চক্‌মকি পাথর শত বৎসর জলের ভিতর প'ড়ে থাক্‌লেও তার আগুন নষ্ট হয় না, তুলে লোহার ঘা মার্‌বামাত্রই আগুন বেরোয়। ঠিক বিশ্বাসী ভক্ত হাজার হাজার কুসঙ্গের মধ্যে প'ড়ে থাক্‌লেও তার বিশ্বাস ভক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না। ভগবৎ-কথা হ'লে তখনি আবার সে ঈশ্বর-প্রেমে উন্মত্ত হয়।

১১। যে যেরূপ ভাবনা ক'রে থাকে, তার সিদ্ধিও সেই রকমই হয়ে থাকে। যেমন দৃষ্টান্ততে বলে, আর্‌সোলা কাঁচপোকাকে ভেবে ভেবে কাঁচপোকা হয়ে যায়, তেমনি যে সচ্চিদানন্দকে ভাবনা করে, সেও আনন্দময় হয়ে যায়।

১২। মাতালেরা যেমন নেশার ঝোঁকে পোঁদের কাপড় কখনও মাথায় বাঁধে এবং কখনও বগলে নিয়ে বেড়ায়, তেমনি সিদ্ধ মহাপুরুষদেরও বাহ্যিক অবস্থা প্রায় সেই রূপই হয়ে থাকে।

১৩। অহঙ্কার কি রকম জান? যেমন পদ্মের পাপ্‌ড়ি ও নারকেল সুপারির বাল্‌তো, খসে গেলেও সে স্থানে একটা দাগ থাকে;

তেমনি অহঙ্কার গেলেও তাতে একটু দাগের চিহ্ন থাকেই থাকে। তবে সে অহঙ্কারে কারও কিছু অনিষ্ট কর্‌তে পারে না। তা' দ্বারা খাওয়া দাওয়া শোয়া ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন কর্ম্ম চলে না।

১৪। যেমন আম পাক্‌লে বোঁটা থেকে আপনি খ'সে পড়ে, তেমনি জ্ঞান লাভ হ'লে আত্মাভিমান প্রভৃতি আপনি চলে যায়। জোর ক'রে জাতি ত্যাগ করা ঠিক নয়।

১৫। গুণ তিন রকমের—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই তিন গুণের কেহই তাঁর নিকট পর্য্যন্ত পোঁছুতে পারে না। যেমন একজন লোক বনের পথ দিয়ে চলে যাচ্ছিল, এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে তাকে

ধর্‌লে ও তার যা কিছু ছিল, সর্ব্বস্ব কেড়ে কুড়ে নিলে। তার ভিতর একজন ডাকাত বল্লে, "এ লোকটাকে রেখে আর কি হবে" ? এই কথা বলেই খাঁড়া উঁচিয়ে তাকে কাট্‌তে এল। আর একজন ডাকাত এসে বল্লে, "না হে, একে কেটো না, কেটে কি হবে? এর হাত পা বেঁধে এখানেই ফেলে রেখে যাও।" পরে সকলে মিলে তার হাত পা বেঁধে সেখানে রেখে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে তাদের মধ্যে একজন ফিরে এসে বল্লে, "আহা, তোমার কত লেগেছে, এস আমি এখন তোমার বন্ধন খুলে দিই।" ডাকাতটা তখন বন্ধন খুলে দিয়ে বল্লে, "আমার সঙ্গে সঙ্গে এস, তোমায় রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছি।"

পরে রাস্তার নিকটবর্ত্তী হয়ে বল্লে, "ঐ রাস্তা ধ'রে চ'লে গেলে তুমি বাড়ী পৌঁছুবে।" লোকটী তখন তাকে বল্‌তে লাগ্‌ল, "আপনি আমার প্রাণ দান কর্‌লেন, আপনি আমার বাড়ী পর্য্যন্ত আসুন।" ডাকাত তখন বল্লে, "আমি সেখানে যেতে পার্‌ব না, লোকে টের পাবে, আমি কেবল্‌ তোমাকে রাস্তা দেখিয়ে চল্লুম।"

১৬। মুক্ত পুরুষ সংসারে কিরূপ অবস্থায় থাকেন, জান? যেমন ঝড়ের এঁটো পাতা। নিজের কোন ইচ্ছা বা অভিমান থাকে না। বাতাসে তাকে উড়িয়ে যে দিকে নিয়ে যায়, সেদিকেই যায়। কখন, বা আঁস্তাকুড়ে, কখন বা ভাল্‌ জায়গায়।

১৭। যতদিন শুধু ধান থাকে, পুঁতে দিলেই গাছ হয়। কিন্তু সেই ধানকে সিদ্ধ ক'রে পুঁত্‌লে আর গাছ হয় না; তেমনি যাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের আর এ সংসারে জন্ম গ্রহণ কর্‌তে হয় না।

১৮। পরমহংস অবস্থা কাকে বলে জান? যেমন হাঁসকে দুধে জলে এক সঙ্গে দিলে দুধ খেয়ে জলটা ফেলে রাখে। তাঁরা তেমনি সংসারের সার যে সচ্চিদানন্দ, তাঁকে গ্রহণ করেন, আর অসার যে সংসার, তাকে ত্যাগ করেন।

১৯। প্রথমতঃ অজ্ঞান, তার পরে জ্ঞান। পরিশেষে যখন সচ্চিদানন্দ লাভ হয়, তখন জ্ঞান ও অজ্ঞানের পারে চলে যায়। যেমন

গায়ে কাঁটা ফুট্‌লে বাইরে থেকে যত্ন ক'রে আর একটী কাঁটা এনে সেই কাঁটাটীকে তুলে ফেলে, তার পর দুটী কাঁটাই ফেলে দেয়।

২০। যে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করেছে, অর্থাৎ যার ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয়েছে, তার দ্বারা আর কোনরূপ অন্যায় কার্য্য হতে পারে না; যেমন যে নাচ্‌তে জানে, তার পা কখনও বেতালে পড়ে না।

২১। বৃহস্পতির পুত্র কচের সমাধিভঙ্গের পর যখন মন বহির্জগতে নেমে আস্‌ছিল, তখন ঋষিরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এখন তোমার কিরূপ অনুভূতি হচ্ছে?' তাতে তিনি বলেছিলেন, "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং"— তিনি ছাড়া আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্চি না।

সৰ্ব্ব-ধৰ্ম্ম-সমন্বয়।

১। যেমন গ্যাসের আলো এক স্থান হ'তে এসে সহরের নানা স্থানে নানা ভাবে জ্বল্‌ছে, তেমনি নানা দেশের নানা জাতের ধার্ম্মিক লোক সেই এক ভগবান্ হ'তে আস্‌ছে।

২। ছাতের উপর উঠ্‌তে হ'লে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন উঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্ম্মই এক একটী উপায়।

৩। ঈশ্বর এক, তাঁর অনন্ত নাম ও অনন্ত ভাব। যার যে নামে ও যে ভাবে ডাকৃতে

ভাল লাগে, সেই নামে ও সেই ভাবে ডাক্‌লে দেখা পায়।

৪। কোন ব্যক্তি যেরূপ ভাবে, যে নামে ও যেরূপেই হোক না কেন, সেই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দজ্ঞানে যদি সাধন ভজন করে, তবে তার ভগবান্‌ লাভ নিশ্চয়ই হবে।

৫। যত মত, তত পথ। যেমন এই কালী-বাড়ীতে আস্‌তে হ'লে কেউ নৌকায়, কেউ গাড়ীতে, কেউ বা হেঁটে আসে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন মতের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন লোকের সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

৬। মার ভালবাসা সব ছেলের প্রতি সমান, কিন্তু কোন ছেলের জন্য লুচি, কারো জন্য

খই বাতাসা প্রভৃতি যার যেমন আবশ্যক বুঝেন, সেই রকমই ব্যবস্থা ক'রে থাকেন। সেইরূপ ভগবান্‌ও বিভিন্ন সাধকের শক্তি ও অবস্থা অনুযায়ী সাধনের ব্যবস্থা করেন।

৭। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবান্ এক, তবে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর এত বাদ বিসম্বাদ দেখা যায় কেন?" উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন, "যেমন এই পৃথিবীতে এটা আমার জমি ও এই আমার বাড়ী ব'লে ঘিরে ব'সে থাকে, কিন্তু উপরে সেই এক অনন্ত আকাশ, সেখানে যেমন কেউ ঘির্‌তে পারে না; তেমনি মানুষ অজ্ঞানে আপনার আপনার ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ব'লে বৃথা গোলমাল

করে। যখন ঠিক ঠিক জ্ঞান লাভ হয়, তখন আর পরস্পরের মধ্যে বিবাদ থাকে না।

৮। যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্ম্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ ব'লে দল পাকায়, আর যারা ঈশ্বর-অনুরাগী—কেবল সাধন ভজন কর্‌তে থাকে, তাদের ভিতর কোনরূপ দলাদলি থাকে না; যেমন পুষ্করিণী বা গেড়ে ডোবায় দল জন্মায়, নদীতে কখনও জন্মায় না।

৯। ভগবান্ এক, সাধক ও ভক্তেরা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও রুচি অনুসারে তাঁর উপাসনা ক'রে থাকে। যেমন গৃহস্থেরা একটা বড় মাছ বাড়ীতে এলে কেউ ঝোল ক'রে,

কেউ ভেজে, কেউ তেল হলুদে চচ্চড়ি ক'রে, কেউ ভাতে দিয়ে, কেউ কেউ বা অম্বল ক'রে, খেয়ে থাকে। সেইরূপ যাদের যেমন রুচি, তারা সেই রকম ভাবে ভগবানের সাধন ভজন ও উপাসনা ক'রে থাকে।

১০। যেমন জল এক পদার্থ, দেশ কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামান্তর হয়। বাঙ্গালা দেশে জল বলে, হিন্দীতে পানি বলে, ইংরাজীতে ওয়াটার বা একোয়া বলে। পরস্পরের ভাষা না জানা থাক্‌লে কারুর কথা কেউ বুঝ্‌তে পারে না, কিন্তু জান্‌লে আর ভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না।

১১। ভগবানের নাম ও চিন্তা যে রকম করেই কর না কেন, তাতেই কল্যাণ হবে।

যেমন মিছরির রুটি সিধে ক'রে খাও বা আড় ক'রেই খাও, খেলে মিষ্টি লাগ্‌বেই লাগ্‌বে।

কর্ম্মফল।

১। পাপ আর পারা কেউ হজম কর্‌তে পারে না। যদি কেউ লুকিয়ে পারা খায়, তা হ'লে কোন দিন না কোন দিন গায়ে ফুটে বেরোবে। পাপ কল্লেও তেমনি তার ফল এক দিন না এক দিন নিশ্চয় ভোগ কর্‌তে হবে।

২। গুটি পোকা যেমন আপনারই নালে ঘর

ক'রে আপনি বদ্ধ হয়, তেমনি সংসারী জীব আপনার কর্ম্মেই আপনি বদ্ধ হয়। যখন প্রজাপতি হয়, তখন ঘর কিন্তু কেটে বেরোয়, তেমনি বিবেক বৈরাগ্য হ'লে বদ্ধ জীব মুক্ত হয়ে যায়।

যুগধর্ম্ম।

১। পরমহংসদেব সর্ব্বদা বলিতেন;—"হাত-তালি দিয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে হরিনাম কোরো, তা হলে সব পাপ তাপ চ'লে যাবে। যেমন গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাততালি দিলে গাছের সব পাখী উড়ে যায়, তেমনি

হাততালি দিয়ে হরিনাম কল্লে দেহ-গাছ থেকে সব অবিদ্যারূপ পাখী উড়ে পালায়।”

২। আগে সাদাসিদে জ্বর হ'ত, সামান্য পাঁচন ইত্যাদিতে সেরে যেত ; এখন যেমন ম্যালেরিয়া জ্বর, তেমনি ডিঃ গুপ্ত ঔষধ। আগে লোকে যোগ যাগ তপস্যা ক'র্‌ত ; এখন কলির জীব, অন্নগত প্রাণ, দুর্ব্বল মন, এক হরিনামই একাগ্র হ'য়ে কল্লে সব সংসার-ব্যাধি নাশ পায়।

৩। জান্তে অজান্তে বা ভ্রান্তে যে কোন ভাবেই হোক্ না কেন, তাঁর নাম কল্লেই ফল হবে। কেউ তেল মেখে নাইতে যায়, তারও যেমন স্নান হয়, আর যদি কাকেও জলে ঠেলে ফেলে দেওয়া যায়, তারও তেমনি স্নান

হয়—আর কেউ ঘরে শুয়ে আছে, তার গায়ে জল ঢেলে দিলে তারও স্নানের কায হয়ে যায়।

৪। অমৃতকুণ্ডে যে কোন প্রকারে হ'ক, একবার পড়্‌তে পার্‌লেই অমর হওয়া যায়; কেউ যদি স্তবস্তুতি ক'রে পড়ে, সেও অমর হয়, আর কাকেও যদি কোন রকমে ঠেলে সেই অমৃতকুণ্ডে ফেলে দেওয়া যায়, সেও অমর হয়; তেমনি ভগবানের নাম জান্তে, অজান্তে বা ভ্রান্তে যে প্রকারে হ'ক, লইলে তার ফল হবেই হবে।

৫। এই কলি যুগে নারদীয় ভক্তিমতই প্রশস্ত। অন্য অন্য যুগে নানা রকমের কঠোর সাধনের নিয়ম ছিল, সে সকল

সাধনে এ যুগে সিদ্ধিলাভ করা বড় কঠিন। একে জীবের অল্প পরমায়ু, তাতে মালোয়ারী (ম্যালেরিয়া) রোগে কাবু ক'রে ফেলে, কঠোর তপস্যা কেমন ক'রে করবে?

ধর্ম্ম প্রচার।

১। সাধু মহাপুরুষদিগের নিকটস্থ আত্মীয় লোকেরা অগ্রাহ্য করে, দূরের লোকদিগের নিকট তাঁদের আদর হয়, ইহার কারণ কি? —যেমন বাজীকরের বাজী, তাদের কাছের আত্মীয় লোকেরা দেখে না, দূরের লোকেরা দেখে অবাক্ হয়ে যায়।

২। বজ্র বাঁটুলের বিচি গাছের তলায় পড়ে না, উড়ে গিয়ে দূরে পড়ে ও সেখানে গাছ হয়। সেই রকম ধর্ম্মপ্রচারকদিগের ভাব দূরেতেই প্রকাশ হয় ও লোকে আদর করে।

৩। লণ্ঠনের নীচে অন্ধকার থাকে, দূরে আলো পড়ে। সেই রকম সাধু মহাপুরুষদের নিকটের লোকেরা বুঝ্‌তে পারে না. দূরের লোকেরা তাঁদের ভাবে মুগ্ধ হয়।

৪। আপনাকে মার্‌তে হ'লে একটী নরুন্ দিলে হয়; কিন্তু অপরকে মার্‌তে গেলে ঢাল তরবারের দরকার হয়। তেমনি লোক-শিক্ষা দিতে হ'লে অনেক শাস্ত্র পড়্‌তে হয় ও অনেক তর্ক যুক্তি ক'রে বোঝাতে হয়;

কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ কেবল একটী কথায় বিশ্বাস কল্লেই হয়।

৫। ও দেশেতে লোকে যখন ধান মাপে, একজন মাপ্‌তে থাকে আর একজন পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে; যেই কম পড়ে আসে, পিছনে যে গাদা করা থাকে, তা থেকে ঠেলে দিয়ে তার সাম্‌নে যুগিয়ে দেয়। তেমনি যারা ঠিক ঠিক সাধু ভক্ত, ঈশ্বরীয় কথা বলা ফুরাতে না ফুরাতে তাদের ভিতর থেকে ভাব যুগিয়ে আসে। তাদের ভাব আর ফুরায় না।

সাধক-সহচর।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেব

কথিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

মহানির্ব্বাণ মঠ।

১৩২০।

All rights reserved.

মূল্য ।৵০ আনা।

কলিকাতা,

১৩ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, সিদ্ধেশ্বর মেসিন্ প্রেসে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

ও

কালীঘাট—মহানির্ব্বাণ মঠ হইতে

শ্রীরাখালদাস পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩২০।

নিবেদন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রকাশ করেন। অধুনা ঐ গ্রন্থই পুনর্মুদ্রিত হইল।

প্রকাশক।

সাধক-সহচর।

প্রথম ভাগ।

নানা ভক্ষ্য। ক্ষুধা এক। প্রত্যেক ভক্ষ্য দ্বারাই ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে পারে। নানা শাস্ত্র। নানা মত। ঈশ্বর এক। প্রত্যেক মতেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১।

বাহ্যদর্শনে সংসার অতি সুন্দর ও মনোহর। সাংসারিক-বহির্দৃশ্য, অধিক চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে; কিন্তু অন্তর, পারে না। ২।

বালুকা-চূর্ণ-প্রলেপিত গৃহের চূর্ণ বিধৌত ও বালুপ্রলেপ ভগ্ন হইলে, ইষ্টক বহির্গত হইয়া তাহার কদাকার প্রকাশিত হয়। সংসারও যেন ঐ প্রকার বালুকা-চূর্ণ-প্রলেপিত একটি সুশোভিত গৃহ। তাহার শোভা, বাহ্য-শোভা। ৩।

বিষ্ঠা-ত্যাগ-স্থানে বিষ্ঠা ত্যাগের পর, আর বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা হয় না। সমস্ত ভোগ ত্যাগের পর, আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। ৪।

পরিষ্কার সূচী বহুকাল বস্ত্রে সংলগ্ন থাকিলে তাহাতে অধিক মরিচা ধরে। তাহা টানিয়া শীঘ্র উহা হইতে অসংলগ্ন করা যায় না। সূচী যতদিন পরিষ্কার থাকে, টানিলে

শীঘ্র খোলা যায়। সংসারে যাহার মন অধিক কাল সংলগ্ন থাকে, শীঘ্র তাহা হইতে বিচ্যুত করা যায় না। ৫।

বৃক্ষে যতদিন পত্র থাকে, ততদিন সতেজ ও সরস থাকে। বৃক্ষ হইতে চ্যুত হইলেই শুষ্ক ও নীরস হয়। ফল বৃক্ষে পর্য্যুসিত হয় না। জীবের মন যতক্ষণ ঈশ্বর-রূপ-বৃক্ষে থাকে, ততক্ষণ তাহা প্রেম-ভক্তি-রসে সরস থাকে। প্রেম-ভক্তি-রসময় মনঃফল ঈশ্বর-বৃক্ষচ্যুত হইয়া সংসারে থাকিলেই পর্য্যুসিত হয়। ৬।

সংসার ও তদানুষঙ্গিক যাহা কিছু, সমস্তই পরাধীনতার হেতু। ৭।

সংসার হইতে মনের নির্লিপ্তি মুক্তি।

মনের সংসার-নির্লিপ্তি ব্যতীত, মৃত্যু—মুক্তির কারণ নহে। সংসারলিপ্তাবস্থায় বারম্বার মৃত্যু হইলে, মুক্তি ব্যতীত বারম্বার জন্ম হইবে। ৮।

বন্যায় অনেক নৌকা মগ্ন হয়। সংসার-সমুদ্রের বন্যায় অনেকেরই মনঃ-তরী মগ্ন হয়। ক্বচিৎ ভগবৎকৃপায় কোন কোন মনঃ রক্ষা পায়। ৯।

অতি নিপুণ সন্তরণকারীর সর্ব্বাঙ্গে বৃহৎ বৃহৎ শিলা সকল বাঁধিয়া দিলে, তিনিও জলমগ্ন হন। সাংসারিক-ভার-বিহীন হইয়া ভব-সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা কর। অধিক ভারযুক্ত হইলে, তুমি তাহাতে ডুবিবে। ১০।

মহাদ্রুতগামী তেজী অশ্বকে শৃঙ্খল দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে, সে আর দৌড়িতে পারে না।

মায়া-শৃঙ্খলমুক্ত হইলে, তবে ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। ১১।

অঙ্গে আল্‌কাৎরা লাগিলে, জলের দ্বারা ধৌত করিলে উঠে না। কিছুক্ষণ তৈল মর্দ্দন করিলে উঠে। মায়া আল্‌কাৎরার ন্যায়। উহা মন হইতে ভক্তিরূপ তৈলের দ্বারা তুলিতে হয়। ১২।

গায়ে শুঁয়াপোকার কাঁটা লাগিলে, প্রথমতঃ ডুমুর-পাতা ঘসিলে, কতক উঠে' যায়। পরে, সকণ্টক স্থানে চূণের প্রলেপ দিলে কণ্টক যন্ত্রণা-দায়ক হয় না। অবিদ্যা-মায়ারূপ শুঁয়াপোকার, ষড়্‌রিপুরূপ কণ্টক মনে বিদ্ধ রহিয়াছে। প্রথমতঃ, বিবেকরূপ ডুমুরপাতা ঘষিলে, কতক উঠিবে; পরে,

সেই স্থানে বৈরাগ্যরূপ চূণের প্রলেপ দিতে হইবে। ঐ প্রলেপপ্রভাবে ষড়রিপুরূপ কণ্টক ক্রমে নিস্তেজ হইবে। ১৩।

সর্ষপ, নারিকেল এবং এরণ্ড ফলের শস্য—জল ও তৈল উভয়-রসাত্মক। কিছুকাল ঐ তিন সামগ্রী সূর্য্য-কিরণে রাখিলে, উহাদের মধ্যস্থিত জল শুষ্ক হয়; কিন্তু তৈল শুষ্ক হয় না। জীবের মনও পাপপুণ্যময়। জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণে জীবের পাপরূপ জল-সকল শুষ্ক হয়; কিন্তু পুণ্যরূপ তৈল-সকল শুষ্ক হয় না। ১৪।

সংসারে ও তদানুষঙ্গিক ধনে বিরাগ জন্মিলে, অবশ্যম্ভাবী দরিদ্রতা হয়; তাহা শান্তি-প্রসূতি, সুখপ্রদা ও আনন্দদায়িনী। ঐ প্রকার দারিদ্র্য আকাঙ্ক্ষণীয়; উহা স্বাধীনতার জননী। ১৫।

যে নারী পিত্তলের অলঙ্কার পরে, সে স্বর্ণের পাইলে তাহা ত্যাগ করে। হীরকের পাইলে, স্বর্ণালঙ্কার পরে না। সাংসারিক সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখ পাইলে, সাংসারিক সুখ তুচ্ছ বোধ হয়। ১৬।

পণ্ডিতের গৃহে কোন গ্রন্থ না থাকিলেও তাঁহার ক্ষতি নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য আছে। মূর্খের গৃহে বহু গ্রন্থ থাকিলেও তাহার পাণ্ডিত্য লাভ হয় না। ভগবানের প্রতি যাঁহার প্রেমভক্তি আছে, তাঁহার সকলই আছে। যিনি কেবল মৌখিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলা কথা বলিতে ও লিখিতে পারেন, প্রকৃত কথায় তাঁহার কিছুই নাই। ১৭।

যত কাল সংসারে পুত্রকলত্র প্রভৃতির ও

ধনের মমতা মন হইতে পরিত্যক্ত না হইবে, তত কাল প্রকৃত সন্ন্যাস নহে। ঐ সমস্ত মমতা-বিশিষ্ট ব্যক্তি ; সর্ব্বত্যাগী, সন্ন্যাসীর ভেক (বেশ) ধারণ-পূর্ব্বক কোন নির্জ্জন স্থানে অথবা বনে বাস করিলেও, তাঁহাকে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বলা যায় না। ঐ প্রকার সাংসারিক মমতাযুক্ত আচরণে বরঞ্চ মহা অপরাধ এবং পাপ হইতে পারে। ১৮।

অধিক জলে অল্পাগ্নি তিষ্ঠিতে পারে না। অধিক অগ্নিতেও অল্প জল তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু বৃহৎ সমুদ্রে বাড়বাগ্নি আছে। সাধারণ লোকের পক্ষে সংসার ও ধর্ম্ম একত্র নির্ব্বিঘ্নে তিষ্ঠিতে পারে না। কিন্তু অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, জনক, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বলী ও

রায় রামানন্দ প্রভৃতির ন্যায় মহাত্মাগণের পক্ষে উভয়ই পারে। ১৯।

শিশু ও বালক-বালিকাগণ যে প্রকারে নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকে, সিদ্ধ মহাপুরুষগণও সেই প্রকারে থাকিতে পারেন। ২০।

অল্প বয়স্ক বালক-বালিকাগণ কখন কাপড় পরে, কখন উলঙ্গ হইয়া থাকে। উভয় অবস্থাতেই তাহারা মুক্ত। তাহাদের ন্যায় সিদ্ধ-পুরুষদিগের আচরণ ও স্বভাব। সিদ্ধ-পুরুষ সর্ব্বাবস্থায় মায়ামুক্ত। ২১।

ব্যাঘ্র এবং বিড়াল, আলোকে ও অন্ধকারে উভয়েতেই দেখিতে পায়। নির্ম্মায়িক সিদ্ধ-পুরুষগণ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন মায়াময় সংসারেও জ্ঞান-নেত্র দ্বারা সচ্চিদানন্দকে

দর্শন করেন। তাঁহাদের সংসারের সংস্রব ও অসংস্রব সমতুল্য। সংসার-সংস্রবেও তাঁহাদের কোন ক্ষতি হইতে পারে না। ২২।

উত্তম আহার্য্য আহার করিলেও বিষ্ঠা হয়। বিষ্ঠা—দুর্গন্ধযুক্ত, কেহ স্পর্শ করিতে চাহে না। বিষ্ঠা মাটি হইলে আর তাহাতে দুর্গন্ধ থাকে না। তথাচ বিষ্ঠা, মাটি হইয়াছে যে জানে, সে তাহা স্পর্শ করিতে চাহে না। বিষ্ঠাতে লোকের এত ঘৃণা! ভাল লোক মন্দ হইয়া পুনরায় ভাল হইলেও, অনেকে তাঁহার সংসর্গে থাকিতে ইচ্ছা করেন না; অনেকে তাঁহাকে স্পর্শ পর্য্যন্তও করেন না। ২৩।

বহুফলশালীবৃক্ষ নম্র হয়। যে ব্যক্তি নানা সদ্বুদ্ধিরূপ ফলবান্, সেই ব্যক্তিই নম্র। ২৪।

পাণা-পুকুরের জল পাণায় আবৃত, পঙ্কিল এবং দুর্গন্ধময়। তাহার পৃশ্নিকা (পাণা) সকল অপসৃত করিলেও নির্ম্মল জল পাওয়া যায় না। কখনও স্বচ্ছ পুষ্করিণী পৃশ্নিতে আবৃত হয় না। তাহার জলে পঙ্কের দুর্গন্ধও নাই। যাহার অন্তর ভাল, তাহার বাহিরও ভাল। ২৫।

যাঁহাকে অধিক লোক মান্য গণ্য করে, অথচ, তাঁহাকে প্রহার করিলে, তিনি প্রহার করেন না; ভৎর্সনা করিলে, ভৎর্সনা করেন না; কটু কথা বলিলে, কটু কথা বলেন না, তিনি মহৎ এবং মহাপুরুষ। ২৬।

দাসকে প্রভু সময়ে সময়ে প্রহার ও ভৎর্সনা করেন। দাস অক্ষমতা-প্রযুক্ত সে

সমস্ত সহ্য করে। তাহাতে তা'র মহত্ত্ব নাই। ২৭।

বিষ্ণুপুরাণে বিষ্ণুকে ব্রহ্ম, শিব সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকলে শিবকে ব্রহ্ম, মহাভাগবতে শক্তিকে ব্রহ্ম, শ্রীমদ্ভাগবতে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তে কৃষ্ণকে ব্রহ্ম এবং অন্যান্য মতের নানা গ্রন্থে একই ব্রহ্মের নানা নাম আছে। যাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার অভেদ-বুদ্ধি হইয়াছে। তিনি বিষ্ণুপুরাণের বিষ্ণুকে, শৈবগ্রন্থ সকলের শিবকে, মহাভাগবতের শক্তিকে, শ্রীমদ্ভাগবতের ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তের কৃষ্ণকে অভেদ বোধ করেন। ২৮।

সংস্কৃত 'সৎ'-শব্দার্থে উত্তমও হয়। ব্রহ্মকে 'সৎ' বলা হয়। ইংরাজীতে পরমেশ্বরবাচক

'গড্' শব্দ গুড শব্দের অপভ্রংশ। গুড্ অর্থেও উত্তম, সৎ অর্থেও উত্তম; সুতরাং, গুড্ এবং সৎ অভেদ। গড্ এবং সৎ ব্রহ্মও অভেদ। ২৯।

মনুষ্য বহু। প্রত্যেক মনুষ্যের রুচি স্বতন্ত্র। নানা মনুষ্যের নানা প্রকার খাদ্যে, নানা প্রকার পরিচ্ছদে, নানা প্রকার কথোপকথনে রুচি এবং আনন্দ। এমন কি, প্রত্যেক বিষয়ে প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তিও এক প্রকার নহে; এইজন্য, ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হইয়াছে; নানা প্রকার শাস্ত্র হইয়াছে। সেইজন্য, ভগবান্‌ও নানারূপী হন। তাঁহার সাকারত্বে নানাত্ব। নিরাকারত্বে

একত্ব। সিদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরীয় বহু সাকার এক বোধ এবং দর্শন হয়। এই প্রকার বোধ এবং দর্শনকে সাকারে অদ্বৈত জ্ঞান বলা যায়। মহাসিদ্ধাবস্থায় সাকার-নিরাকারে অভেদ জ্ঞান হয়। এই প্রকার জ্ঞান অতি দুর্লভ। ৩০।

নিজ সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে আত্মজ্ঞান বলি। সেই আত্মজ্ঞান-জনিত যে আনন্দ হয়, তাহাকে আত্মজ্ঞানানন্দ বলা যায়। ৩১।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা দু'টি নাম আছে। বস্তুতঃও দু'টি। ঐ দুইটি বোধ এবং অবস্থাতে যতদিন পৃথক থাকে, ততদিন দ্বৈতজ্ঞান থাকে। অবস্থা এবং বোধে উভয়ের ঐক্য হইলেই অদ্বৈত জ্ঞান বলা যায়। ৩২।

বীজ যেন জীবাত্মা। বৃক্ষ পরমাত্মা।

বীজ-জীবাত্মা বৃক্ষ-পরমাত্মা হইলে, তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, এবং স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে; সুতরাং, তখন তাঁহাকে পরমাত্মা বলিতে হইবে এবং তাঁহার পরমাত্মার গুণ, অবস্থা, এবং স্বভাব প্রভৃতি সমস্তই হইবে। জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য (অভেদত্ব) এই প্রকারের হয়। বীজ এবং বৃক্ষ অভেদ এবং এক পদার্থ হইলেও যেমন উভয়ের নাম, রূপ, গুণ, অবস্থা এবং স্বভাব প্রভৃতিতে পরস্পর অনেক প্রভেদ আছে, তদ্রূপ জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক পদার্থ এবং অভেদ হইয়াও উভয়ে অনেক প্রভেদ। ৩৩।

দৈহিক এবং মানসিক কার্য্য-বিহীনতায় নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নির্গুণত্ব হয়। দৈহিক ও

মানসিক কোন প্রকার কার্য্যসত্বে নিষ্ক্রিয়ত্ব ও নির্গুণত্ব হইতে পারে না। ৩৪।

বেদ-বেদান্তের মতে ব্রহ্ম নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ও নিরাকার। পানাহার, বাক্যালাপ, দৈহিক কিম্বা মানসিক সমস্ত কার্য্যই গুণের পরিচায়ক। ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইলে, ঐ সমস্ত থাকে না। নির্ব্বিকল্প-সমাধি ব্যতীত নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় এবং নির্লিপ্ত হইতে পারি না। "সোঽহং" যিনি বলেন, তিনি তাহা নন। ৩৫।

যতক্ষণ কর্ণে নানা শব্দ শুনি, চক্ষে নানা পদার্থ দেখি, মুখে নানা কথা বলি, রসনায় নানা রসাস্বাদন করি, নাসায় নানা গন্ধ আঘ্রাণ করি, শরীরে শীত, গ্রীষ্ম, প্রহার ও আঘাত প্রভৃতি বোধ করি, ততক্ষণ আমার

অদ্বৈতজ্ঞান নহে। অদ্বৈতজ্ঞানে দ্বৈত বোধ থাকে না। ৩৬।

শোক, দুঃখ, আনন্দ সর্ব্বদা বোধ করি না। যতক্ষণ বোধ করি, ততক্ষণই উহাদের অস্তিত্ব বোধ হয়। যখন বোধ করি না, তখন অস্তিত্বও বোধ করি না। নিরাকার-ব্রহ্ম-বোধও ঐ প্রকারে হয়। ৩৭।

ভক্তি কামধেনু। প্রেম যেন তাঁহার দুগ্ধ। ৩৮।

ভক্তি, দাস্য-ভাবাত্মক। অন্য কোন ভাবে দাস্যের প্রকাশ ব্যতীত ভক্তির উদ্রেক হইতে পারে না। ৩৯।

ভক্তি, নিজের প্রতি হইতে পারে না। অপরের প্রতি হইতে পারে। ৪০।

ভক্তের কৃপায় ভক্তি হয়। ভক্তির কৃপায় কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়। ৪১।

অধিক প্রভুপরায়ণ ভৃত্যের, প্রভুর সেবায় আনন্দ আছে। প্রকৃত ভগবৎ-সেবাদাসেরও ভগবৎ-সেবানন্দ উপভোগ হয়। ৪২।

লক্ষ্মণ, ভরত এবং হনুমানের তুল্য রামদাস্য কাহারও ছিল না। প্রভুর জন্য সর্ব্বত্যাগ, প্রভুর জন্য প্রাণপণ কেবল ঐ তিনেরই ছিল। লক্ষ্মণ রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তিনি রামকার্য্যে শক্তিশেলে মৃতকল্প হইয়াছিলেন, তিনি রামকার্য্যে কত জীবন-সঙ্কটাপন্ন যুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ভরতও বড় সামান্য রামদাস ছিলেন না। প্রকৃত প্রভুর সুখে

সুখানুভব এবং প্রভুর দুঃখে দুঃখানুভব তাঁহার এত অধিক ছিল যে, প্রভু ভোগবিলাস পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগিবেশধারী যোগীর আচরণকারী হইলেন ত' তিনিও প্রভুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কেবল প্রভুর গায়ে হাত বুলাইলেই দাস্য হয় না। বেতন-ভোগী দাসও ত' ঐ সকল করে। প্রকৃত দাস্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্মণ, ভরত এবং হনুমান;—যাঁহারা প্রভুর জন্য সর্ব্বত্যাগে, প্রভুর জন্য নিজ নিজ প্রাণ বিসর্জ্জনে পর্য্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন। ৪৩।

শ্রীরামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনে ভোগ-বিলাস-ত্যাগী, যোগিবেশধারী, বনবাসী ও বনচারী হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীরামভক্ত ভরতের নিজ

প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি প্রগাঢ়-দাস্যভাবাত্মিকা প্রেমা-ভক্তি থাকায় তিনি সর্ব্বত্যাগী ও যোগিবেশী হইয়াছিলেন। ৪৪।

অশ্রুই প্রেম নহে। শোকে, দুঃখে, কোন প্রকার দৈহিক যন্ত্রণায়, সর্দ্দীতে, চক্ষুতে অধিক পরিমাণে ধূম এবং তৈল লাগিলেও অশ্রু নির্গত হয়। প্রেম একটা মানসিক শক্তি ;— যে শক্তি প্রেমিক-মানুষকে প্রেমাস্পদকে আলিঙ্গন প্রভৃতি প্রেমাস্পদের সেবা-শুশ্রূষা ও তাহার অনেক প্রকার কার্য্য করায়, তাহার প্রতি নানা প্রকার যত্ন করায়। তাহা প্রেমাস্পদের বিরহে প্রেমিককে কাঁদায়। ৪৫।

প্রেমের উৎপত্তির কারণ প্রেমাস্পদ। প্রেম মনোজ। প্রেমজ—ভাব, মহাভাব। ৪৬।

ভাব-মহাভাবাত্মক প্রেম! অগ্রে ভাবাত্মক প্রেম, পরে মহাভাবাত্মক প্রেম। ভাব কিম্বা মহাভাব ব্যতীত প্রেম হইতে পারে না। ভাব-মহাভাবময় প্রেম। ৪৭।

প্রেমে কাহারো প্রতি দাস্য, কাহারো প্রতি সখ্য, কাহারো প্রতি বাৎসল্য ও কাহারো প্রতি মধুর ভাব হয়। ৪৮।

প্রেমের প্রধান দুই শাখা, বিরহ এবং সম্মিলন। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারি ভাবেই বিরহ এবং সম্মিলন আছে। ঐ চারি ভাবের সম্মিলন-সম্ভোগেই শান্তি আছে। শান্তিময় আনন্দ। ৪৯।

সংসার-সম্বন্ধীয় প্রেম মহাবন্ধন। সাংসারিক প্রেমবন্ধন অতি দুঃখজনক। ৫০।

ঈশ্বর এবং ঈশ্বরের ভক্তগণের প্রতি যত অধিক প্রেম হইতে থাকে, ততই সংসার সম্বন্ধীয় প্রেমের হ্রাস হইতে থাকে। সংসার সম্বন্ধীয় প্রেম, অনিত্য প্রেম। ভগবান্ এবং ভক্ত সম্বন্ধীয় প্রেম. নিত্য। এই স্থূল জড়-দেহাবলম্বনে আমি সংসারের যাঁহাদের প্রতি প্রেম করি, দেহত্যাগে আর আমার তাঁহাদের সহিত কোন সম্বন্ধই থাকিবে না। কিন্তু ভগবানের সঙ্গে আমার চিরসম্বন্ধ। ৫১।

মদ্য পান যে ব্যক্তি করে নাই, তাহার মত্ততা হয় না। ভগবৎ-সম্ভোগ যিনি করেন, তাঁহারই ভাব মহাভাব হয়। ৫২।

জীবের জীবনে বড় মমতা, প্রাণে বড়

যত্ন। সে দূরে কোন প্রাণসংহারক জন্তু দেখিলে ভীত হয়, ভাবী বিপদ্ আশঙ্কায় সেইস্থান পরিত্যাগ করে। বায়ুর অল্প প্রবলতায় তাহার নৌকারোহণে শঙ্কা হয়। আত্ম ও দেহ বিস্মৃত হইলে, আপদ্-বিপদে ভয় থাকে না। জীবনে মমতা যতক্ষণ, ততক্ষণ অবিদ্যা-মায়ার অধিকারভুক্ত থাকিতে হয়। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মহাভাবে আত্ম ও দেহ বিস্মৃত হইত। ৫৩।

আত্ম-বিস্মৃতি না হইলে, দেহ-বিস্মৃতি হয় না। মহাপ্রভু আত্ম-বিস্মৃতি-দশায় নীলগিরি হইতে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলেন। মহাভগবৎ-প্রেম না থাকিলে, ঐ প্রকার দশা হয় না। জীবে ঐ প্রকার দশা অসম্ভব। মহাপ্রভু,

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার ছিলেন। জীবে প্রেমভক্তি শিক্ষা ও প্রদানের জন্য মনুষ্যরূপে মর্ত্ত্যে তাঁহার অবতারণা হইয়াছিল। একজন মহাপণ্ডিতের একজন বালককে ‘বর্ণপরিচয়’ পড়াইতে হইলে, যেমন ঐ বালকের ন্যায় তাঁহাকেও বর্ণগুলি উচ্চারণ করিতে হয়, তদ্রূপ কেবল জীব-শিক্ষার্থে মহাপ্রভুর ভাব ও মহাভাবজনিত বিবিধ দশা হইয়াছিল। তাঁহার নবরূপ ধারণের অন্যান্য কারণও নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রয়োজন মতে প্রকাশ করা যাইবে। ৫৪।

মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও অনন্তসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীকৃষ্ণের অবতার। শ্রীকৃষ্ণ কত অবতার

হইবেন, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা কোন আর্য্যশাস্ত্রেই অবধারিত নাই। সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য, ধর্ম্ম সংস্থাপন ও সংরক্ষণের আবশ্যক হইলেই তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হন; তৎসম্বন্ধে সর্ব্ব-শাস্ত্র-সারাৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোক্ত নিম্নলিখিত ভগবদ্বাক্য প্রমাণ করিতেছে;—

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" ৫৫ ॥

ক্ষুদ্র আশ্রয় করিয়া বৃহতে যাইতে হয়। রাজ-অট্টালিকা যত বড়, তন্মধ্যে প্রবেশদ্বার তত বড় নহে। পরিমিত-দেহ-বিশিষ্ট-শুদ্ধাত্মা-গুরু যেন ব্রহ্মরূপ বৃহৎ রাজ-অট্টালিকার প্রবেশ-দ্বার। ৫৬।

নম্রতা, বিনয়, বিদ্যা, সরলতা, উদারতা, জীবে দয়া, বিবেক, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভক্তি এবং প্রেম প্রভৃতি সমস্ত মহতী শক্তির বিকাশই স্থূল জড় অবলম্বনে হয়। স্থূল-জড়াশ্রয় ব্যতীত কোন শক্তিরই প্রকাশ হইতে পারে না। যাহা আশ্রয়ে আমরা বিদ্যালাভ করি; যাহা আশ্রয়ে আমরা প্রেম, ভক্তি প্রাপ্ত হই, তাহা কখন অবজ্ঞেয় এবং তুচ্ছ পদার্থ হইতে পারে না। আমরা ঐ সকল সদ্‌গুণাবলী যাহা হইতে প্রাপ্ত হই, তাহা অবশ্যই অসাধারণ ও অসামান্য। সকল আম্রবৃক্ষই আম্রবৃক্ষ; কিন্তু সকল গুলিই এক শ্রেণীর নহে। যে গাছে টোকো আম ফলে, সে গাছ অপেক্ষা বোম্বেয়ে আমের গাছের

অধিক আদর। যে স্থূলে অসাধারণতা, অসামান্যতা এবং অলৌকিকতা দেখি, সে স্থূল আমাদের বড় আদরের সামগ্রী। ৫৭।

স্থূল জড়দেহই ত' মাতৃ-পিতৃস্নেহ নহে; স্থূল জড় দেহই ত' মাতাপিতা নহেন, তবে আমরা অতি ভালবাসার সহিত সেই সকল স্থূলের সেবা-শুশ্রূষা এবং পদ-বন্দনা প্রভৃতি করি কেন? ঐ সকল গুরুজনের স্থূল জড়দেহের সেবা-শুশ্রূষা এবং বন্দনা করা অভিপ্রেত এবং উত্তম কার্য্য হইলে, গুরুর সেবা-শুশ্রূষা এবং বন্দনাও বিধেয়। সংসার-বন্ধন হইতে যে স্থূলাশ্রয়ে মুক্ত হওয়া যায়, সে স্থূলই বা বন্দনীয় এবং সেব্য হইবে না কেন? যে স্থূল হইতে নানা সদগুণ, বিবেক,

বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ভগবৎপ্রেম-ভক্তি এবং অসাধারণ দয়া এবং অন্যান্য মহোপকার লাভ করি, সে স্থূল, সে জড় আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মান্য, অধিক পূজ্য, অধিক সেব্য এবং অধিক বন্দনার যোগ্য অবশ্যই হইবে। সেই স্থূলেই ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ জানি; সেই স্থূলেই ঈশ্বরের আবির্ভাব বুঝি। ৫৮।

রাজাও মনুষ্য, যে ব্যক্তি মল মূত্র পরিষ্কার করে, সেও মনুষ্য। কিন্তু রাজা, ক্ষমতায় (শক্তিতে) মেথর অপেক্ষা মহাশ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতও মনুষ্য, মূর্খও মনুষ্য। পাণ্ডিত্যশক্তিতে মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ। গুণের তারতম্য চিরকালই আছে। কোন মনুষ্য-শরীরে

ভগবানের আবির্ভাব হইলে, অসাধারণ-শক্তির বিকাশে জানা যায়। ৫৯।

মৃৎপাত্রে মূল্যবান্ সামগ্রী রাখিলেও থাকিতে পারে। অদ্যাপি অনেক পল্লীগ্রামে চোর এবং দস্যুভয়ে মৃৎপাত্র মধ্যে অধিক মূল্যের অলঙ্কার সকল স্থাপন পূর্ব্বক মৃত্তিকা নিম্নে রক্ষা করা হয়। কিন্তু সচরাচর মৃৎপাত্র সকলে তণ্ডুল, তৈল, ঘৃত, নবনীত, শর্করা প্রভৃতি নানা প্রকার আহার্য্য এবং পানীয় সকল এবং অন্যান্য দ্রব্য সকলই থাকে। মৎস্য. কূর্ম্ম, বরাহ এবং মনুষ্যের মধ্যে সাধারণতঃ অসাধারণ-শক্তি অত্যাশ্চর্য্য নানা গুণ এবং অসাধারণ-নানাকার্য্য-সম্পাদনী ক্ষমতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সকল অসামান্যতা,

সামান্য প্রাণিগণ মধ্যে দেখিলেই, তাহাদের মধ্যে স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাব স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। মলিন ছিন্ন বস্ত্র অতি দুর্গন্ধযুক্তই হয়। কিন্তু তাহা কোন সুরভিসামগ্রীময় হইলে, তন্ময় সৌরভ কি প্রকারে অস্বীকার করিবে? কোন নর-দেহ, কোন নারীদেহ কিম্বা অন্য কোন প্রাণিদেহ হইতে অসামান্য, অসাধারণ, অত্যাশ্চর্য্য, অলৌকিক এবং অদ্ভুত নানা কার্য্যের, নানা শক্তির, নানা গুণের এবং নানা ভাবের প্রকাশ দেখিলে, সেই দেহে ভগবদাবির্ভাব অস্বীকার কি প্রকারে করিব? ৬০।

রক্তই পূঁয হয়। বীজই বৃক্ষ হয়। স্বেচ্ছায় ঈশ্বরও নানা অবতার হন। ৬১।

চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ সর্ব্বদা দেখি না, অবতার রূপে ভগবানের প্রকাশও সর্ব্বদা দেখি না। চন্দ্র সূর্য্যের প্রকাশ যখন দেখি না, তখনও চন্দ্র সূর্য্য থাকেন; যখন অবতাররূপে পৃথিবীতে ভগবানের প্রকাশ না দেখি, তখনও তিনি থাকেন। ৬২।

ভগবান্, মনুষ্য প্রভৃতি রূপে যত অবতার হইয়াছেন, জন্মগ্রহণ ব্যতীত নানা যুগের নানা ভক্তকে যতপ্রকার অপরূপ রূপে দর্শন দিয়াছেন, দিতেছেন ও দিবেন, সে সমস্ত রূপই নিত্য। সে সকলরূপ ভগবানের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, কোন মহানিষ্ঠাবান্ পরম ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে হইলে, প্রয়োজন মতে তাঁহাতে তাহার প্রত্যেকটিরই

প্রকাশ পাইতে পারে এবং হয়। দ্বারিকায় হনূমান্‌কে, রুক্মিণী এবং কৃষ্ণই, সীতারামরূপে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন। কোন কোন আর্য্যশাস্ত্রে ঐ প্রকার অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় : ৬৩।

কাহারো অজ্ঞাতসারে অধিক বালুকার সঙ্গে অল্প চিনি মিশ্রিত করিয়া, তাহার সমক্ষে রাখিলে, সে বালুকা ব্যতীত অপর কিছুই দেখিবে না। জানিলেও,বালুকাচয় পৃথক্ করিয়া চিনি গ্রহণ করিয়া আস্বাদন করিতে সমর্থ হইবে না। মনুষ্যরূপী ভগবান্ চিনি-স্বরূপ। তাঁহার মনুষ্য-দেহ যেন বালুকা। শুদ্ধভক্তরূপ পিপীলিকা ব্যতীত অপর কেহই তাঁহাকে চিনিয়া আস্বাদন করিতে পারে না। ৬৪।

জল এবং তৈল উভয়েই তরল রস। জলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়। তৈল জ্বলে। মনুষ্যরূপী ভগবানে এবং সাধারণ লোকে অনেক প্রভেদ। ৬৫।

নদীর স্রোত নদীর মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়। বন্যা নদীর কুল পর্য্যন্ত ভাসায়। বন্যায় নদীতীরের অতি অপকৃষ্ট পদার্থ সকলও ভাসায়। সাধারণ সাধু, নদীর স্বাভাবিক স্রোত,—অবতার, বন্যা। তিনি ভাল মন্দ বিচার করেন না, উত্তম অধম বিচার করেন না, উৎকৃষ্ট নিকৃষ্টের বিচার করেন না, পাপী অপাপীর বিচার করেন না, সমস্তই ভাসান। ৬৬।

সূর্য্যের আলোকে জগৎ আলোকিত হয়।

সূর্য্য এক, বহু নাই। অগ্নি-সম্ভূত আলোক বহু আছে। সেই সকলের কোনটিই জগৎ আলোকিত করিতে পারে না। সূর্য্য যেন ভগবানের অবতার। প্রত্যেক ক্ষুদ্র আলোক যেন এক একটি সাধু। ৬৭।

শাস্ত্রে মৎস্য,কূর্ম্ম,বরাহ এবং নৃসিংহদেবের অতি বৃহৎ আকৃতির বিষয় বর্ণিত আছে। তাহা হইলে, ভগবানের সেই সকল মূর্ত্তি, সাধারণ ঐ সকল জন্তুগণের মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি নহে। সুতরাং, সে সকল মূর্ত্তি অদ্ভুত— আকারে এবং কার্য্যে। যদ্যপি ঐ সকল অসাধারণ এবং অদ্ভুত আকারে এবং কার্য্যে হইলেন, তখন তাঁহাদিগকে ভগবান্ ব্যতীত আর কি বলিব ? ৬৮।

চৈতন্য, Spirit বা Holy Ghostও স্থূল জড়াকার হইতে পারেন। সে সম্বন্ধে বাইবেলে স্পষ্ট প্রমাণ আছে, যথা ;— and he saw the Spirit of God descending like a dove, *** (St. Matthew, III. 16.)—he saw the heavens opened, and the Spirit like a dove descending upon him : (St. Mark, I. 10.) And the Holy Ghost descended in a bodily shape like a dove upon him, *** (St. Luke, III. 22.)—I saw the Spirit descending from heaven like a dove, *** (St, John, I. 32.) ৬৯।

দেহ আমরা নই, অথচ, দেহ-সম্বলিত মনুষ্য নামে পরিগণিত। হিল্লোল-কল্লোল-

চঞ্চলতা-বিশিষ্টা দ্রবময়ী জড়া নদী ব্যতীত তদভ্যন্তরে চেতনা নদী ও মেদিনীর অভ্যন্তরে চেতনা মেদিনীও আছেন। চেতনা তিনিই, রাবণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা হইয়া ব্রহ্মার নিকট নিজ মনোদুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। যেমন সাধারণ লোকেরা আপনাদের আপনারা দেখিতে পায় না, তদ্রূপ সাধারণ লোকে মহাসূক্ষ্মা চেতনা নদী এবং মেদিনীকেও দেখিতে পায় না। ৭০।

এক ব্যক্তি অন্ধকার গৃহে অবস্থান করিতেছেন, অপর এক ব্যক্তি তাঁহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থান করিলে, তিনি যেমন জানিতে পারেন না, তিনি যেমন সে ব্যক্তির শরীর দেখিতে পান

না, তদ্রূপ অজ্ঞান-অন্ধকারের মধ্যে যাঁহারা বাস করিতেছেন, নিত্য-শরীরী সগুণ ব্রহ্ম তাঁহাদের সম্মুখস্থ হইলেও, তাঁহাকে তাঁহারা দেখিতে পান না। ৭১।

সমুদ্রে নানা জলজন্তু বাস করে। তাহাদিগকে সকল সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহারা জলে ভাসে তাহাদিগকেই দেখা যায়। অনেকগুলি ধীবরের জালেও পড়ে। ভব-সমুদ্রের মধ্যে ভগবান্ নানা অপরূপরূপে বিরাজিত আছেন। শুদ্ধাত্মা ধীবর শুদ্ধ প্রেমরূপ সূতার জালে কোন কোন মূর্ত্তি ধরিয়া দেখিতে সমর্থ হন। ৭২।

সাধক-সহচর।

দ্বিতীয় ভাগ।

পরমেশ্বর এক। সেই একের নানা রূপ, গুণ, নাম ও শক্তি আছে। ১।

এক পরমেশ্বর—আকারে, রূপে ও নামে অসংখ্য। কিন্তু তাঁহার সকল আকার, সকল রূপ আর তিনি অভেদ। ফলের শাঁস, খোসা ও আঁটী আকারে, রূপে ও নামে এক নয়, অথচ, তিনে অভেদ। ২।

শাঁস, খোসা ও আঁটীর সমষ্টি ফল হইলেও, ঐ তিন আর ফল অভেদ হইলেও, ফলের শাঁস, খোসা ও আঁটী বলি। সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বর ও সর্ব্বশক্তি অভেদ হইলেও, সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের সর্ব্বশক্তি বলি। ৩।

ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। আমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ নই; কারণ, পর মুহূর্ত্তে আমার জীবনে কি ঘটিবে জানি না, আমার মৃত্যু কখন হইবে জানি না, আমি যাহা ইচ্ছা করি, করিতে পারি না; সুতরাং, আমি সর্ব্বশক্তিমান্ নই। সর্ব্বশক্তিমান্ নই যখন, তখন ভগবান্‌ও নই। ৪।

সর্ব্বশক্তিমান্ না হইলে স্বাধীন হওয়া

যায় না। ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান্। স্বাধীন তিনি। ৫।

কাঁচা ইট জলে রাখিলে গলে। উত্তম রূপে পোড়া ইট জলে রাখিলে গলে না; কাঁচা মন সংসারজলে গলে, তাহাতে মিশিয়া যাইতে পারে। কিন্তু পাকা মন যায় না। ৬।

দল—কারাগার, দল—পিঞ্জর। কারাগার হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইতে পারা যায় না, দল থেকেও পারা যায় না। পক্ষী পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিলে, বেরুতে পারে না। দলরূপ পিঞ্জর থেকেও সহজে বেরণ যায় না। ৭।

সৃষ্টি অসত্য নয়; কিন্তু উহা অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল। ৮।

বীজ—বৃক্ষ হইলে, তাহার নানা প্রকার

পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। তুমি তাহার কোন পরিবর্ত্তিত অবস্থাই অসত্য বলিতে পার না। বীজও সত্য এবং তাহার নানা পরিবর্ত্তিত অবস্থাও সত্য। রক্ত রেতঃ জড়দেহ হইলে, তাহাদের নানা পরিবর্ত্তন হয়। তাহাদের প্রত্যেক পরিবর্ত্তিত অবস্থাই সত্য। সৃষ্টির নানা পরিবর্ত্তন দেখ বলিয়া, সৃষ্টিকে অসত্য বলিতে পার না। এক পদার্থের নানা প্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায় যখন, তখন পঞ্চভূতই নানা প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া, নানা প্রকার পদার্থ হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার কি প্রকারে করিব ? ৯।

অন্ধকার পদার্থ নিচয়কে আবৃত করিয়া থাকে ; কিন্তু পদার্থ নিচয়কে দেখাইতে পারে

না। আলোক পদার্থদিগকে দেখায়। তমোগুণ যেন অন্ধকার। সত্ত্বগুণ আলোক। ১০।

এক শক্তি অখণ্ড থাকিয়াও বহু হইতে পারেন। দীপালোক যেন শক্তি। সেই এক দীপ হইতে বহু দীপ জ্বালিলেও সে দীপ পূর্ণ থাকে। ১১।

কাল অর্থে সময়। সেই সময়-অর্থক কালের মধ্যে থাকিয়া, সেই কালময়ী হইয়া যে শক্তি সমস্ত কার্য্য করিতেছেন, তিনিই কালী। সেই কালীশক্তি সৃজন, পালন ও নাশ তিনই করেন। সেই শক্তির সকল ক্ষমতাই আছে। তাঁহার অপার মহিমা। ১২।

কাষ্ঠে রুই ধরিতে ধরিতে রুই ভেঙ্গে দিয়ে তাতে আল্‌কাৎরা লাগাইলে কাষ্ঠ নষ্ট

হয় না। রুই ধরিতে ধরিতে প্রতিকার না করিলে, ক্রমে কাষ্ঠ মাটি হয়। কুসঙ্গীরা রুই-পোকা। উহারা কাষ্ঠরূপ মানুষকে মাটি করে। মাটি করিবার পূর্ব্বে ঐ প্রকার রুইএর বাসা ভেঙ্গে দিয়ে ভক্তিরূপ আল্কাৎরা মাখা'লে আর নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ১৩।

পরিষ্কার ঘরে ছুঁচো, ইন্দুর, সাপ বাস ক'র্ত্তে পারে না। এঁদো ঘরে ঐ সকলের বাস। পরিষ্কার মনে কুবৃত্তিগণ থাকৃতে পারে না। ১৪।

হরিতকী, আমলকীর কষ বাহির করিয়া, ঐ সকলকে চিনির রসে পাক করিলে উহাও সুমিষ্ট মোরব্বা হয়। কোন মহাপুরুষ-খোদক

পাপীর পাপরূপ কষ নির্গত ক'রে, তা'কে ভক্তিরূপ চিনির রসে পাক করিলে, সেও মিঠে হয়। ১৫।

স্বর্ণকারের হস্তগত সখাদ স্বর্ণ, স্বর্ণকার ইচ্ছা করিলেই নিষ্খাদ করিতে পারে। প্রত্যেক মহাপুরুষই নিজ শরণাপন্ন পাপীকে যখন নিষ্পাপ করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই করিতে পারেন। ১৬।

সংসার-বাগানে মনোরূপ তরুর আসক্তিরূপ মূল যত কাল সংলগ্ন থাকে, তত কাল তা'র ভোগরূপ রস শুকায় না। ১৭।

অপক্ব বিল্ব কঠিন ও বিস্বাদু। তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিলে, কোমল ও সুস্বাদু হয়।

অপরিপক্ব মন যতই জ্ঞানানলে দগ্ধ হয়, ততই নরম হয়। ১৮।

বিষ্ঠা মৃত্তিকা হইলে, তাহাতে আর দুর্গন্ধ থাকে না। মন্দলোক ভাল হইলে, তাহাতেও কোন দোষ দেখা যায় না। ১৯।

গোলকধাঁধার মধ্যস্থলে একটি মন্দির থাকে। যে পথ চেনে না, সে মন্দিরের মধ্যে যাইতে পারে না; যে চেনে, সে অতি সহজেই যেতে পারে। সংসারও গোলকধাঁধা। তন্মধ্যে হরি-মন্দিরে হরি আছেন। যে পথ চেনে, সে সংসারেও হরিকে পায়। যে চেনে না, সে পায় না। ২০।

তোমার ক্ষুধা হইলে,অপরে বরঞ্চ তোমার ক্ষুধা নিবৃত্তির সামগ্রী দিতে পারে; কিন্তু

ক্ষুধা কোরে দিতে পারে না। ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা তোমারই হইবে। অপরে তাহা করিয়া দিতে পারে না। ২১।

আমরা মৌখিকে ভগবান্‌কে পাইবার প্রার্থনা ভগবানের নিকট করি। আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা সাংসারিক নানা সামগ্রী; সুতরাং, সেই সকলই প্রাপ্ত হই। ভগবান্‌কে পাইবার আন্তরিক প্রার্থনা করিলে, অবশ্যই তাঁহাকে পাওয়া যায়। -২।

ভগবৎ-তত্ত্ব-গীতের যে রাগিণী, অতি অশ্লীল সঙ্গীতেরও সেই রাগিণী হইতে পারে। ঐ প্রকার ভগবান্, উত্তম অধম উভয়েতেই আছেন। ২৩।

বারম্বার চকমকীর পাথর ঠুকিলেও তাহার

ভিতরকার সমস্ত অগ্নি বহির্গত হয় না। যত অগ্নি বহির্গত হইয়া কার্য্য করে, কেবলমাত্র তত অগ্নিই সগুণ ও সক্রিয়। অবশিষ্ট যত অগ্নি চক্‌মকীর পাথরের মধ্যে থাকে, তত অগ্নি নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয়। ঐ প্রকারে এক সময়ে একই চৈতন্য সগুণ ও নির্গুণ—সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়। ২৪।

কেবল চক্‌মকীর পাথর দেখিলেই, তা'র ভিতরের আগুন দেখা হয় না। কেবল বিশ্ব দেখিলেই,বিশ্বময় ভগবান্‌কে দেখা হয় না।২৫।

চক্‌মকীর পাথর যেন জড়। তা'র ভিতরের আগুন চৈতন্য। ২৬।

অগ্নির উত্তাপে জল উষ্ণ করিলে, জল অগ্নি হয় না; কিন্তু অগ্নির উষ্ণতাশক্তি

কিয়ৎক্ষণের জন্য তাহাতে প্রকাশিত থাকে। জীবই ব্রহ্ম নহে, কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি জীবে ঐ প্রকারে প্রকাশিত থাকিতে পারে। ২৭।

প্রত্যেক সাধু মহাপুরুষ এক একটি প্রদীপ। তাঁহারা জগৎ আলোকিত করিতে পারেন না। অল্প স্থানের অল্প লোকদেরই আলোক দিতে পারেন। ভগবানের পূর্ণ অবতার, গগনের পূর্ণচন্দ্র। তিনি জগতের সমস্ত লোককেই আলোক দিতে সক্ষম। ২৮।

ছোট জিনিস হ'লেই তা'র অল্প মূল্য হয় না। এমন ছোট ছোট হীরক আছে, যা'র মূল্য অনেক টাকা। এমন ছোট মুক্তা আছে, যার মূল্য অনেক। ছোট গিনির দাম দশ টাকা; সময়ে সময়ে ততোধিকও হয়।

ক্ষুদ্র পাঞ্চভৌতিক দেহবিশিষ্ট সকল মানুষেরই মূল্য অল্প নয়। দেহবিশিষ্ট ভগবান্ অমূল্য। ২৯।

সগুণ সাকার ভগবান্ রূপে, গুণে অনুপম ;ভুবনমোহন ও মনোহর। ৩০।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষ ও ভূগোলের মতে পৃথিবী ঘুরিতেছে ; কিন্তু আমরা দেখিতেছি, পৃথিবী স্থির হইয়া আছে। আমরা পৃথিবীকে স্থির দেখিতেছি বলিয়া, কি বলিতে হইবে যে, পৃথিবী ঘুরিতেছে না ? অভক্তেরা দেবদেবার প্রতিমূর্ত্তি সকলকে অচেতন দেখে ; কিন্তু তাঁহাদের প্রকৃত শুদ্ধ ভক্তগণ তাঁহাদিগকে চেতনই দেখেন। ৩১।

ঝুনো নারিকেলের শস্যে ও শুষ্ক সর্ষপের

মধ্যে তৈল আছে; ঘানিতে পিষিয়া দেখ। অব্যক্তভাবে নানা দেবদেবীর জড় প্রতিমূর্ত্তির ভিতরে নানা দেবদেবী আছেন; ভক্তিতে দেখ। ৩২।

এমন কথা বলিতে নাই, এমন কার্য্য করিতে নাই, যাহার দ্বারা আমার উপকার, অপরের অপকার হয়। এমন কথা বলা ভাল, এমন কার্য্য করা ভাল, যাহাতে আমার এবং অপরের উপকার হয়। ৩৩।

আমি অন্যের দোষ গ্রহণ করিলে, নিজেও সুখ-শান্তিতে থাকিতে পারি না। যাহার দোষ গ্রহণ করি, তাহারও অসুখ অশান্তির কারণ হই। যে কার্য্যে নিজের ও অন্যের অসুখ এবং অশান্তি হয়, তাহা করা ভাল নয়।

আমি অন্যকে ঘৃণা ক'রেও সুখশান্তি পাই না, আমি অন্যের প্রতি রাগ হিংসা ক'রেও সুখ-শান্তি পাই না। যাঁহার প্রতি রাগ হিংসা ও ঘৃণা করি, তিনিও সুখী হন না, তিনিও শান্তি পান না; অতএব, আমার অন্যের প্রতি রাগ, হিংসা, ঘৃণা পরিহার করা উচিত। ৫৪।

গীতের সুরবোধ যাহার নাই, তাহার মুখে গীত ভাল শুনি না। সঙ্গীতের ওস্তাদ গীত গাহিলে, তাহা মধুর শুনি। অভক্তের মুখে শাস্ত্র ভাল শুনি না; ভক্তের মুখে তা' বড় মধুর শুনি। ৫৫।

দুগ্ধের সঙ্গে কাহারও অজ্ঞাতসারে বিষ মিশাইয়া দিলেও যেমন তাহার মৃত্যু হয়,

তদ্রূপ কেহ অজান্তে হরিনাম করিলেও তাহার মুক্তি হয়। ৩৬।

ভব-সমুদ্র পার হইবার, জ্ঞানই একমাত্র সেতু। ৩৭।

বিদ্বান্ মূর্খকে বিদ্বান্ করিতে পারে; কিন্তু মূর্খ বিদ্বানকে মূর্খ করিতে পারে না। জ্ঞানী, অজ্ঞানীকে জ্ঞানী করিতে পারেন; কিন্তু অজ্ঞানী জ্ঞানীকে অজ্ঞানী করিতে পারে না। ভক্ত অভক্তকে ভক্ত করিতে পারেন; কিন্তু অভক্ত ভক্তকে অভক্ত করিতে পারে না। ৩৮।

মূর্খের কাছে বিদ্বান্ থাকিলে মূর্খ হন না। প্রকৃত সাধু অসাধুর নিকট থাকিলে, অসাধু হন না। ৩৯।

ভক্তি-মার্গে সিদ্ধ হইলেও অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা হইবে; জ্ঞান-মার্গে সিদ্ধ হইলেও অপরিবর্ত্তনীয় অবস্থা হইবে। প্রকৃত সিদ্ধ-পুরুষের সাধু সংসর্গে সাধুর মত স্বভাব ও অসাধু, লম্পট প্রভৃতির সংসর্গে অসাধু, লম্পট প্রভৃতির মত স্বভাব হইতে পারে না। যদ্যপি কাহাকে ঐ প্রকার হইতে দেখ, তাহাকে ভণ্ড জানিবে। ৮০।

আমি ইচ্ছা করিলেই চক্ষু মুদিত করিতে পারি; কিন্তু সেই মুদিতকরণই নিদ্রা নহে; অথচ, নিদ্রিতাবস্থায় চক্ষু মুদিত থাকে। ঐ প্রকারে প্রকৃত ভাবে ও অনুকরণ করা ভাবে প্রভেদ আছে। ৪১।

• যাঁ'র বিশ্বাস আছে, মা আহারের আয়োজন

করিতেছেন, ডেকে খাওয়াবেন, তিনি আহারের আয়োজনের জন্য ব্যস্ত হোয়ে বেড়ান না। জগদম্বা আদ্যাশক্তিতে যাঁ'র বিশ্বাস ও নির্ভর আছে, তিনি ভক্তি, প্রেম প্রাপ্তির চেষ্টা করেন না। চেষ্টা করিলেও আদ্যাশক্তির ইচ্ছা ব্যতীত লাভ হয় না। ৪২।

আমি শরীর নই, শরীরী; আমি আকার নই, সাকার। আমি যতক্ষণ শরীরী, ততক্ষণ সগুণ ও সাকার। আমি অশরীরী হইলে নির্গুণ, নিরাকার। ৪৩।

তুমি নিদ্রিত হইলে, তোমার বাহ্যজ্ঞান থাকে না; সে সময় তোমার শরীর দগ্ধ করিলে, বা অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিলে, তুমি জাগ্রত হোয়ে কষ্টভোগ কর। কিন্তু মৃত্যুতে

দেহ দাহ করিলে, অস্ত্র দ্বারা উহাতে আঘাত করিলে, কোন কষ্টই বোধ হয় না। ইহাতে জানা যায়, দেহ আর দেহী স্বতন্ত্র। আমরা দেহী, আমাদের দেহ। দেহ দেখি, দেহী দেখি না। ৪৪।

আমিই যত্তপি ব্রহ্ম হইতাম, তাহা হইলে, নিদ্রিতাবস্থায় আমি অহংজ্ঞান (আমি বোধ) শূন্য হইতাম না। আমাকে ঐ অবস্থাপন্ন করিবার কারণ ব্রহ্ম যত্তপি না থাকিতেন, তাহা হইলে, আমার ঐ প্রকার অসহায় অবস্থাও হইত না। আমার ঐ অবস্থায় বেশ বোঝা যায়, আমি স্বাধীন নই; আমি প্রভু নই, কিন্তু দাস। ৪৫।

নিদ্রিতাবস্থায় আমি থেকেও, আমি আছি

বোধ করিনা যখন, তখন ব্রহ্ম নাই, কি প্রকারে বলিব ? ৪৬।

একজন অন্ধকার ঘরে রয়েছে। অপর কেহ আলোক ব্যতীত তথা প্রবেশ করিলে, তন্মধ্যে অপর লোক আছে জানিতে পারে না। ঘরের লোক সাড়া দিলে সে জানিতে পারে যে, সে ছাড়া আর একজন ঘরে আছে। অথচ, আলোক ব্যতীত তাঁ'কে দেখিতে পায় না। এই বৃহৎ বিশ্বগৃহ অজ্ঞান অন্ধকারে আবৃত। সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অতি গূঢ় রূপে ভগবান্ রয়েছেন। তিনি যা'কে সাড়া দেন সেই তাঁ'র অস্তিত্ব বোধ করে। কিন্তু অজ্ঞান-অন্ধকার দূর না হোলে তাঁকে দেখিবার উপায় নাই। ৪৭।

প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যেই অব্যক্ত ভাবে অকার আছে। মূর্খ কেবল ব্যঞ্জন বর্ণগুলিই দেখে, সে গুলির মধ্যে অকার আছে, জানিতে পারে না। অজ্ঞান যা'রা, প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে অব্যক্ত ভাবে ভগবান্ থাকিলেও, দেখিতে ও বোধ করিতে পারে না। ৪৮।

মন যাঁ'র বশ, মন যাঁ'র দাস, ষড়্‌রিপু যাঁ'র বশ, ষড়্‌রিপু যাঁ'র দাস, তিনিই শিব, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃত বীরাচারী বীর। ৪৯।

প্রকৃত পুরুষ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই করিতে পারেন। প্রকৃত পুরুষ শিব, জীব নহেন। জীব যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পারে না। ৫০।

আমি ভক্ত বলিলে, আমার অহঙ্কার করা হয়। কৈ, আমি ত ভক্তি করিতে জানি না? আমি ভগবানকে প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি কিছুই দিতে পারি নাই। সে সকলের বিনিময়ে তিনি আমাকে দয়া করেন না। প্রকৃত প্রেম (ভালবাসা) ও দয়া কিছুরই বিনিময়ে পাওয়া যায় না। উহাদের তিনি নিষ্কাম ভাবে দেন। জীবের প্রতি তাঁ'র দয়া করা স্বভাব বোলে, দয়া করেন। জীবের প্রতি তাঁ'র ভালবাসা স্বভাব বোলে, ভাল বাসেন। ৫১।

কোন জীব জন্তুই একবারে নিঃসঙ্গ থাকিতে পারে না। যিনি পারেন, তিনি জীব জন্তু নন। ৫২।

রূপে মুগ্ধ হওয়া অপেক্ষা গুণে মুগ্ধ হওয়া ভাল। গুণে মুগ্ধ হওয়া অপেক্ষা রূপ গুণ উভয়ে মুগ্ধ না হওয়া ভাল। রূপে মোহিত হইলে, সে মোহ অধিক কাল স্থায়ী হয় না। কিন্তু গুণে হইলে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। সকলের চেয়ে ভগবানের রূপ গুণে মোহিতহওয়াই ভাল। সে মোহ শুভ-জনক। ৫৩।

সমস্ত মনোভাবই মায়িক। বিবেক, বৈরাগ্য, আনন্দ, নিরানন্দ, জ্ঞান, অজ্ঞান, সুখ, দুঃখ, সুবুদ্ধি, কুবুদ্ধি প্রভৃতি সমস্তই সেই ভাব সমষ্টির অন্তর্গত। সুতরাং, তাহারাও মায়িক; নির্ম্মায়িক কোন মনোভাবই নয়। নির্ম্মায়িক অবস্থা কোন মনোবৃত্তির মধ্যে নয়। তাহা মন

ও তাহার সমস্ত কার্য্যের অতীতাবস্থা; সুতরাং, তাহা অনির্ব্বচনীয়। ৫৪।

যাহার মন আছে, তাহারই নানা প্রকার ভাব আছে। নাস্তিকের নাস্তিকতা ভাব। আস্তিকের আস্তিকতা ভাব। জ্ঞানীর জ্ঞান ভাব। বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান ভাব। ভক্তের ভক্তি ভাব। প্রেমিকের প্রেমভাব। ৫৫।

পার্থিব কোন বস্তুতে আসক্তিই বন্ধন। সাংসারিক কোন বিষয়ে টানই বন্ধন। ৫৬।

সকল প্রকার সম্বন্ধই বন্ধন। ৫৭।

দয়া নির্দ্দয়া উভয়েই বন্ধন, দয়া-নির্দ্দয়া-শূন্যতাই মুক্তি। ৫৮।

স্বার্থত্যাগই মুক্তি। ৫৯।

সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার থাকিতে পারে না।

জ্ঞান সূর্য্যোদয়েও অজ্ঞান-অন্ধকার থাকিতে পারে না। ৬০।

অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে পারে না মূর্খ মূর্খকে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে পারে না। সঙ্গীত ও বাদ্যে ওস্তাদ নিজে না হইলে ঐ দু'য়ে অপরকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। অজ্ঞান অজ্ঞানকে জ্ঞানবান্ করিতে পারে না। ৬১।

খোসা সুদ্ধ কাঁচকলা সিদ্ধ কোরে খোষা ছাড়াইলে, খোষায় শাঁস লেগে থাকে না, শীঘ্র ছাড়ান যায়। মায়া খোষাযুক্ত মন ভক্তিজলে সিদ্ধ হোলে মায়াকে শীঘ্র মন থেকে নির্লিপ্ত করা যায়। ৬২।

কেবল কথায় মন্ত্র দিলে, মনের ত্রাণ হয় না। সেই কথার সঙ্গে শক্তি সঞ্চার করার

আবশ্যক। সাধারণ মন্ত্রব্যবসায়ী গুরুদেবের, মন্ত্রের সঙ্গে সংসার হইতে উদ্ধার হইবার শক্তিসঞ্চার করিবার ক্ষমতা নাই। সুতরাং, তাঁহাদের শিষ্যদের পশুত্বও ঘোচে না। ৬৩।

জগতে আমরা যে সমস্ত সামগ্রী সম্ভোগ করি, সে সকলের কোনটিই আমাদের নহে। আমাদের হইলে দেহত্যাগ সময়ে তাহাদের প্রত্যেকটিকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে পারিতাম। জগতের সকল সামগ্রীই ভগবানের। ঐ সকল সামগ্রী সম্ভোগের বিনিময়ে আমরা তাঁহাকে কিছুই দিই না, এবং আমাদের দেবারও কিছু নাই। সুতরাং, সে সমস্ত তাঁ'র স্নেহেতেই সম্ভোগ করি। ৬৪।

ভাড়াটে-বাড়ীর মত জগৎ ও দেহ। এক

ভাড়াটে, বাড়ীতে, ভাড়াটে চিরকাল থাকে না। এক জগতে দেহেও মানুষ চিরকাল থাকে না। ভাড়াটে, ভাড়াটে বাড়ীর ভাড়া দেয়। আমরা জগতের ও দেহের ভাড়া ভগবানকে কিছুই দিই না, এবং আমাদের দিবারও কিছু নাই। আমরা বিনা বিনিময়ে বিনামূল্যে তাঁহার দয়ায় ঐ দু'য়ে বাস করি। ৬৫।

মনুষ্যের শরীর যদি নির্ব্ব্যাধি, নীরোগ ও নিত্য হইত, যত্তপি তাহার জন্ম-মৃত্যু-জনিত নানা কষ্ট না হইত, যত্তপি সে চিরসুখী হইত, যত্তপি তাহার ধন ও পুত্র কলত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গ চিরদিনের হইত, তাহা হইলে, সমস্ত মনুষ্যই নাস্তিক হইত, কেহই ঈশ্বরের

উপাসনা, ভজনা ও নাম করিত না। ঐ সমস্ত অনিত্য, দুঃখময় ও দুঃখপ্রদ বলিয়া, মানুষ নিত্যসুখ অন্বেষণ করে। সেই নিত্য সুখ ভগবদ্দর্শনে ও সম্ভোগে। ৬৬।

ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনাও কামনা। ৬৭।

গোলোকে নিত্যকাল নিত্য-সুখ-শান্তি আনন্দ সম্ভোগের প্রার্থনা অপেক্ষা সংসারীদের বড় কামনা নয়। নিত্য-সুখ শান্তি-আনন্দ সম্ভোগের প্রার্থনা অপেক্ষা আরো অধিক বড় কামনা ব্রহ্মে লয় হইবার ইচ্ছা। ঐ কামনার উপর আর কামনা নাই। ৬৮।

নিষ্কাম ভক্ত অতি অল্পই আছেন। নিষ্কাম ভক্তের ভগবান্ সম্পূর্ণ নির্ভর। ভগবানের

প্রতি যাঁ'র সম্পূর্ণ নির্ভর ভগবান্ তাঁহাকে যে অবস্থায় রাখেন, তিনি তাহাতেই তুষ্ট থাকেন। ৬৯।

নিষ্কাম ভক্তেরা একেবারে স্বার্থবিহীন। ৭০।

যিনি ঈশ্বরের কৃপায় ঈশ্বরকে নিজ জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার ঈশ্বরকে অদেয় কিছুই নাই। ৭১।

শুদ্ধভক্তি থেকে শুদ্ধাচারের জন্ম হয়। কিন্তু শুদ্ধাচার থেকে শুদ্ধভক্তির জন্ম নয়। অনেকে অভ্যাসে শুদ্ধাচার করে, কিন্তু ভক্তি নাই। শুদ্ধাচার অভ্যাসে হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধভক্তি অভ্যাসে হইতে পারে না। ৭২।

চন্দ্র সূর্য্য প্রকাশ হইবার সময়েই প্রকাশ হন্। আমাদের ইচ্ছায় তাঁহারা প্রকাশিত হন

না। তাঁ'রা প্রকাশ হোলে তাঁ'দের আমরাও দেখিতে পাই। ভগবানচন্দ্র প্রকাশিত হইবার সময়ে নিজেই প্রকাশিত হন। আমাদের ইচ্ছায় তিনি প্রকাশিত হন না। তিনি প্রকাশিত হোলে,আমাদের মধ্যে যাঁ'দের দিব্যচক্ষু আছে, তাঁ'রা তাঁ'কে দেখিতেও পান। ৭৩।

যাঁহারা দর্শনক্ষম, তাঁহারা আকাশে চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইলে, দেখিতে পান বটে, কিন্তু তাঁহাদের ধরিতে পারেন না। কতকগুলি মহাত্মা ভগবানচন্দ্রকে দর্শন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারেন না। কতকগুলি, আবার ভগবৎ-কৃপায় ভগবান্‌কে দর্শন ও স্পর্শন উভয়ই করিতে সমর্থ। ৭৪।

দৃষ্টিহীন ব্যক্তি অন্ধকার না থাকিলেও কোন পদার্থ দেখিতে পায় না। দৃষ্টিহীন ব্যক্তি কুজ্ঝটিকা না থাকিলেও কিছু দেখিতে পায় না। জ্ঞান-চক্ষু-বিহীনের সম্মুখে ভগবান থাকিলেও দেখিতে পায় না। ৭৫।

দৃষ্টি থাকিতে নিবিড় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। দৃষ্টি থাকিতে ঘন কুজ্ঝটিকার মধ্যস্থিত পদার্থ নিচয় ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা দেখি। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত থাকিলেও মহামায়ারূপ তিমিরাবৃত ভগবান্‌কে দেখা যায় না। জ্ঞান-চক্ষুর দর্শনশক্তি থাকিতেও মহামায়ারূপ কুজ্ঝটিকাবৃত ভগবান্‌কে স্পষ্ট দেখা দুষ্কর হয়। ৭৬।

কোন প্রকার কর্ম্মই নিষ্কাম হইতে পারে না। সকল প্রকার কর্ম্মই সকাম ৭৭

অহঙ্কার না থাকিলে, রাগও থাকে না। রাগের জনক, অহঙ্কার। ৭৮।

কোন রোগী এক সঙ্গে ডাক্তারী, কবিরাজী, হাকিমী এবং অবধৌতিক মতে চিকিৎসিত হইলে, কোন উপকার হয় না। নানা ধর্ম্মমত এক সঙ্গে আচরিত হইলেও, কোন উপকার হয় না। ৭৯।

সাধনা, কামনা-মূলক। ৮০।

শুদ্ধভক্তি প্রেমে ভগবানের বিষয় শুনে, বোলে ও পোড়ে যত সুখ, এত আর কামনাময়ী সাধনায়ঐ সকল কোরে সুখ হয় না। ৮১।

আপিসে লিখিবার সময় অন্য কোন বিষয়ে মন থাকিলে, লেখার সুশৃঙ্খলা থাকে না, ভুল হয়। যখন যে কার্য্য করিবে, তখন তাহাতেই মনোযোগ চাই, সুধু মালা জপিলে কি হইবে, সুধু ধ্যান করিলে কি হইবে, যদ্যপি ভগবানে মনোযোগ না থাকে? ৮২।

সাধন-অবস্থায় ভগবদ্দর্শন হয় না, সিদ্ধাবস্থায় হয়। যখনই দর্শন হয়, তখনই সিদ্ধ অবস্থা প্রাপ্তি হয়। ৮৩।

অর্থ দিয়ে কেহ কাহারো মন আকর্ষণ ও আয়ত্ত করিতে পারে না; নানা প্রকার উত্তম সামগ্রী খাওয়াইয়াও পারে না; পারে, কেবল প্রেমে ও ঈশ্বর-প্রদত্ত অসাধারণ আকর্ষণী-শক্তিতে। ৮৪।

প্রাণের টান না থাকিলে, কাহারও বিরহে কেহ কাঁদে না। ভগবানের প্রতি যাঁহার টান আছে, তিনিই তাঁহার বিরহে কাঁদেন। ৮৫।

অনুরোধ উপরোধে প্রেমের সঞ্চার হয় না। প্রেম করা কর্ত্তব্য বোধেও প্রেমের সঞ্চার হয় না। প্রেম কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। মনঃপ্রাণের টানে প্রেম স্বভাবতঃ হয়। ৮৬।

প্রেম ব্যতীত একজন অপরের জন্য বিরহ বোধ করিতে পারে না। প্রেম ব্যতীত অপরের সহিত সম্মিলনে এক জনের আনন্দ বোধ হয় না। প্রেমই বিরহের ও সম্মিলনের এবং আনন্দের কারণ। ৮৭।

নিষ্খাদ স্বর্ণ যেন প্রেম। খাদ কাম। নির্ম্মল জল যেন প্রেম। মলা কাম। অবিমিশ্র

ঘৃত যেন প্রেম। তাহাতে মিশ্রিত পোস্তর তেল, মোএর তেল, নারিকেল তেল, চিনে বাদামের তেল ও চর্ব্বি যেন কাম। ৮৮।

প্রকৃত দয়া ও প্রেম চির-নিষ্কাম। ৮৯।

প্রকৃত প্রেমিক প্রেমের বিনিময়ে প্রেম চান না। প্রেমের বিনিময় নাই। ৯০।

কাপড়ে বেঁধে অগ্নি ও জল রাখা যায় না। দেহরূপ বস্ত্রে প্রেমভক্তিরূপ জল ও জ্ঞানরূপ অগ্নি বেঁধে রাখা যায় না। ৯১।

স্নেহ, মমতা, ভালবাসা অতি কোমল সামগ্রী। উহারা বুদ্ধির কৌটিল্যের ভিতরের জিনিস নয়। বুদ্ধি তাঁতির মাকু। তদ্দ্বারা কৌশলরূপ বস্ত্র প্রস্তুত হোতে পারে। ৯২।

স্নেহ, মমতা, ভালবাসা স্বাভাবিক।

উহাদের কোনটিই অস্বাভাবিক নয়। ৯৩।

যদ্যপি বলা হয়, ভগবান্ ভক্তের ভক্তি ও প্রেমের অধীন বা বশীভূত, তাহা হইলে স্পষ্টই প্রকাশ করা হয় প্রেম-ভক্তি এবং প্রেমিক ও ভক্ত অপেক্ষা ভগবান্ ছোট ও সামান্য। তাহা হইলে স্পষ্টই প্রকাশ করা হয়, ভগবান্ ভক্তি-প্রেমের ও ভক্ত-প্রেমিকের অধীন, বশীভূত, দাস ও বদ্ধ। তাঁহা অপেক্ষা প্রেম ভক্তি ও ভক্ত প্রেমিককে শ্রেষ্ঠ বলা হয়। জীবের প্রেমভক্তি সহজে ভগবানের প্রতি হয় না। জীব সহজে ভগবানের প্রতি প্রেম ভক্তি করিতে পারে না। জীবের এমন প্রেম ভক্তি নাই, যাহা দ্বারা ভগবান্ তাহার অধীন, বশীভূত, দাস ও বদ্ধ হইতে পারেন।

তিনি তাহার প্রতি দয়া ও প্রেমে স্বেচ্ছায় তাহাকে দর্শন দেন, তাহার অধীন ও বশীভূত হন, তিনি স্বেচ্ছায় কখন কখন ভক্তের প্রভু, কখন পুত্র, কখন কন্যা, কখন পিতা, কখন মাতা, কখন বন্ধু (সখা), ভৃত্য, গুরু, কখন আচার্য্য, কখন পত্নী ও কখন পতি হন। ৯৪।

শ্রীমতীর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ মধুর-ভাবাত্মক প্রেম ছিল। সে প্রেম যে লৌকিক কাম-গন্ধহীন ছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। শ্রীমতীর অল্পমাত্র প্রেমভাব পেয়ে কত লোকের সংসারে বিরাগ ও শ্রীকৃষ্ণে অনুরাগ হ'য়েছে। যাঁ'র কেবলমাত্র অল্পভাব পেয়ে সংসারে একেবারে বিরাগ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্যে প্রাণ কাঁদে, কৃষ্ণ ভাল লাগে,

না জানি, তাঁ'র প্রেম কেমন ছিল! না জানি, তাঁর প্রেম কত মধুর ছিল! না জানি, তাঁ'র প্রেম কত অলৌকিক ছিল! না জানি, সে প্রেম কি পবিত্র ছিল! ৯৫।

বিচারপতির পত্নী জানেন, তাঁ'র পতি বিচারপতি; কিন্তু জানিলেও, বিচারপতির প্রতি তাঁহার পতি-ভাব ভিন্ন বিচারপতি ভাব হয় না। ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর জানিলেও তাঁ'র প্রতি তাঁহাদের পতি-ভাব ব্যতীত ঈশ্বর-ভাব হইত না। ৯৬।

তোমার বাবা তোমার মাতার পতি, জান; কিন্তু তোমার বাবার প্রতি পতিভাব হয় না। ভগবানের প্রতি যাঁর যে প্রকৃত ভাব, তাহাই স্ফুরিত হইয়া থাকে। ৯৭।

ভগবানে যাঁহাদের বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর ভাব, তাঁহারা ভগবানের ভক্ত নন, কিন্তু তাঁহারা ভগবৎ-প্রেমিক ; ভগবানদাসেরা ভক্ত। ৯৮।

সন্তানের প্রতি স্নেহ কখনও যায় না, ভগবানের প্রতি যাঁহার প্রকৃত সন্তানভাব হইয়াছে, তাহাও কখনও যায় না। ৯৯।

মানুষ শৈশবে অন্নপ্রাশনের সময় যে নাম পাইয়াছে তাহা বাল্যাবস্থায়, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায় এবং বার্দ্ধক্যেও পরিবর্ত্তিত হয় না। দরিদ্রতা ও ধনসম্পন্নতায় তাহার কোন পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। সে শৈশব হইতে নানা অবস্থায় পতিত হয় ; কিন্তু তাহার এক নামই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত থাকে। গৃহাশ্রম

পরিত্যাগে নাম পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই, সন্ন্যাসে গৃহীর স্বভাব পরিত্যাগেরই প্রয়োজন হয়। গৃহীর বেশ পরিত্যাগে কোন ফল নাই, যদি স্বভাবে সন্ন্যাসী না হয়। ১০০।

প্রকৃত সন্ন্যাসীর গদীর প্রয়োজন নাই, মঠের প্রয়োজন নাই, মর্য্যাদা ও প্রশংসার প্রয়োজন নাই, কোন প্রকার বৃত্তির প্রয়োজন নাই। ১০১।

অনেক পার্ব্বতীয় জাতি পর্ব্বত-গহ্বরে বাস করে। তাহাদের অনেক পর্ণকুটিরে বাস করে। অতএব, পর্ব্বত-গহ্বরে ও পর্ণকুটিরে বাসে সাধু হওয়া যায় না। ১০২।

সকল জন্তুই উলঙ্গ থাকে। কত উন্মাদ শিশু ও বালক বালিকাগণ ও উলঙ্গ

থাকে। উলঙ্গ থাকিলেও পরমহংস হওয়া যায় না। ১০৩।

সন্ন্যাসীর বেশের অনুকরণ করা যায়। স্বভাবের অনুকরণ করা যায় না। ১০৪।

বঁড়্শীতে টোপ্ না গাঁথিয়া কেবল মাছ ধরা সূতায় টোপ্ গাঁথিয়া যে পুকুরে অনেক বড় বড় মাছ আছে, ফেলিলে মৎস্য টোপ্ খেয়ে পলায়, অথচ, একটিও ধরা যায় না। জীবের মন রূপ ছিপে, বিশ্বাস রূপ সূত্রে, বৈরাগ্যরূপ বঁড়্শীতে যদ্যপি ভক্তিরূপ টোপ গাঁথা থাকে, তবে ভবসমুদ্র থেকে ঈশ্বররূপ মীন ধরা যায়। ১০৫।

বর্ষাকালে জোঁক যেমন উদ্যানের নানা স্থানে নানা পদার্থে লিক্ লিকিয়ে বেড়ায়,

কাহারো অঙ্গে বসিতে পারিলে, আর নড়ে না, সুখে রক্ত পান করে। জীবের মনরূপ জোঁক যতক্ষণ না হরিচরণে প্রেমরূপ রক্ত পান করিতে পারে, ততক্ষণ নানা বিষয়ে লিক্ লিকিয়ে বেঁড়ায়। ১০৬।

কে না নীর্ব্ব্যাধি, নীরোগ হ'তে ইচ্ছা করে? কে না নির্ব্বিঘ্নে, নিরাপদে, নির্ভয়ে, অসঙ্কোচে, সর্ব্বদা আমোদ-আহ্লাদে, নিত্য-সুখ স্বচ্ছন্দে, চির-শান্তি ও নিত্যানন্দে থাকিতে ইচ্ছা করে? কে না অমর হ'তে ইচ্ছা করে? নিজ সন্তান সন্ততি অমর হয়, কাহার না ইচ্ছা? তাহারা নীরোগ-নির্ব্ব্যাধি হয়, তাহারা নিত্য-সুখস্বচ্ছন্দে, চির-শান্তি ও নিত্যানন্দে থাকে, সর্ব্বদা আমোদ-আহ্লাদে

থাকে, ইহা কাহার না অভিপ্রেত? যাহা ইচ্ছা, তাহা করিতে কাহার না অভিলাষ? কিন্তু যথেচ্ছাচার ও স্বেচ্ছাচার আমাদের চলে না। যাহা ইচ্ছা, তাহা জীব করিতে পারে না। তাই বলি, জীব যথেচ্ছাচারী, স্বেচ্ছাচারী, কর্ত্তা, স্বাধীন, সর্ব্বজ্ঞ, সক্ষম ও সর্ব্বশক্তিমান নহে। জীব ঐ সকল নয় বলিয়া, স্বভাব (Nature) ঐ সকল নয় বলিয়া, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ, ব্রহ্মই কেবল ঐ সকল। ১০৭।

যাহারা ব্যায়াম এবং কুস্তী অভ্যাস করে, তাহাদের পক্ষে অধিকবার নারী-সম্ভোগ নিষিদ্ধ; যাহারা লেখাপড়া করে, তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ; বিশেষতঃ, যাঁহারা সন্ন্যাসী

ও যোগী, তাঁহাদের পক্ষে একেবারেই নিষিদ্ধ। ১০৮।

সন্ন্যাসীর পক্ষে সকল প্রকার রমণী নিষিদ্ধ। প্রকৃত সন্ন্যাসীর কাম নাই, তাঁহার সেই জন্য রমণে ইচ্ছাও হয় না। যুবতীতে আসক্তিও হয় না। ১০৯।

সন্ন্যাসী মুক্ত নিত্যানন্দ। প্রকৃত সন্ন্যাস মুক্তি। কিন্তু সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ মুক্তি নয়। ১১০।

প্রকৃত সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস বিড়ম্বনা বোধ হয় না। সেজে সন্ন্যাসী হইলে, বিড়ম্বনা বোধ হইতে পারে। ১১১।

যখনি আমি যথার্থ বোধ করিব, আমার কিছুই নাই, তখনি আমি প্রকৃত বৈরাগী ও

উদাসীন হইব। আমার কিছু আছে বলিয়া যতক্ষণ বোধ থাকিবে, ততক্ষণ আমার স্বার্থও থাকিবে। ১১২।

সন্ন্যাসীর সাজে সাজিলে, সে সন্ন্যাস নয়। সন্ন্যাসীর সাজ পরিয়া গৃহস্থাশ্রমের নাম পরিত্যাগে নূতন নাম ধারণ করিলেও সন্ন্যাস নয়। প্রকৃত সন্ন্যাস—স্বভাবে। দেহকে সাজায়ে সন্ন্যাসী করিবার প্রয়োজন নাই। মন সন্ন্যাসী হোক্। ১১৩।

আমার ইচ্ছায় শৈশব, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকাল আসে না। আমি শৈশবকে যৌবন ও যৌবনকে শৈশব করিতে পারি না। শৈশব আসিবার সময় হইলে, শৈশব আসে; যৌবন আসিবার সময় হইলে, যৌবন

আসে ; আমি ব্যতিক্রম করিতে পারি না। বৈরাগ্য হইবার সময় উপস্থিত হইলে, অবশ্যই বৈরাগ্য হয় ; তাহা কেহই নিবারণ করিতে পারে না। যখন বৈরাগ্য হইবার সময় নয়, তখন কেহই বৈরাগ্য কোরে দিতে পারে না ।১১৪।

ভগবানের ইচ্ছায় কোন উৎকট রোগ বশতঃ কাহারো মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে, সেই রোগে সমস্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলেও মৃত্যু নিবারিত হয় না। ভগবানের ইচ্ছায় সংসারে বিরাগের কাল উপস্থিত হইলে, অতি রূপবতী, গুণবতী, যুবতী ভার্য্যার রূপ-গুণও যৌবন, অতুল ঐশ্বর্য্য এবং প্রচুর মান সম্ভ্রম সে বৈরাগ্যে বাধা দিতে পারেনা। ১১৫।

মনকে নিঃসঙ্গ কর। দেহকে নিঃসঙ্গ করিলে, কি হইবে? মন যখন নিঃসঙ্গ হইবে, দেহ তখন সদসৎ উভয়বিধ সঙ্গেই অটল থাকিবে। দেহকে নিঃসঙ্গ করিলে মন নিঃসঙ্গ হয় না; কিন্তু মন নিঃসঙ্গ হইলে, দেহ নিঃসঙ্গ হয়। ১:৬।

উদ্দীপনী।

(১ম ও ২য় ভাগ একত্র।)

(ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়)

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব

কথিত।

কালীঘাট—মনোহরপুকুর "মহানির্ব্বাণ মঠ" হইতে
শ্রীরাখাল দাস পাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
নিত্যাব্দ ৬০, সন ১৩২১।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

কলিকাতা,

১৩নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, "সিদ্ধেশ্বর মেসিন্‌ যন্ত্রে"

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩২১।

ধর্ম্মভাব উদ্দীপনী,
সর্ব্বমত সম্মিলনী,
জ্ঞান ভক্তি প্রদায়িনী,
শ্রীগুরুর কৃপায়। (শ্রুত)

উদ্দীপনী।

প্রথম ভাগ।

(ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়)

ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি যে কথা বলেন, তাহাই আমাদের শিরোধার্য্য এবং আদরনীয়। ১

নানা জাতীয় আম্র আছে; প্রত্যেক জাতির আকার এবং আস্বাদনের পার্থক্য আছে। কোন জাতীয় আম্র মিষ্ট, কোন

জাতীয় অম্লরস যুক্ত এবং কোন জাতীয় বা উভয় অর্থাৎ মিষ্টতা এবং অম্লতা মিশ্রিত। ঐ প্রকার মনুষ্যও নানা জাতীয় বা নানাপ্রকার আছেন। জাতি গুণাত্মক। ২

শাস্ত্রে নানা শ্রেণীর নানাপ্রকার লোকের জন্য নানাপ্রকার কর্ত্তব্যাচরণ সকল নির্দ্দিষ্ট আছে। সন্ন্যাসী এবং গৃহস্থের এক প্রকার আচরণ নহে। সন্ন্যাসী আবার নানাপ্রকার। প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ আচরণ। গৃহস্থও নানা শ্রেণীর। প্রত্যেকের আচরণ গুলিও ভিন্ন ভিন্ন। তবে কি প্রকারে এক ব্যক্তির সমস্ত শাস্ত্রীয় কর্ত্তব্য উপদেশ সকল আচরণীয় হইবে? ৩

নানা শাস্ত্রীয় নানামত আছে। কিন্তু

প্রত্যেক মতই একের সম্বন্ধে। যিনি যে মতে আছেন, যাঁহার যে মতে বিশ্বাস, তাঁহাকে সেই মত দ্বারা ঈশ্বর বোঝান আবশ্যক। জগতে অনেক ভাষা আছে। প্রত্যেক ভাষার দ্বারাই মনোভাব ব্যক্ত করা যাইতে পারে। অথচ সকল লোকেই সকল ভাষা জানেন না। যিনি যে ভাষা জানেন, তাঁহাকে অপর ভাষার কোন বিষয় বোঝাইতে হইলে সেই ভাষার সাহায্যেই বোঝাইতে হয়। ৪

চিরকাল যে ব্যক্তি অন্নাহার করিয়াছে, তাহাকে রুটী এবং মাংস ভক্ষণ করিতে হইলে কত কষ্ট হয়। বাল্যাবস্থা হইতে যিনি নিরামিষাহার করিতেছেন, তাঁহাকে অনুরোধ কিম্বা বল প্রয়োগে আমিষাশী

করিবার চেষ্টা করিও না। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যিনি যে মতে আছেন, তাঁহার সেই মতের পরিবর্ত্তন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। ৫

সম্পদ এবং বিপদের তারতম্য বোধ থাকিলে বিপদে অধীর এবং চঞ্চল হইতে হয়, দুঃখোদয়ও হয়। উভয়ে সমবোধ থাকিলে ধীরতা এবং অধীরতা, চাঞ্চল্য এবং অচাঞ্চল্য, সুখ এবং দুঃখ সমতুল্য হয়। ৬

মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই। থাকিলে নিজের এবং নিজ স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যা এবং জায়া প্রভৃতির করিতেন। এমন অক্ষম নিঃশক্তি মনুষ্য ঈশ্বর অস্বীকার কি প্রকারে করেন। ৭

তোমার যখন ভূ এবং স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি

নানাপ্রকার সম্পত্তি থাকিতে পারে এবং ঐ সকল তোম্মার থাকিলে তোমাকে যখন ঐশ্বর্য্যবান্ বলা যাইতে পারে, তখন সমস্ত সৃষ্টির কি ঈশ্বর নাই ? তুমি যদ্যপি সামান্য ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বর হইতে পার, তাহা হইলে সৃষ্টির ঈশ্বরও একজন থাকিতে অবশ্যই পারেন। ৮

এক কারণ। বহু কার্য্য। সেই কারণ ব্রহ্ম। ৯

ঈশ্বরের ঈশ্বর নাই সুতরাং তিনি নিরীশ্বর। ১০

জড় কোন কার্য্যের কারণ হইতে পারে না। চেতনও কোন কার্য্যের কারণ হইতে পারে না। সর্ব্ব কার্য্যের কারণ চৈতন্য। ১১

ব্রহ্ম মূল। সৃষ্টি মৌলিক। ১২

সৃষ্টি প্রকৃতি। পুরুষ স্রষ্টা। সৃষ্টি প্রকৃতি জড়া। স্রষ্টা পুরুষ চৈতন্য। ১৩

স্থূল জড় দেহে এবং উহার মধ্যে অবস্থান কর্ত্তা দেহীতে প্রভেদ থাকিলেও যেমন অভেদ; স্থূল জড় দেহ এবং দেহী উভয় সমন্বিত আমরা প্রত্যেকেই যেমন এক একটী মনুষ্য; তদ্রূপ জড় স্থূল সূক্ষ্ম এবং কারণময় চৈতন্য থাকার জন্য তাঁহার সহিত ঐ সকল প্রভেদ হইলেও পরস্পর ময়ত্ব প্রযুক্ত বা তাঁহার সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রযুক্ত ঐ সকল এবং তিনি অভেদ। সুতরাং এই জন্য বেদান্তের মতে প্রত্যেক সৃষ্ট পদার্থ, জীব, জন্তু, প্রভৃতিই নারায়ণ। ১৪

বীজের যে গুণ যে আস্বাদন, ত্বক্ এবং

শস্যের সেই গুণ সেই আস্বাদন নহে। ত্বকের গুণ এবং আস্বাদন শস্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বীজ, ত্বক্ (খোসা), এবং শস্যের এক প্রকার আকৃতিও নহে। অথচ তিনই এক সামগ্রীর তিন রূপান্তর। বীজই ক্রমে বৃহৎ বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে বীজের গুণ ও আকৃতি বৃক্ষের কোন অংশেই দেখি না এবং আস্বাদনও প্রাপ্ত হই না। তদ্রূপ এক ব্রহ্মই সমস্ত জড় এবং চৈতন্য হইলেও পরস্পর অনেক প্রভেদ আছে। ১৫

সমস্ত জড় ব্রহ্ম হইলে এক প্রকারে সকলেই ব্রহ্মের নানা জড়রূপ দর্শন করিতেছেন, কিন্তু সকলেইত তাঁহার চিন্ময়রূপসকল দর্শন করিতেছেন না।

সুমিষ্ট উত্তম ফলের কেবল বহির্ভাগ দেখিলে কি হইবে? তাহার ত্বগুন্মোচন পূর্ব্বক সুস্বাদু শস্য আস্বাদন করিতে পারিলেই তৃপ্তি হয়। ১৬

শক্তি বিশেষণ। শক্তিমান বিশেষ্য। ব্রহ্ম-শক্তিই ব্রহ্মকে বিশেষরূপে জ্ঞাত এবং দর্শন করান। ব্রহ্মের শক্তির দ্বারাই আমরা ব্রহ্মকে জ্ঞাত হই। ১৭

কোন পদার্থ দর্শন এবং প্রাপ্তি এক নহে। প্রথমতঃ ব্রহ্ম দর্শন, পরে ব্রহ্ম প্রাপ্তি। ১৮

প্রত্যেক কার্য্যালয়ে প্রত্যেক কর্ম্মচারী ৩০ বা তত্তোধিক দিবস কার্য্য করিলে তবেত এক মাসের বেতন প্রাপ্ত হন। ৩০ দিনের কার্য্য এক দিবসে কেহই নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম

নহেন। কার্য্যালয়ের নিয়মও তাহা নহে। ঐ প্রকার প্রত্যেক দিন যেন জীবের প্রত্যেক জন্ম। প্রত্যেক জীবকে বহু জন্মগ্রহণ করিতে হয়; শেষ জন্মে ঈশ্বর প্রাপ্তি তাঁহার বেতন প্রাপ্তি হয়। ১৯

'ব্রহ্ম' শব্দে বৃহৎ শব্দ আছে। ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ উভয়ই গুণাত্মক শব্দ সুতরাং ব্রহ্মও গুণাত্মক শব্দ। তবে ব্রহ্মকে সগুণ না বলিয়া কেবল মাত্র নির্গুণ কি প্রকারে বলিব? ২০

কেবল মাত্র ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিলে প্রকারান্তরে তাঁহার শক্তি অস্বীকার করা হয়। গুণকৃত কার্য্যে তাঁহার শক্তির বিকাশ। শক্তির বিকাশে তাঁহাকে শক্তিমান্ বলি। ২১

যাঁহার নানা গুণ-শক্তির বিকাশে নানা কার্য্য হয়, তাঁহাকে নির্গুণ কি প্রকারে বলি ? ঈশ্বর সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণাবলম্বনে সৃজন, পালন এবং বিনাশ করেন। ঐশ্বরিক ত্রিগুণকৃত ঐ তিন কার্য্য আমরা দেখিতে পাই সুতরাং অস্বীকার করিতে পারি না। ঐ তিনগুণকৃত কার্য্যে তাঁহার শক্তির পরিচয়। ২২

ঈশ্বরকে নিঃশক্তি বলা যায় না। বাস্তবিক তিনি নিঃশক্তিও নহেন। তাঁহাকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলা হয়! সর্ব্বশক্তিমান্ যিনি, তিনি কি প্রকারে নির্গুণ হইবেন ? তাঁহার শক্তিতে সমস্ত কার্য্য হইতেছে। শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হয় না, সুতরাং

কি প্রকারেই বা তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় বলিব? জড়ত নিষ্ক্রিয়। চেতন সক্রিয় যখন, তখন চৈতন্যকে নিষ্ক্রিয় কি প্রকারে বলিব? চৈতন্য শক্তি প্রভাবেই ত চেতন কার্য্য করে। ২৩

অস্তিত্ব যাহার আছে, তাহাই সগুণ। অল্প মসি বৃহৎ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা তাহাতে লয় প্রাপ্ত হইয়া অস্তিত্ব বিহীন নির্গুণ হয়। জীবাত্মা এবং মন পরমাত্মায় লয় হইলে তাহাদের অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং সেই অবস্থায় তাহারা নির্গুণ। ২৪

ঐশ্বরিক সর্ব্ব শক্তির অন্তর্গত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ গুণ। উক্ত ত্রিগুণ ব্যতীত প্রত্যেক শক্তিকেও এক একটী গুণ বলা যাইতে

পারে, সুতরাং যত শক্তি তত গুণ, এইজন্য নানাগুণ। তবে ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ হইলে তিনি সগুণও বটেন। ২৫

বহু মানসিক বিত্তি বা শক্তিগণের মধ্যে ইচ্ছাও একটী মানসিক বিত্তি বা শক্তি। ইচ্ছা-শক্তি ব্যতীত কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতে পারে না। ইচ্ছা-শক্তির আজ্ঞা-প্রতিপালিনী দাসী ক্রিয়া-শক্তি। ২৬

সামান্য কথার দ্বারা কেহ উপকার করিলে, যখন তাহার প্রত্যুপকার করা এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, তখন ঈশ্বর মনুষ্যের কত উপকার করিয়াছেন, করিতেছেন এবং করিবেন, তাঁহা হইতে আমাদের শরীর, মন, প্রাণ, ভক্ষ্য, পানীয়, শয্যা এবং আমরা—

তবে তাঁহার প্রতি আমাদের কত অধিক কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত এবং কর্ত্তব্য। তাঁহার পূজা, অর্চ্চনা এবং ধ্যান করাই তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিলে তবুত তাঁহার পূজা অর্চ্চনা প্রভৃতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটা নিয়ম থাকে। এইজন্য মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ উচিত এবং এইজন্য উহার বিধিও হইয়াছে। আমরা প্রায় সমস্ত দিন সাংসারিক নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, আমরা ঈশ্বরের প্রতি কি এক দণ্ডের জন্য—এক মুহূর্ত্তের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব না! ২৭

আর্য্যদের আদি শাস্ত্র বেদ। বেদেতে নিরাকারব্রহ্মোপাসনার কথা আছে। তাহাতে অন্যান্য দেববেদীর পূজার ব্যবস্থাও আছে।

নিজ নিজ অভিরুচি অনুযায়িক যিনি যে প্রকার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি সেই প্রকারই করিবেন। এইজন্য তাহাতে উভয়বিধ পদ্ধতিই প্রচলিত আছে। ২৮

এক বীজের যত্তপি বহু হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে সর্ব্বশক্তিমান্ একেশ্বরের বহু হওয়া অসম্ভব কি ? ২৯

শ্রুত এবং পঠিত আত্মজ্ঞান নহে। আত্মজ্ঞান স্বভাবে, তাহা স্বাভাবিক। ৩০

মায়িক প্রেম স্থূল জড় দেহে। অমায়িক প্রেম আত্মাতে। ৩১

ঈশ্বর প্রেমিকই, ঈশ্বর প্রেমাস্পদ। ৩২

স্বার্থ-পূর্ণ সকাম কর্ম্ম। স্বার্থ-শূন্য নিষ্কাম কর্ম্ম। ৩৩

প্রেমই মমতার কারণ। সাংসারিক প্রেমাত্মিকা মমতা মহাশোক, দুঃখ এবং মোহময়। কিন্তু ভগবতপ্রেমাত্মিকা মমতা ঐ সকল শূন্য। ভগবানে যাঁহার প্রকৃত প্রেমময়ী মমতা আছে, তিনিই প্রকৃত সুখী এবং ধন্য। ৩৪

প্রেম চির নিষ্কাম। প্রেমিক নিজ প্রেমাস্পদের প্রতি স্বকৃত প্রেমের বিনিময়ে প্রতি-প্রেম চাহেন না। প্রেমের বিনিময়ে যিনি প্রেম চান, তাঁহার প্রকৃত প্রেম নহে। প্রকৃত প্রেম কখন সকাম হইতে পারে না। ৩৫

একপোয়া খাটী দুধে, তিনপোয়া জল মিশ্রিত করিয়া পান করিবার প্রয়োজন কি ?

দুগ্ধই পুষ্টিকর। কিন্তু জল নহে। উহা বরঞ্চ শ্লেষ্মোৎপাদন করিতে পারে। অতএব নির্জ্জল দুগ্ধই পেয়। নির্ম্মলা ভক্তি সমলা অপেক্ষা অধিক উপকার-জনক। ৩৬

শ্রীকৃষ্ণের স্থূল জড় দেহ চিন্ময় বলা হয়; শ্রীচৈতন্যের—শ্রীরাধাময়। চিৎশক্তিই যোগমায়া কালী। কৃষ্ণের স্থূল জড় দেহ চিন্ময় অর্থাৎ যোগমায়া-কালীময়। তবে প্রকৃত বৈষ্ণব কালীনিন্দা কি প্রকারে করিবেন?

সচ্চিদানন্দের অন্তর্গত চিৎ হইলে এবং সেই চিৎশক্তি কালী হইলে, প্রকৃত বৈষ্ণবের পক্ষে কালীনিন্দা অনুচিৎ এবং অকর্ত্তব্য।

চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় নাম

হইলে সেই চিৎশক্তি যোগমায়া কালী প্রকৃত বৈষ্ণবগণের অবশ্যই পরমারাধ্যা হইবেন। ৩৭

সূর্য্যরশ্মিময়ী চন্দ্রমা। উহা নিজে রশ্মি-বিহীনা। সেই জন্য চন্দ্রালোক অপেক্ষা সূর্য্যালোকে প্রত্যেক পদার্থ সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। চন্দ্রমা ভক্তি। সূর্য্য জ্ঞান। জ্ঞানের প্রভারূপ প্রভাব ভক্তির দ্বারা প্রকাশিত হয়। সুতরাং জ্ঞানপ্রভাময়ী ভক্তি। ৩৮

সর্পের গাত্র অতি কোমল। কিন্তু তাহা বিষধর, জীবন সংহার করে। কুলটানারীর কোমলতার মধ্যেও নানা প্রকার কৌশল, শঠতা এবং চাতুর্য্যরূপ বিষ সকল আছে। ৩৯

আহার এবং মলমূত্রত্যাগ আর্য্য-শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরীয় সকল অবতারই করিতেন। বাইবেলীয় ঈশ্বরপুত্রভাবাপন্ন ঈশাও করিতেন। তবে সাধু ঐ সকল করিবেন না কেন? ঐ সমস্ত কার্য্যত অসাধুতা নহে। সাধুর অসাধুতা দোষণীয় বটে।

সাধুতার অন্তর্গত ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং প্রেম, ভক্তি প্রভৃতি। সাধুর ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ থাকিলেই হইল। ৪০

সাধু হইলেই সর্ব্বজীবাপেক্ষা অধিক ভোজন করিতে হয় না। অসুর এবং রাক্ষসগণ ত অধিক ভোজন করিত। সাধু আহার ত্যাগী হন না। জড়ত আহার এবং পান করে না। তাহাতে তাহার কি প্রশংসা

এবং গৌরব ? জড়ের ধর্ম্ম জড়ে নিহিত। চেতনের ধর্ম্ম চেতনে। ৪১

সাধুর যদ্যপি পানাহার এবং মল-মূত্র ত্যাগ অকর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে তাঁহার দৈহিক সর্ব্বকার্য্য এবং দেহ পরিত্যাজ্য হইবেনা কেন ? ৪২

নানা প্রকার বিদ্যা আছে। প্রত্যেক বিদ্যায় পারদর্শী ব্যক্তিই সেই বিদ্যায় অনভিজ্ঞ লোকদের শিক্ষক হন। প্রত্যেক বিদ্যা শিক্ষাতেই নিজের এবং অপরের উপকার হয়। মহাবিবেকবৈরাগ্য এবং প্রেমভক্তি সম্পন্ন সদুপদেষ্টাগণ একেবারে নিঃসঙ্গ হইলে ঐ সমস্ত বিষয়ে জীব শিক্ষক কে হইবে ? ঐ সমস্ত বিষয়ে পরিপক্কাবস্থায় সংসারের সংস্রবে

ভয় নাই। অপরিপক্কাবস্থায় আছে। ঐ অবস্থায় ঘোর-সংসারির নিকট সর্ব্বদা সাবধান হইবে। ঐ অবস্থায় একেবারে সংসারের সংস্রব পরিত্যাগ করিবে। ঐ অবস্থায় সংসার এবং সংসারী মহাবিঘ্নজনক। ঐ অবস্থায় নরের পক্ষে নারী এবং নারীর পক্ষে নর কালসর্পাপেক্ষা ভয়ানক অনিষ্টকর। ৪৩

মায়া চাবি স্বরূপ। চাবি দ্বারা যেমন দ্বার বদ্ধ এবং মুক্ত হইতে পারে, তদ্রূপ মায়া দ্বারা উভয়ই হয়; মায়া জীববন্ধনী এবং জীবমোচনী উভয়ই। ৪৪

সংসাররাজ্যের বহির্ভাগে অবস্থান এবং অধ্যাত্মরাজ্যের অন্তর প্রবেশ শ্রেয়স্কর। ৪৫

ধান্যক্ষেত্রের অনেক বিবর মধ্যে বিষধর

সর্প সকল বাস করে। বর্ষার জলে ক্ষেত্র পরিপূর্ণ এবং প্লাবিত হইলে সেই সকল বিবরেও জল প্রবিষ্ট হয় এবং হিংস্র সর্প সকল স্থানান্তরিত হয়। জীবের মনরূপ ক্ষেত্র যখন প্রেমরূপ বর্ষায় প্লাবিত হয় তখন সেই ক্ষেত্রের গুপ্ত বিবর সকলে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ আর তিষ্ঠিতে পারে না। ৪৬

আনন্দের উদয় হইলে অসুখ এবং অশান্তি থাকে না। আনন্দেই সুখ এবং শান্তি বিরাজিত আছে। আনন্দ সুখ এবং শান্তিময়। ৪৭

অগ্নির সংস্রবে যে পদার্থ রাখিবে তাহাই উষ্ণ হইবে, তাহাই উত্তপ্ত হইবে। শিব-সংস্রবে জীব থাকিলে জীবও শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। ৪৮

শুষ্ক কাষ্ঠ, তৃণ, পলাল, শোণ, পাট, তূলা এবং কাগজ প্রভৃতি বহুকাল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত থাকিলে যে প্রকারে মৃত্তিকা হয়, সেই প্রকারে ব্রহ্মে জীবাত্মা এবং মন অবস্থান করিলে তাহারাও ব্রহ্ম হয়। যেমন কাষ্ঠ প্রভৃতি, মৃত্তিকা বা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূতের নানা রূপ, তদ্রূপ জীবাত্মা এবং মনও ব্রহ্মের দ্বিপ্রকার প্রকাশ। ভগবদ্গীতায় এইজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তিনিই আত্মা এবং মন। ৪৯

দাহ্য দাহক সংযোগে ধূমোৎপন্ন হয়,
জন্মিয়া সাকাররূপে নিরাকার হয়,
অনন্ত আকাশে শেষে লয় হয়ে যায়।

দাহ্য যেন প্রকৃতি মাতা। দাহক পুরুষ পিতা। উভয়ের সন্তান জীবরূপ ধূম মহাসিদ্ধাবস্থায় অনন্ত চিদাকাশে লয় হয়। তখন আর তাহার পৃথকত্ব থাকে না। ৫০

উদ্দীপনী।

দ্বিতীয় ভাগ।

কর্ম্ম ও কর্ম্মফল।

সৎকার্য্য করিলে তাহার যাহা নির্ব্বন্ধ তাহা ঘটিবে। অসৎকার্য্য করিলে তাহার যাহা নির্ব্বন্ধ তাহাও ঘটিবে। সদসৎ উভয়বিধ কার্য্যতেই বিধাতার নির্ব্বন্ধ আছে। ১

কার্য্যফল মানিতে কাহাকে না হয়? সদসৎ সকল কার্য্যেরই ফলভোগ করিতে হয়। ২

সৎকার্য্যের যে ফল, অসৎকার্য্যের সেই ফল হইতে পারে না। ৩

তোমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আহার করিলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে। তবে তুমি কর্ম্মফল মান না, বলিতেছ কেন ? ৪

পাপ ও পুণ্য।

অর্থের দ্বারা পাপ পুণ্য উভয়ই হইতে পারে। সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিলে পুণ্য হয়। অসৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিলে পাতকই সঞ্চিত হইয়া থাকে। ১

কোন কোন আর্য্যশাস্ত্রের মতে পাপের জন্য নানাপ্রকার শারীরিক ব্যাধি ভোগ

করিতে হয়। ঈশার মতেও কুষ্ঠ প্রভৃতি ব্যাধি পাপের জন্যই হয়। ২

সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে পুণ্য হয়। অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠানে পাপ হয়। ৩

শারীরিক পীড়া এবং যন্ত্রণায় কতকগুলি পাপের ক্ষয় হয়। পুনঃ পুনঃ গর্ভযন্ত্রণায় কতকগুলির ক্ষয় হয়। নরকভোগ দ্বারা অবশিষ্ট পাপের অবসান হয়। ৪

এ জন্মের সমস্ত পাপই এ জন্মে ক্ষয় হয় না। সমস্ত ক্ষয় হইবার পুণ্য সঞ্চয়ও হইতে পারে না। ৫

বেদ।

ইদানী বেদমতে প্রায় কেহই চলেন না। অথচ অনেকেই বেদের দোহাই দিয়া অনেক কার্য্য করেন। ১

যে সময়ে জগতে চারিপাদ ধর্ম্ম ছিল, সেই সময়েরই নাম সত্যযুগ। সেই সময়ের শাস্ত্র বেদ। সুতরাং বলিতে হইবে বেদ অপেক্ষা আর সম্পূর্ণ শাস্ত্র নাই। ২

বৃক্ষের যেমন অনেক শাখা প্রশাখা আছে, তদ্রূপ বেদ-বৃক্ষেরও অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। জগতের সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রই বেদের অন্তর্গত। মহান্ বৈদিক-ধর্ম্ম হইতে সকল ধর্ম্মেরই আবির্ভাব হইয়াছে। সেই সকল

ধর্ম্মের মধ্যে কোনটীই সম্পূর্ণ অবিকৃতভাবে চলিতেছে না। ৩

শাস্ত্র।

সমস্ত শাস্ত্রই ঈশ্বর প্রদত্ত। যেমন মুখ দিয়া কত কথা নির্গত হইতেছে, তদ্রূপ নানা মহাত্মার ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় নানা শাস্ত্র জগৎ পাইয়াছে। ১

একখানি সীমাবিশিষ্ট ধর্ম্ম পুস্তকে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় সমস্ততত্ত্ব নিহিত থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের ন্যায় ঈশ্বরীয় তত্ত্বেরও সীমা নাই। ২

শাক্তদের প্রধান গ্রন্থ মহাভাগবত ও মহানির্ব্বাণ তন্ত্র। ঐ দুই প্রধান গ্রন্থ ব্যতীত

তাঁহাদের মতপ্রতিপাদক আরো অনেক পুরাণ-তন্ত্র আছে। ৩

আর্য্যদিগের কোন কোন ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে যেমন বিশ্বাস, জ্ঞান ও প্রেমের বিষয় বর্ণিত আছে, তদ্রূপ বাইবেলেও ঐ সকল সম্বন্ধে বর্ণনা আছে। ৪

শিশু ইক্ষু চর্ব্বণ করিয়া তাহার রস আস্বাদন করিতে পারে না। শৈশব উত্তীর্ণ যিনি হইয়াছেন, তিনি পারেন। শাস্ত্ররূপ ইক্ষুর রস আস্বাদন অজ্ঞানরূপ শিশু করিতে সক্ষম নয়। তাহা জ্ঞানীর সাধ্য। ৫

সকল শাস্ত্রের পরস্পর ঐক্য নাই। অথচ সকল শাস্ত্রই ভগবান সম্বন্ধে লিখিত। সে গুলির মধ্যে কোন্‌গুলি দিব্যজ্ঞানসম্ভূত এবং

কোন্‌গুলি অজ্ঞান সম্ভূত, তাহা প্রকৃত জ্ঞানী ব্যতীত অপর কেহই নির্ব্বাচন করিতে পারে না। ৬

সম্প্রদায়।

ঐ আলয়ের অনেক দ্বার রহিয়াছে। উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে একটী দ্বার দিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে। ঈশ্বর-পুরীরও অনেক দ্বার। সেই পুরীর এক একটী দ্বার যেন এক এক সাম্প্রদায়িক মত। ঈশ্বর-পুরীতে প্রবেশ করিতে হইলে যে কোন সম্প্রদায়রূপ দ্বার দ্বারাই তাহাতে প্রবেশ করা যায়। ১

কাচের লাণ্ঠানের মধ্যে আলোক থাকিলে সেই আলোক ঐ লাণ্ঠানের বহির্ভাগে পর্য্যন্ত বিকীর্ণ হইতে থাকে, সেই আলোক ঐ লাণ্ঠানের চতুষ্পার্শ্বে পর্য্যন্ত পতিত হয়। যে সাম্প্রদায়িকের প্রকৃত ভক্তি আছে, তাঁহার সে ভক্তি বদ্ধ হইয়া কোন এক নির্দ্দিষ্ট সংকীর্ণ স্থানে থাকিবার নহে। তাহা অন্যান্য সম্প্রদায়ের জনগণকে প্রদত্ত হয়। ২

যে সময়ে যে সম্প্রদায়ে উত্তম প্রচারকের সংখ্যা অধিক থাকে, সেই সময়ে সেই সম্প্রদায়ই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়। এক সময়ে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ে অনেক উত্তম লোক ছিলেন, সেই সকল লোকের আদর্শ চরিত্র এবং অদ্ভুত উপদেশ দিবার ক্ষমতা বলেই

সেই সময়ে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রাধান্য হইয়াছিল। ৩

সাধু।

কেবল ধর্ম্ম সাধন করিয়া যদি কোন ব্যক্তি উৎকর্ষতা লাভ করেন, তাহা দ্বারায় কি অন্য লোকের উপকার হয় না? তাঁহা দ্বারা যত উপকার হয়, বোধ করি, জগতে আর কাহারো দ্বারাই তত উপকার হয় না। ১

কোন কোন শিক্ষক বালকগণকে বিদ্যাভ্যাস করান বলিয়া বৃত্তি গ্রহণ করেন। কিন্তু সাধু কিছুই গ্রহণ করেন না, অথচ তিনি লোককে ঈশ্বরদর্শনের পথ প্রদর্শন করেন।

তাঁহা অপেক্ষা গুরুতর কার্য্য আর কে করে ? তাঁহা অপেক্ষা জগতের হিতসাধন আর কে করে ? ২

মদ্যপায়ী মদ্যপান করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন। সাধু, সাধু হইতেই বলেন। সাধু কখন কাহাকেও অসাধু হইতে বলেন না। ৩

প্রকৃত সাধু কোন সাধারণ লোকের প্রতি পর্য্যন্ত হিংসা করিতে পারেন না। তাঁহার কাহারো সহিত অসদ্ভাব নাই। ৪

শারীরিক ব্যাধির চিকিৎসা চিকিৎসক করিবেন। সে কার্য্যে সাধু ব্যস্ত থাকেন না। মানসিক চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধুর সাহায্যের প্রয়োজন। ৫

উদ্দীপনী।

পরিশিষ্ট। *

গুরু।

যাঁহার দিব্যজ্ঞান আছে, তিনিই গুরু, তিনিই কোন অদীক্ষিত ব্যক্তিকে দীক্ষিত করিতে সক্ষম। দীক্ষা প্রভাবে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, দীক্ষা প্রভাবে দিব্যজ্ঞান হয়।

* ১৩০৬ সালের 'সর্ব্বধর্ম্ম' পত্রিকায় যোগাচার্য্য শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের রচনাবলী হইতে উদ্ধৃত।

"দিব্যজ্ঞানং যতো দদাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥"

অনেক গৃহস্থই অজ্ঞান, সেই জন্যই তাঁহাদের মধ্যে দীক্ষাশক্তি নাই। সেই জন্যই তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই দীক্ষাগুরু হইবার উপযুক্ত নহেন। সেই জন্যই নিত্যতন্ত্রে গৃহস্থ-গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

"গৃহী গুরুর্ন কর্ত্তব্যো ন ভবেত্তু ন তারয়েৎ।"

নিত্যতন্ত্রের মতে গুরু স্বয়ং বিষ্ণু, সে মতে গুরু পাপনাশক এবং সিদ্ধিদাতা।

"গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য হারকঃ
উকারো বিষ্ণুরব্যক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ পরঃ ॥"

গুরু এবং মন্ত্র পরিত্যাগ করিলে রৌরব

নরকে গমন হয়। সেই জন্যই বিষ্ণুস্বরূপ গুরু এবং মন্ত্র অপরিত্যজ্য।

"গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্ রৌরবং যাতি নিশ্চিতম্।"

গুরু পরিত্যাগ করিলে হরি পরিত্যাগ করা হয়। যে' হেতু নিত্যতন্ত্রানুসারে হরি গুরু অভেদ।

"যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।"

যুক্তি।

যুক্তির সহিত দিব্যজ্ঞানের বিশেষ সংস্রব। যে শক্তি দ্বারা জ্ঞাতব্য বিষয় নিশ্চিতরূপে, অভ্রান্তরূপে প্রমাণ করা যায়, তাহাই যুক্তি। যুক্তি বিবেকপ্রসূতা। তাহার সহিত ভ্রান্তি, সন্দেহ এবং অবিশ্বাসের

সংস্রব নাই। যুক্তি হইতে প্রমাণ স্ফুরিত হইয়া থাকে। যুক্তি নিশ্চয়াত্মিকা। কোন বিষয় সপ্রমাণ করিতে হইলে, যুক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। ধর্ম্মের সহিত যুক্তির বিশেষ সম্বন্ধ। যখন বিবেকবশতঃ আপনাতে যুক্তি স্ফুরিত হয়, তখনই তদ্দারা ধর্ম্মতত্ত্ব নিশ্চিতরূপে অবধারিত হইয়া থাকে।

দিব্যজ্ঞান

যে জ্ঞান দ্বারা সচ্চিদানন্দকে জানা যায়, তাহাই দিব্যজ্ঞান। দিব্যজ্ঞান স্ফুরিত হইলে, অবিশ্বাস এবং সন্দেহ থাকে না। দিব্যজ্ঞানের সহিত অসুখ এবং অশান্তির সংস্রব নাই। সম্পূর্ণ অজ্ঞানের অভাব

হইলে, সম্পূর্ণ দিব্যজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে। সম্পূর্ণ দিব্যজ্ঞান স্ফুরিত হইলে, আর তাহা প্রচ্ছন্ন হয় না। সুতরাং তখন অজ্ঞানও আর উদিত হইতে পারে না।

মায়া ও মায়া সম্বন্ধীয় জ্ঞান।

বেদান্ত প্রতিপাদক অনেকগ্রন্থমতেই মায়া অসৎ, অসত্য বা অজ্ঞান। সেই সমস্তগ্রন্থমতে সেই মায়া পরিত্যক্ত না হইলে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। মায়া কি, তাহা বুঝিতে না পারিলেও মায়া পরিত্যাগ করিবার বাসনা হইতে পারে না। কোন অসৎ বস্তুকে, অসৎ বলিয়া বোধ না হইলে, তাহা পরিত্যাগ করিবার বাসনা হইবে কেন?

সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে মায়াসম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন। মায়াসম্বন্ধীয় জ্ঞানোদয় হইবা মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে।

বিসর্গ আছে, অথচ তাঁহা অন্যবর্ণের সহিত যুক্ত না হইলে, তাহা উচ্চারিত হয় না। নির্গুণ নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম আছেন, কিন্তু তাঁহার শক্তির সহিত যোগ না হইলে, তিনি সগুণ সক্রিয় হন না, তিনি সর্ব্বশক্তিমান হন না। সেই জন্যই আমাদের ব্রহ্ম এবং তাঁহার শক্তি উভয়েতেই প্রয়োজন হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় ব্রহ্ম যেমন নিত্য, তদ্রূপ তাঁহার শক্তিও নিত্যা। যেমন অগ্নিতেই তাহার দাহিকা-শক্তি বিদ্যমান, তদ্রূপ ব্রহ্মেতেও

ব্রহ্মের শক্তি বিদ্যমানা। যেমন অগ্নি থাকিলেই তাহাতে তাহার দাহিকা-শক্তি থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মেতেও ব্রহ্মের শক্তি বিদ্যমানা আছেন। পূর্ব্বেই ব্রহ্মকে নিত্য এবং তাঁহার শক্তিকে নিত্যা বলা হইয়াছে। সেইজন্য ব্রহ্ম যেমন চির-বিদ্যমান, তদ্রূপ তাঁহাতে তাঁহার শক্তি চির-বিদ্যমানা। ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মময়ী, ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মাতে ওতপ্রোতরূপে ব্যাপ্ত। যেমন আগ্নেয়ী-শক্তি অগ্নিতে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত, যেমন অগ্নিদ্বারা দগ্ধলৌহপিণ্ডে অগ্নি ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত, তদ্রূপ ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্মময়ীও ব্রহ্মে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত। ব্রহ্ম যেমন আদি, তদ্রূপ ব্রহ্মময়ীও আদ্যা। ব্রহ্ম যেমন

অনাদি, তদ্রূপ তাঁহার শক্তি অনাদ্যা। মাণ্ডুক্যোপনিষদের মতে ব্রহ্মকেই শিব বলা হইয়াছে। সে মতে শিব অদ্বৈত। সেই অদ্বৈত—শান্তিপুরের অদ্বৈত। সেই অদ্বৈতের সীতা-নাম্নী শক্তি মাণ্ডুক্যোপনিষদের গৌরী-শক্তি। সেই গৌরী-শক্তি যাঁহাতে আছেন তিনিই গৌর। নানা তন্ত্র এবং কোন কোন পুরাণের মতে সেই গৌরী-শক্তি শিবের শক্তি। অতএব শিবই গৌর। গায়ত্রী-তন্ত্রের মতে শিব এবং কৃষ্ণ পরস্পর অভেদ। সেইজন্য কৃষ্ণও গৌর। সেই কৃষ্ণগৌরই এই শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীরাধার ভাবকান্তি অবলম্বন করিয়া গৌর-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শরণাগতের অবস্থা।

যিনি শরণ্য, তাঁহারই শরণাগত হইতে হয়। গুরু এবং ইষ্টদেবতাই প্রকৃত শরণ্য। সেইজন্য গুরু এবং ইষ্টদেবতারই শরণাগত হইতে হয়। যিনি গুরু কিম্বা ইষ্টদেবতার শরণাগত, তিনি গুরু কিম্বা ইষ্টদেবতাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন। তাঁহার স্বীয় গুরু এবং ইষ্টদেবতার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস বশতঃ তাঁহার স্বীয় গুরু এবং ইষ্টদেবতার প্রতি পূর্ণ নির্ভরও আছে। যেহেতু বিশ্বাস বশতঃই নির্ভর হইয়া থাকে।

অনুতপ্তের অবস্থা।

পাপীর যখন আপনাকে পাপীবোধ হইয়া স্বকৃত পাপসমূহ জন্য অনুতাপ হইতে থাকে, তখন তাহার প্রত্যেক পাপ কর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ ঘৃণা এবং অনাস্থা হইয়া থাকে। তখন তাহার কোন পাপীর সংসর্গই প্রীতিজনক বোধ হয় না। তখন তাহার পুণ্যকর্ম্ম সকলেই সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ হইয়া থাকে। তখন তাহার পুণ্যাত্মা মহাপুরুষদিগের সংসর্গেই আনন্দ বোধ হইয়া থাকে। তখন তাহার তাঁহাদিগের অমৃতময় উপদেশ সকল শ্রবণ করিতেই বাঞ্ছা হইয়া থাকে। তখন তাহার ঈশ্বর প্রসঙ্গেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতে বাসনা হয়। তখন তাহার ঈশ্বরই

শ্রদ্ধাভক্তি এবং অনুরাগের বস্তু হন্। তখন তাহার কোন ব্যক্তির সহিত বিবাদ করিতে, বাক্‌বিতণ্ডা করিতে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি হিংসা, প্রতিহিংসা কিম্বা রাগ দ্বেষাদি করিতে প্রবৃত্তি হয় না। সে অবস্থায় তাহার অহংকার এবং নানাপ্রকার অভিমান নিস্তেজ হইয়া থাকে। অহংকার এবং অভিমান নিস্তেজ হইলে দীনতা স্ফুরিত হইয়া থাকে, সুতরাং তখন সেই দীনতা সম্পন্ন অনুতপ্ত ব্যক্তি ঈশ্বর এবং তৎসম্বন্ধীয় বিষয় সকল ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই উদাসীন রহেন।

সাধনা ও মুক্তি।

যোগাচার্য্য

শ্রীশ্রীমৎ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব

কর্ত্তৃক রচিত।

২য় সংস্করণ।

শ্রীমৎ প্রণবানন্দ অবধূত দ্বারা প্রকাশিত।

মহানির্ব্বাণ মঠ

কলিকাতা—কালীঘাট।

All rights reserved.

নিত্যাব্দ ৬০, সন ১৩২১ সাল।

মূল্য ৵০ আনা।

Printed by K. C. Ghose

AT THE

Lakshmi Printing Works, 64-1 & 64-2 Sukeas Street.

বিজ্ঞাপন।

'সাধনা' নামক গ্রন্থখানি ব্রহ্মর্ষি নারদ বিরচিত ভক্তিসম্বন্ধীয় 'নারদ-সূত্র' নামক গ্রন্থাবলম্বনে রচিত হইয়াছে। 'মুক্তি' নামক গ্রন্থখানি অপর কোন গ্রন্থাবলম্বনে রচিত হয় নাই, উহা গ্রন্থকারের নিজ-মতানুসারেই রচিত হইয়াছে।

প্রকাশক।

সাধনা।

প্রথম অনুবাক্।

এইবার ভক্তি বর্ণনা করিব। ১।

সেই ভক্তি কি প্রকার? হরিতে পরানুরক্তিই ভক্তি। ২।

সেই অনুরক্তি বা ভক্তি, সুধাস্বরূপা। ৩।

সেই যে সুধাস্বরূপা-ভক্তি, পুরুষ তাহা লাভ করিলে সিদ্ধ হন্, তৃপ্ত হন্ ও মৃত্যুঞ্জয় হন্। তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইলে নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন। ৪।

পুরুষ—ভক্তি লাভ করিলে তাঁহার কোন বাঞ্ছা থাকে না, তাঁহার শোক করিতে হয় না, তাঁহার কাহারও প্রতি দ্বেষ থাকে না, তিনি রমণীতে রমণ করিতে পারেন না অথবা তদ্বিষয়ে উৎসাহী পর্য্যন্ত হইতে পারেন না। ৫।

পুরুষ—ভক্তি অবগত হইলে মদ্যপায়ীর ন্যায় মত্ত অথবা উন্মত্ত হন্, কখন স্তম্ভিত হন্, কখন বা আত্মাতে রমণ করত আত্মারাম হন্। ৬।

দ্বিতীয় অনুবাক্।

কামনা-নিরোধকারিণী ভক্তির সহিত কোন প্রকার কামনার সম্পর্ক নাই বলিয়া, ভক্তি কামনা স্ফুরণ করেন না। ৭।

সম্পূর্ণরূপে লৌকিকী ও বৈদিকী ক্রিয়াকলাপের সহিত নিঃসম্পর্কতাই নিরোধ। ৮।

হরিতে অনন্যতা বা একাগ্রতা এবং সেই অনন্যতা বা একাগ্রতার বিরুদ্ধ সমুদয় বিষয়ে উদাসীনতাও নিরোধ। ৯।

হরির আশ্রয় ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত আশ্রয়-ত্যাগই অনন্যতা। ১০।

লৌকিক, বৈদিক এবং ঐ উভয়ের অনুকূল আচার সকলই সেই অনন্যতার বিরুদ্ধ-বিষয়াবলী। ঐ সকলই ঐ অনন্যতা সম্বন্ধে উদাসীনতা। ১১।

পুরুষকে হরিতে নিশ্চয়াত্মিকা মানসী-দৃঢ়তার অভাব পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় বিধি সকল পালন করিতে হইবে। ১২।

তাহার অন্যথা করিলে পাতিত্য ঘটিবার আশঙ্কা আছে। ১৩।

পুরুষের হরিতে নিশ্চয়াত্মিকা মানসী-দৃঢ়তার অভাব পর্য্যন্তই লৌকিকী-ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান রহিবে, কিন্তু ভোজনাদি ব্যাপার তাঁহার শরীর ধারণ পর্য্যন্ত রহিবে। ১৪।

তৃতীয় অনুবাক।

বিবিধ-প্রকার মতভেদক্রমে ভক্তির লক্ষণ সকল বলা যাইতেছে। ১৫।

মহর্ষি পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের মতে, হরির পূজা প্রভৃতিতে অনুরাগই ভক্তির লক্ষণ। ১৬।

মহর্ষি গর্গাচার্য্যের মতে, হরি-বিষয়ক কথাদিতে অনুরাগই ভক্তির লক্ষণ। ১৭।

শাণ্ডিল্যমতে, আত্মরতিই ভক্তির লক্ষণ। তাঁহার মতে সেই আত্মরতির বিরুদ্ধ বিষয়ে অরতিকেও ভক্তির লক্ষণ বলা যায়। ১৮।

ব্রহ্মর্ষি নারদের মতে, হরিতে সর্ব্বকর্ম্ম ও সেই সকলের ফলার্পণ এবং হরি-স্মরণে পরম-ব্যাকুলতাই ভক্তির লক্ষণ। ১৯।

নিশ্চয়ই ঐ সকল ভক্তির লক্ষণ। ২০।

ব্রজগোপীগণ ঐ সকল লক্ষণসম্পন্না। ২১।

মহতী-প্রেমা-ভক্তিসম্পন্না ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণমাহাত্ম্য-জ্ঞান ছিল বলিয়াই কৃষ্ণমাহাত্ম্য-সম্বন্ধে তাঁহাদের অজ্ঞানজনিত অপবাদ ছিল বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ২২।

সাধনা।

ব্রজগোপীগণ ঐ কৃষ্ণ-হরিকে যদ্যপি পরমেশ্বর বলিয়া না জানিতেন. তাহা হইলে কুলকামিনীর উপপতির সহিত সংস্রব হইলে যে দোষ হয়, তাঁহাদেরও সেই দোষ হইয়াছিল স্বীকার করা হইত। ২৩।

ঐ গোপিকারা যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর-বোধ না করিয়া, আপনাদিগের মনে জারবোধ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কখনই কৃষ্ণ-সুখে সুখবোধ করিতে পারিতেন না। কারণ, স্বার্থত্যাগ ব্যতীত অন্যের সুখে সুখবোধ করা যাইতে পারে না। নারীর নিজ পতির প্রতিই স্বার্থশূন্য প্রেম হয় না, সুতরাং উপপতির প্রতি ঐ প্রকার প্রেম হওয়া অতি অসম্ভব। গোপীরা নিজসুখার্থে লালায়িত হইতেন না, তাঁহারা কৃষ্ণ-

সুখেরই কামনা করিতেন। সেইজন্যই কৃষ্ণের প্রতি গোপীর যে প্রেম, তাহা অলৌকিক। সেই জন্যই গোপীর প্রেম, দিব্যপ্রেম। ২৪।

চতুর্থ অনুবাক।

কৃষ্ণের প্রতি ব্রজগোপীগণের যে মহতী-প্রেমা-ভক্তি ছিল, তাহা কর্ম্মযোগ এবং জ্ঞানযোগাপেক্ষা প্রধান। তাহা সর্ব্বোত্তম শ্রেষ্ঠযোগ। ২৫।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং অন্যান্য যোগের ফল, সেই পরম প্রেমরূপা-ভক্তি। সেইজন্যই সেই ভক্তির প্রাধান্য। ২৬।

ঈশ্বরের নিকট অভিমান, অপ্রিয়। তাঁহার দৈন্যই প্রিয়। কর্ম্মযোগী হইতে, জ্ঞানযোগী

হইতে এবং ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্যান্য যোগী হইতেও অভিমান স্ফুরিত হইয়া থাকে বলিয়া, ঐ সকল যোগীও তাঁহার অপ্রিয়। কেবল প্রেমরূপা-ভক্তিসম্পন্ন-ভক্ততেই দীনতা বা দৈন্যের আশ্রয় বলিয়া, তাঁহার দীন-ভক্তই প্রিয়। দীনতা ভক্তির এক প্রকার শাখা। ২৭।

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান দ্বারা ভক্তিলাভ করা যায়। তাঁহাদের মতে ভক্তিলাভের সাধনাই জ্ঞান। ২৮।

অন্য কাহারও মতে জ্ঞান এবং ভক্তির পরস্পর আশ্রয়ত্ব আছে। তাঁহাদের মতে জ্ঞানাশ্রয়েও ভক্তি হইতে পারে এবং ভক্তি আশ্রয়েও জ্ঞান হইতে পারে। ২৯।

ব্রহ্মপুত্র নারদের মতে, স্বয়ং ভক্তিতেই

ফলরূপতা আছে। জ্ঞান ও কর্ম্ম প্রভৃতির কোনটীই ফলরূপ নহে বলিয়া ভক্তি ঐ সমস্তের সাধনা নহে, সেইজন্যই ভক্তি ঐ সমস্ত প্রাপ্তির কারণ নহে। ৩০।

যেমন কোন রাজা, রাজগৃহ এবং তন্মধ্যে তাঁহার ভোজনাদি দর্শন করিলে, তদ্দারা সেই রাজার পরিতোষ অথবা সেই রাজার ক্ষুধা, শান্তি বা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয় না; তদ্রূপ হরিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভই হরিতে প্রেম নহে। আহারের ন্যায় প্রেম, সম্ভোগের সামগ্রী। ৩১।

সেইজন্য মোক্ষাভিলাষীগণের পক্ষে ভক্তির সাধনাই কর্ত্তব্য। ৩২।

ভক্তিই তাঁহাদের গ্রাহ্য। ৩৩।

পঞ্চম অনুবাক।

ভক্তিসম্বন্ধীয় আচার্য্য মহাশয়েরা সেই ভক্তির সাধনাবলী কীর্ত্তন করেন। ৩৪।

সর্ব্বসঙ্গ ত্যাগ দ্বারা ও ভক্তির প্রতিকূল সর্ব্ববিষয় ত্যাগ দ্বারাও ভক্তি সাধনা করা যাইতে পারে। ৩৫।

নিয়ত ভজনা দ্বারাও ভক্তি সাধনা করা যাইতে পারে। ৩৬।

ভক্তিমান্ লোক কর্ত্তৃক ভগবদ্‌গুণ ও তদ্বিষয়ক কীর্ত্তন শ্রবণ দ্বারা এবং আপনা দ্বারা ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন করাও ভক্তির সাধনা। ৩৭।

শ্রীহরির কিঞ্চিৎ কৃপা ও ভক্তিসম্পন্ন মহৎ ব্যক্তির কৃপাই ভক্তি প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান অবলম্বন। ৩৮।

সাধনা।

যে ভক্তিসম্পন্ন মহতের কৃপায় ভক্তি লাভ হয়, তাঁহার সংসর্গ দুর্ল্লভ। অনেক দুর্ভাগ্য ব্যক্তি তাঁহার নিকটে যাইতেই পারে না। সুতরাং তাহাদের পক্ষে তাঁহার সংসর্গ অগম্যই বলিতে হয়। তবে কেহ যদি ঐরূপ মহতের সংসর্গ করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই সংসর্গজনিত অমোঘফল অবশ্যই পাইয়া থাকেন। ৩৯।

শ্রীহরির কৃপা দ্বারাই ঐ প্রকার মহৎ সঙ্গ হইয়া থাকে। ৪০।

কারণ, সেই শ্রীহরি এবং তাঁহার ভক্তমহজ্জন পরস্পর অভেদ। ৪১।

সেই ভক্তের সহিত অভিন্ন হরির সাধনা কর—
সেই ভক্তের সহিত অভিন্ন হরির সাধনা কর।৪২।

ষষ্ঠ অনুবাক।

ভক্তিলাভ করিতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে মন্দ-সংসর্গ ত্যাজ্য। ৪৩।

যেহেতু অসৎসংসর্গবশতই কাম, ক্রোধ, মোহ, স্মৃতিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ এবং সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ৪৪।

ঐ সকলের প্রত্যেকটী, পুরুষে স্বভাবতই তরঙ্গাকারে রহিয়াছে। পরে অসৎসংসর্গবশত ঐ সকলই সমুদ্রাকারে পরিণত হইয়া থাকে। ৪৫।

মায়া হইতে কে পরিত্রাণ পায় ?—মায়া হইতে কে পরিত্রাণ পায় ? যে সর্ব্বসঙ্গ পরিহার করে, যে ভক্ত-মহানুভবের সেবা করে ও যে নির্ম্মম হয়, সেই মায়া হইতে পরিত্রাণ পায়। ৪৬।

যিনি জনশূন্যস্থানবাসী হন্, যিনি লোকসম্পর্ক-

জনিত বন্ধনসমূহ উন্মূলিত করেন, যিনি মায়া-জনিত গুণত্রয়ের সহিত নির্লিপ্ত থাকিতে সক্ষম, যিনি ভরণপোষণের উপযোগী যোগক্ষেম পর্য্যন্ত বর্জ্জন করেন, তিনিই সেই দুরত্যয়া গুণময়ী-মায়ার আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পান। ৪৭।

নির্ম্মায়াবশত যিনি সমস্ত কর্ম্মফল বর্জ্জন করেন, সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসও করেন, তিনিই সেই সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগ জন্য নির্দ্বন্দ্ব হন্। ৪৮।

সেই গুণাতীত ভক্তিসম্পন্ন-পুরুষ মায়াবিহীনতা প্রযুক্ত নির্দ্বন্দ্ব হইলে, তিনি তখন সেই বিধি-নিষেধাত্মক চতুর্ব্বেদও পরিত্যাগ করেন। তাঁহার সেই বিধিনিষেধাত্মক বেদ সমুদয় পরিত্যাগ হইলে, তিনি তখন কেবল অবিরত স্ফুরিত শুদ্ধ-অখণ্ডানুরাগ প্রাপ্ত হন্। ৪৯।

ঐ প্রকার মহাত্মা অগ্রে নিজে মুক্ত হইয়া অন্যান্য সমস্ত লোককে মুক্ত করেন। ৫০।

সপ্তম অনুবাক।

প্রেমের 'স্বরূপ' কোন বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সেইজন্যই প্রেমের 'স্বরূপ' অনির্ব্বচনীয়। ৫১।

কোন ব্যক্তির কথা কহিবার ক্ষমতা না থাকিলে —সে কোন সামগ্রী আস্বাদন করিলে যেমন তাহার গুণ বলিতে সক্ষম হয় না, তদ্রূপ প্রেম আস্বাদিত হইলে বা সম্ভোগ করিলে যে কি সুখ বোধ হয়, তাহাও বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। ৫২।

কিন্তু কোন কোন প্রেমসম্পন্ন পাত্রে, সেই

প্রেম প্রকাশ হয়। ঐ প্রকার প্রকাশ হইবার কারণ, প্রেমাস্পদ। কারণ, প্রেমাস্পদের বিদ্যমানতা না থাকিলে, প্রেম কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না। প্রেমিকের অন্তরে প্রেম স্ফুরিত হইলে, তাঁহার দেহরূপ পাত্রে সেই প্রেমের অস্তিত্বজ্ঞাপক অনেকগুলি লক্ষণের প্রকাশ হয়। ৫৩।

সর্ব্বগুণরহিত, কামনারহিত, প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল সূক্ষ্মতর অবিচ্ছিন্ন অনুভবই প্রেমের 'স্বরূপ'। ৫৪।

কেহ প্রেমের 'স্বরূপ' প্রাপ্ত এবং অবগত হইলে, তিনি প্রেমই অবলোকন করেন, প্রেমের বিষয়ই শ্রবণ করেন, প্রেমের বিষয়ই বলেন ও প্রেমের 'স্বরূপ'ই চিন্তা করেন। ৫৫।

ত্রিগুণ অথবা আর্ত্তাদি ভেদানুসারে একই প্রেম. ত্রিধা বিভক্ত। ৫৬।

পূর্ব্বস্থত্রানুসারে অবগত হওয়া যায়, ত্রিবিধ গুণভেদানুসারে প্রেমও ত্রিবিধ। সত্ত্ব-গুণাত্মক যে প্রেম, তাহা সাত্ত্বিক প্রেম ; রজো-গুণাত্মক যে প্রেম, তাহা রাজস প্রেম এবং তম-গুণাত্মক যে প্রেম, তাহা তামস প্রেম। সর্ব্বোত্তর তামস প্রেমাপেক্ষা তৎপূর্ব্ব রাজস প্রেম শ্রেয়স্কর। সাত্ত্বিকপ্রেমোত্তর বা সাত্ত্বিক প্রেমের পরবর্ত্তী যে রাজস প্রেম, তাহা অপেক্ষা তৎপূর্ব্ব সাত্ত্বিক প্রেমই শ্রেয়স্কর। সেইজন্যই বলা হইয়াছে, উত্তরোত্তর শ্রেণীর প্রেম অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্ব শ্রেণীর প্রেম শ্রেয়স্কর। আর আর্ত্তাদি ভেদক্রমে যে তিন প্রকার প্রেম আছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বোত্তর

শ্রেণীর প্রেমাপেক্ষা মধ্যম শ্রেণীর প্রেম মঙ্গল-জনক। তাহাপেক্ষা সর্ব্বশেষশ্রেণীর যে প্রেম, তাহাই সুমঙ্গলজনক। ঐ ত্রিবিধ প্রেমসম্পন্ন-দিগের মধ্যে অর্থার্থী-প্রেমিকই নিকৃষ্ট-প্রেমিক। সেই অর্থার্থী—প্রেমিক অপেক্ষা জিজ্ঞাসু-প্রেমিকই শ্রেষ্ঠ। সেই জিজ্ঞাসু-প্রেমিক অপেক্ষা আর্ত্ত-প্রেমিকই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৫৭।

অষ্টম অনুবাক।

জ্ঞান-বিষয়িণী সাধনা সকল অপেক্ষা ভক্তি-বিষয়িণী সাধনা সকল সহজ বলিয়া, ভক্তি অতি সুলভ। ৫৮।

ভক্তি যে সুলভ, সে সম্বন্ধে স্বয়ং ভক্তিই

প্রমাণ বলিয়া, সে সম্বন্ধে অপর কোন প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। ৫৯।

ভক্তি শান্তিরূপা, ভক্তি পরমানন্দরূপা। সেইজন্য ভক্তির সাধনা সকলও কষ্টসাধ্য নহে। কারণ, যাহার সহিত শান্তি এবং পরমানন্দের সংস্রব, তাহা লাভ করিবার জন্য স্বভাবতই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা লাভ করিতে কোন ক্লেশবোধ হয় না। সেইজন্য জ্ঞানাপেক্ষা ভক্তি অবশ্যই সুলভ। ৬০।

শান্তি এবং পরমানন্দরূপা-ভক্তি-শক্তিসম্পন্ন যিনি, তাঁহার স্বভাবতই কোন লোকের অহিত-চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি হয় না। সেই জন্যই এই সূত্রে বলা হইয়াছে, লোকের অপকার-চিন্তা ঐ প্রকার ভক্তের কার্য্য নহে। কারণ, লোক-বিধিনিষেধাত্মক-

বেদশীল ঐ প্রকার ভক্তলোক, লৌকিক ব্যাপার-সমূহ, বিধিনিষেধাত্মক-বেদ সকল এবং অবশেষে আপনাকে পর্য্যন্ত ভগবচ্চরণে নিবেদন করিয়াছেন বলিয়া, ঐ সকলের কোনটীতেই তাঁহার অনুরাগ নাই। তিনি সর্ব্বত্যাগী বলিয়া তাঁহার কোন লোকের অনিষ্ট-চিন্তাতেও প্রয়োজন নাই, তাহাতে আস্থাও নাই। ৬১।

ঐ প্রকারে অন্যান্য সমস্ত এবং আপনাকে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে ভগবচ্চরণে নিবেদন করিতে না পারিলে, লৌকিক ব্যবহার সকল বর্জ্জনীয় নহে ; কিন্তু সেই সকলের ফলত্যাগ কর্ত্তব্য। তাহাতে অপারক হইলে, তাহা সম্পন্ন করিবার সাধনা করা বিধেয়। ৬২।

যে পুরুষ লৌকিকতা, সমস্ত বেদাচার, নিজের

সর্ব্বস্ব এবং নিজেকে পর্য্যন্ত ভগবচ্চরণে সমর্পণ করিতে পারেন নাই, তিনি সিদ্ধ-ভক্ত নহেন। তিনি ভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত থাকিলে, সাধক-ভক্তের পক্ষে যে সকল নিষেধ নির্দ্ধারিত আছে, সে সকলের মধ্যে তাঁহার কোন প্রকার স্ত্রী-ধনসম্বন্ধে শ্রবণ নিষিদ্ধ, নাস্তিক চরিত্র শ্রবণ নিষিদ্ধ এবং নিজের বৈরী-চরিত্র শ্রবণ করাও নিষিদ্ধ। ৬৩।

ঐ প্রকার সাধকের পক্ষে অভিমান ও দম্ভ বর্জ্জনীয়। ৬৪।

ঐ প্রকার সাধকের পক্ষে সমস্ত আচার হরিতে অর্পণ করিয়া, তাঁহার নিজের কাম-ক্রোধাভিমান প্রভৃতি সেই হরির প্রতিই করণীয়। ৬৫।

কোন শুদ্ধ-ভক্ত যখন অবগত হন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, এই যে ত্রি-রূপ বা অপর কোন্

ত্রি-রূপ, এক পরমেশ্বরেরই—তখন তাঁহার ত্রি-রূপকে অভেদ বা একই বোধ হয়। ঐ প্রকার বোধদ্বারাই সেই পরমেশ্বরীয় ত্রি-রূপ ভঙ্গসম্পন্ন হইয়া থাকে এবং পরমেশ্বর যে অদ্বিতীয়, ইহাই বোধ হইয়া থাকে। তখনই সেই অদ্বিতীয় পরম-প্রেমাস্পদ-পরমেশ্বরের প্রতি শুদ্ধ-প্রেমিক-ভক্তের প্রেম, কার্য্য করিতে থাকে। সেই প্রেম, দাস্যভাবাত্মক লক্ষণ সকল দ্বারা বা মধুর-রসাত্মক-কান্তা-ভাবাত্মক লক্ষমণ সকল দ্বারা সেই অদ্বিতীয় পরম-প্রেমাস্পদ-পরমেশ্বরের প্রতিই স্ফুরিত হইয়া থাকে। সেইজন্যই এই সূত্রে বলা হইয়াছে—"সাধক-ভক্ত যখন সমস্ত আচার হরিতে' অর্পণ করত তাঁহার নিজের কামক্রোধাভিমান প্রভৃতিও সেই হরিব প্রতিই নিয়োজিত করিতে সক্ষম হন,

তখনই তাঁহাতে শুদ্ধ অদ্বৈতবোধ স্ফুরিত হয়। তখন তিনি পরমেশ্বরীয় ত্রি-রূপ ভঙ্গপূর্ব্বক নিত্য-দাস্যভাব অথবা নিত্য-কান্তাভাবাত্মক প্রেম দ্বারা সেই পরম-প্রেমাস্পদ-পরমেশ্বরের ভজনা করিতে সমর্থ হন্।" সেইজন্যই বলা হইয়াছে, ঐ প্রকার সাধকের পক্ষে পরমেশ্বরীয় ত্রি-রূপ ভঙ্গপূর্ব্বক সেই পরম-প্রেমাস্পদ-পরমেশ্বরের নিজে নিত্যদাস অথবা নিজে নিত্য-কান্তা বোধ করিয়া শুদ্ধ-প্রেমময়ীক্রিয়াযোগ দ্বারা তাঁহার ভজনা করা বিধেয়। সেইজন্যই বলা হইয়াছে,—

"ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বকং নিত্যদাস
নিত্যকান্তা।
ভজনাত্মকং বা প্রেমএব কার্য্যং
প্রেমএব কার্য্যম্" ইতি। ৬৬।

নবম অনুবাক।

ঐকান্তিকী-ভক্তিসম্পন্ন ভক্তগণই সকলের প্রধান। ৬৭।

একান্ত-ভক্তগণ পরস্পর সম্মিলিত হইলে কণ্ঠাবরোধ, রোমাঞ্চ এবং অশ্রুবিন্দু সকল দ্বারা তাঁহারা পরস্পর সম্ভাষিত হইয়া প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ সাধনী-শক্তি দ্বারা নিজকুল এবং ধরণী পবিত্র করিয়া থাকেন। ৬৮।

ঐ সকল ভক্তগণ তীর্থ সকলে সমাগত হইয়া, সে সকলের প্রত্যেকটীকে পরম-তীর্থ করেন। তাঁহাদের কৃত কর্ম্ম সকলের প্রত্যেকটীকে সুকর্ম্ম-রূপে পরিণত করেন। তাঁহারা আপনাদিগের

ইচ্ছানুসারে শাস্ত্র সকলের প্রত্যেক খানিকেই সৎ-শাস্ত্র করেন। ৬৯।

ঐ সকল ভক্ত হরিময়। সেইজন্য তাঁহারা শক্তিসম্পন্ন। তাঁহারা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বলিয়াই তীর্থ সকলে তাঁহাদের আগমন হইলে, তীর্থ সকল পরম-তীর্থ হয়। সেইজন্যই তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলও সুকর্ম্ম হয়। সেইজন্যই তাঁহাদের ইচ্ছা হইলে সর্ব্বশাস্ত্রই সৎ-শাস্ত্র হইতে পারে। তাঁহারা সেই সর্ব্বশক্তিমান্ হরির সহিত অভিন্ন। সেইজন্যই তাঁহাদের 'তন্ময়া' বলা হইয়াছে। ৭০।

একান্ত-ভক্তগণ কর্ত্তৃক পিতৃ-পুরুষেরা পুলকিত হন্, তাঁহাদের দর্শনে ও তাঁহাদের সংস্রবে দেবতারা নৃত্য করেন এবং এই ভূমণ্ডল নাথসম্পন্ন হয়। ৭১।

সেই সকল নিরভিমান ভক্তের জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে পার্থক্য নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকেই ঐ সকল সম্বন্ধে অদ্বৈতজ্ঞানী। ৭২।

উক্ত শ্লোকানুসারে অবগত হওয়া যায়, নানাজাতীয় নানা ব্যক্তি ভক্ত হইলে, তাঁহাদের আর জাতি সম্বন্ধে পার্থক্য থাকে না। তখন তাঁহাদের সকলেরই এক জাতি বা বর্ণ হয়। যেহেতু তাঁহারা হরির। ৭৩।

দশম অনুবাক্।

সাধক-ভক্তের তর্ক অকরণীয়। কারণ, তর্ক করিলে সংশয় ও অবিশ্বাস হয়। তর্ক দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট হয়। ৭৪।

সাধনা।

তর্কে বাহুল্য ও অবকাশ আছে বলিয়া এবং তর্ক অনিয়ত বলিয়াই ভক্ত-সাধকের তর্ক করা অকর্ত্তব্য। কারণ তর্ক করিবার সময় বহু বাক্যব্যয় করিতে হয় বলিয়া, তর্ক সহজে অল্পসময়-মধ্যে মেটে না। অথচ তাহা উভয় পক্ষীয় কোন তার্কিকেরই উপকারজনক হয় না। বরঞ্চ তাহা উভয় পক্ষেরই অনিষ্টকর হয়। সেইজন্য তর্ককে অবকাশ বা শূন্য বলা যায়। সুতরাং সেইজন্য তর্ককে বৃথাই বলা যাইতে পারে। তর্ক, নিত্য-হরি নহে। সুতরাং তাহাকে নিয়ত না বলিয়া অনিয়তই বলিতে হয়। যাহা অনিয়ত, তাহাই অনিত্য। সুতরাং সাধক-ভক্তের তাহাতে অনুরাগ হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ৭৫।

সাধক-ভক্তগণের পক্ষে ভক্তি-বিষয়ক শাস্ত্র

সকল মনন করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের পক্ষে ভক্তি-বৃদ্ধিকারক কর্ম্ম সকলও অনুষ্ঠেয়। ৭৬।

তাঁহারা সুখ-দুঃখ ইচ্ছা-লাভাদি ত্যাগে ভজনোপযোগী ভবিষ্যকালের প্রতীক্ষা না করিয়া, বৃথা ক্ষণার্দ্ধ অতিবাহিত করেন না; তাঁহারা নিয়তই হরি-ভজনা করেন। ৭৭।

ঐ প্রকার সাধকের পক্ষে অহিংসা, সত্য, শুদ্ধাচার, দয়া এবং আস্তিকতা প্রভৃতি পালনীয়। ৭৮।

নিশ্চিন্তার সহিত সর্ব্বদা সর্ব্বভাব দ্বারা ভগবান্ ভজনীয়। ৭৯।

সঙ্কীর্ত্তন দ্বারা অর্চ্চিত হইলে ভগবান্ শীঘ্রই আবির্ভূত হন এবং নিজ আবির্ভাব—সেই সঙ্কীর্ত্তন-স্থলের সমস্ত সিদ্ধ-ভক্তগণকে অনুভব করান। ৮০।

সেইজন্যই ভক্তির মহাগৌরব। ত্রি-সত্য-যুগেই ভক্তি গরীয়সী—ত্রি-সত্যযুগেই ভক্তি গরীয়সী। সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর, এই তিন যুগই মিথ্যা নহে। সেইজন্য ঐ তিন যুগকেই ত্রি-সত্য বলা হইয়াছে। অথবা ত্রি-সত্য শব্দ, ত্রি-কালবাচকও বলা যাইতে পারে। বর্ত্তমান, ভূত এবং ভবিষ্যৎ, এই ত্রি-কালই সত্য; এই ত্রি-কালেই ভক্তির প্রাধান্য। অথবা ত্রি-সত্য শব্দ—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরবাচকও বলা যাইতে পারে। ঐ ত্রি-সত্যে, ভক্তিই গরীয়সী; কারণ, পূর্ব্ব সূত্রানুসারে ঐ ত্রি-মূর্ত্তিই অভেদ, সুতরাং ঐ ত্রিমূর্ত্তিতে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ। ঐ ত্রি-সত্য শব্দের অন্যান্য অর্থও করা যাইতে পারে। ৮১।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভগবানের প্রতি ভক্তির

উদ্রেক হইলে, সেই ভক্তিকে দিব্য-ভক্তি বলা যাইতে পারে। সেই দিব্য-ভক্তি দিব্যাসক্তিময়ী। নারদের মতে সেই—একা-দিব্যাসক্তিময়ী ভক্তির একাদশ প্রকার বিকাশ। সেই সকলের প্রথম বিকাশ গুণমাহাত্ম্যাসক্তি, দ্বিতীয় বিকাশ রূপাসক্তি, তৃতীয় বিকাশ পূজাসক্তি, চতুর্থ বিকাশ স্মরণাসক্তি, পঞ্চম বিকাশ দাস্যাসক্তি, ষষ্ঠ বিকাশ সখ্যাসক্তি, সপ্তম বিকাশ কান্তা-সক্তি, অষ্টম বিকাশ বাৎসল্যাসক্তি, নবম বিকাশ আত্মনিবেদনাসক্তি, দশম বিকাশ তন্ময়াসক্তি, একাদশ বিকাশ পরমবিরহাসক্তি। ৮২।

কুমার, ব্যাস, শুকদেব, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিল্য, শেষ, উদ্ধব, বারুণি, বলী, হনূমান্, বিভীষণ প্রভৃতি ভক্তাচার্য্যদিগের সহিত সুপ্রসিদ্ধ

ভক্তাচার্য্য ব্রহ্মর্ষি নারদের ভক্তিসম্বন্ধে অনৈক্য না থাকায়, তিনি তাঁহাদের প্রতিবাদসূচক বিদ্রূপকে ভয় না করিয়া, এই ভক্তি-শাস্ত্র দ্বারা ভক্তি-সম্বন্ধে নিজ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ৮৩।

যিনি এই ব্রহ্মর্ষি নারদ কথিত ভক্তি বিষয়ক মঙ্গলজনক শিবানুশাসন বিশ্বাসের সহিত শ্রদ্ধা করেন, তিনিই ভক্ত হন্। তিনিই নিশ্চিত আপনার প্রেমাস্পদ সেই প্রিয়নাথ-শ্রীহরিকে লাভ করেন। ৮৪।

সমাপ্ত।

মুক্তি।

মুক্তি।

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

চিন্তা অপেক্ষা উৎকট ব্যাধি নাই। নিশ্চিন্তা অপেক্ষা নির্ব্ব্যাধি নাই। মুক্তি ব্যতীত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তায় অধিকার হয় না। সেইজন্যই মুক্তির বিশেষ প্রয়োজন। ১।

দাস্ত ও প্রভুত্ব, উভয়ই বন্ধন। কিন্তু কৃষ্ণ-দাস্ত, সংসার হইতে মুক্ত হইবার হেতু। ২।

সাযুজ্যমুক্তি ব্যতীত বৈষ্ণব, বিষ্ণুত্ব পাইতে

পারেন না। অনেক বৈষ্ণব সাযুজ্যমুক্তি চাহেন না। তাঁহাদের বিষ্ণুসেবাতেই বিশেষ আনন্দ। ৩।

এক দেহ পরিত্যাগ করিলে আবার অপর দেহ অবলম্বন করিতে হয়। তাহা মুক্তি, শান্তি এবং প্রকৃত সুখের কারণ নহে। আত্মজ্ঞানবশতঃ ত্রিবিধ-দেহত্যাগ হইয়া থাকে। কেবল স্থূল-দেহত্যাগই মুক্তি নহে। ৪।

জীবত্বের নাশই পরা-মুক্তি। তাহাই পরমা-শান্তির জননী। তাহাই পরমসুখের কারণ। ৫।

অনেকের ধারণা, কাশীক্ষেত্রে মৃত্যু হইলে মুক্তিলাভ হয়; কিন্তু কাশীখণ্ডের মতে, কেবল কাশীতে মরিলেই মুক্তি হয় না। কাশীখণ্ডের মতে, কাশীতে নিষ্পাপভাবে বাস করিয়া মৃত্যু হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে। ৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

অনেক আর্য্যশাস্ত্রেই মুক্তির উল্লেখ আছে। সকল প্রকার মতের মুক্তির লক্ষণ একপ্রকার নহে। ১।

অনেক বৈষ্ণবশাস্ত্রেই পঞ্চ-প্রকার মুক্তি স্বীকার করা হইয়াছে। সেই পঞ্চ-প্রকার মুক্তির মধ্যে প্রথম প্রকার সার্ষ্টি, দ্বিতীয় প্রকার সালোক্য, তৃতীয় প্রকার সামীপ্য, চতুর্থ প্রকার সারূপ্য ও পঞ্চম প্রকার সাযুজ্য। কাশীখণ্ড প্রভৃতির মতে নির্ব্বাণও এক প্রকার মুক্তি। জীবন্মুক্তি-গীতা প্রভৃতির মতে, জীবন্মুক্তিও এক প্রকার মুক্তি। অষ্টাবক্র-সংহিতা প্রভৃতির মতে, বিদেহ-কৈবল্যও এক প্রকার মুক্তি। অনেক শাস্ত্রমতে, কৈবল্যই চরম-মুক্তি। ঐ সকল ব্যতীত আরও

কত প্রকার মুক্তি আছে। প্রয়োজনানুসারে অন্যান্য সময়ে সে সকল বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। ২।

তৃতীয় অধ্যায়।

অনেক শাস্ত্রেই ভক্তির প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডীয় সপ্তম অধ্যায়মতে,—

"ভক্তির্জনিত্রী জ্ঞানস্য, ভক্তির্মোক্ষ-
প্রদায়িনী।
ভক্তিহীনেন যৎ কিঞ্চিৎ কৃতং সর্ব্ব-
মসৎসমম্॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে ভক্তি-সাহায্যে মোক্ষলাভও হইয়া থাকে। যোগবাশিষ্ঠের মতে, মানসা-শান্তিই মোক্ষ। উক্ত গ্রন্থে বলা হইয়াছে,—

"মনঃ প্রশমনো রাম! মোক্ষ
ইত্যভিধীয়তে॥"

উক্ত যোগবাশিষ্ঠের তৃতীয় সর্গের অষ্টম শ্লোকে বাল্মীকি কহিয়াছেন,—

"অশেষেণ পরিত্যাগো বাসনানাং
য উত্তমঃ।
মোক্ষ ইত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্! সএব বিমলঃ
ক্রমঃ॥"

উক্ত শ্লোকানুসারে অবধারণ করিতে হয় বাসনা সকলের সম্পূর্ণ ত্যাগই উত্তম-মোক্ষ।

শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—

"মুক্তির্হিত্বান্যথারূপ্যং স্বরূপেণ
ব্যবস্থিতিঃ ॥"

চতুর্থ অধ্যায়।

বদ্ধ-জীবের পুরুষার্থ নাই। মুক্তিলাভ হইলেই প্রকৃত পুরুষার্থ লাভ হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ সাঙ্খ্যদর্শনে ভগবান্ কপিলদেব কহিয়াছেন,—

"ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্তনিবৃত্ত্যত্যন্ত-
পুরুষার্থঃ ॥"

যথার্থই ত্রিবিধ-দুঃখের অতিশয় নিবৃত্তিই পরম-পুরুষার্থ। কারণ, ঐ ত্রিবিধ-দুঃখ থাকিতে পরম-

পুরুষার্থজনিত পূর্ণ-স্বাধীনতা লাভ হওয়া অতি অসম্ভব। পূর্ণ-স্বাধীনতা যাঁহার আছে, প্রকৃত কথায় তিনিই পুরুষ। সেই পুরুষের অধীন প্রকৃতি, কিন্তু তিনি প্রকৃতির অধীন নহেন। পুরুষত্ব লাভ হইলে আর জীবত্ব থাকে না। জীবত্বের অভাবে কেবল শিবই হইতে হয়। পরিমিত লবণপিণ্ডের সহিত মহাসমুদ্রের অত্যন্ত সংস্রব হইলে, সেই পরিমিত লবণপিণ্ডের অভাব-বশতঃ কেবলমাত্র জলরাশিই বিদ্যমান থাকে। জীবের অভাবে কেবল শিবই বিদ্যমান থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

শরীর, ত্রিবিধ। স্থূল-শরীর বা জড়-শরীর, সূক্ষ্ম-শরীর এবং কারণ-শরীর। অস্থি, মাংস,

মুক্তি।

শোণিত প্রভৃতির সমষ্টি যে শরীর, তাহাকেই স্থূল-শরীর বলা হইয়া থাকে। সেই স্থূল-শরীরের অভ্যন্তরে ষট্চক্র বিদ্যমান। সেই ষট্চক্রের সর্ব্বাধচক্রের নাম, মূলাধার-চক্র। সেই চক্রেই ভূলোক অবস্থিত। সেই ভূলোকে বা পৃথিবীতে জীব বা জীবাত্মার বাসস্থান। ঐ ভূলোকে বা পৃথিবীতে যতকাল বদ্ধভাবে জীবের অবস্থিতি থাকে, ততকাল সেই জীবকে মুক্ত বলা যায় না; কিন্তু ঐ জীব যখন সেই ভূলোক হইতে সহস্রার স্থিত ব্রহ্মলোকে বা শিবলোকে যাইতে সক্ষম হন, তখনই তাঁহার জৈবভাবের নিবৃত্তি হয়। সেই জৈবভাবের নিবৃত্তিকেও এক প্রকার মুক্তি বলা যাইতে পারে। ১।

সম্পূর্ণ 'রেচক' অভ্যাস দ্বারা তাহাতে সিদ্ধ

হইলে, মূলাধার-চক্রস্থ ভূলোক হইতে অয়স্কান্তমণি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট লৌহের ন্যায়, সেই সহস্রারস্থিত পরমশিব কর্ত্তৃক জীব আকৃষ্ট হন্। সেই আকর্ষণ দ্বারা সুষুম্নার মধ্যগত ব্রহ্মনাড়ীর বা জ্ঞাননাড়ীর মধ্য দিয়া মুক্ত-জীব পরমশিবে সঙ্গত হন। তখনই উভয়ের ঐক্য বা যোগ হয়। সেই যোগজনিত আনন্দ, সেই মুক্ত-জীবই সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সেইজন্য তখন তাঁহাকে যোগানন্দ বলা যাইতে পারে। জীব ঐ প্রকারে যোগানন্দ হইলে, অনুলোম-বিলোমক্রমে সর্ব্বচক্রে ভ্রমণ করিলেও তিনি অজ্ঞানে অভিভূত হন্ না। ২।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

যে নিজে সংসারী, সে অপর একজন সংসারীকে দোষে কেন ? অপর সংসারীকে দূষিবার পূর্ব্বে নিজের সংসার ত্যাগ করা উচিত। ১।

যে ব্যক্তি পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে, তাহাকে কেবল পথহারা হইয়া ঘুরিতেছ কেন বলিলে, তাহার কি উপকার হইবে ? তাহার গন্তব্যপথ যদি জান, তাহা দেখাইয়া দাও। সংসারী হইয়া থাকা মন্দ বলিয়া, কেবল একজন সংসারীকে দূষিলে কি হইবে ? তোমার যদি ক্ষমতা থাকে, তাহার সংসার হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দাও। ২।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

এরূপ অনেক অসচ্চরিত্র লোক আছেন, যাঁহারা আপনারাও কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না, অন্য কেহ তাহা করিবার উদ্যম করিলে ক্ষমতানুসারে বাধা দিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারাই মুক্তির মহাপ্রতিবন্ধক। তাঁহাদের কুসঙ্গ, সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। ১।

নিজের মানসী-কুবৃত্তি সকলও মুক্তিলাভের বিষম-বাধা। সচৈতন্য-গুরু-নির্দ্দেশিত সাধনার দ্বারা ঐ সকল বাধা অপসৃত করিয়া মুক্তিলাভের অধিকারী হইতে হয়। ২।

আবদ্ধ-জল মলিন হইলে, তাহাকে নির্ম্মল করা অতি কঠিন। সংসারীলোককে আবদ্ধজলের ন্যায় জানিবে। ৩।

মুক্ত।

যিনি সহজেই কোন জীবের রূপ ও গুণে মুগ্ধ হন্, তাঁহার মুক্ত হইবার অনেক বিলম্ব আছে। ৪।

অনেক সংসারীজীব ললনার উপাসনায় যত রত, তাঁহারা যদি পরমেশ্বরের উপাসনায় তত রত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মুক্তির অধিকারী হইবার কি আর অবশিষ্ট থাকিত ? ৫।

স্বর্গীয় বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য—ঈশ্বরীয় কথা শুনিবার জন্য যাঁহার আগ্রহ আছে, তাঁহার মধ্যে সদ্ভাবও আছে। তিনি মুমুক্ষু। কোন দিন তাঁহার অবশ্যই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। ৬।

বাসনা নিবৃত্তি হইলে, আশা নিবৃত্তি হয়। বাসনা থাকিতে আশার নিবৃত্তি হইতে পারে না। ৭।

অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে, অভক্তি নিবৃত্তি হয়। অজ্ঞানবশতই অভক্তি স্ফুরিত হয়। ৮।

অজ্ঞানবশতই জীবের নানাপ্রকার বন্ধন। অজ্ঞানবশতই জীবের অমঙ্গল হইয়া থাকে। অজ্ঞান নিরাকৃত হইলে, কোন বন্ধন এবং কোন অমঙ্গলই থাকে না। অজ্ঞানই জীবের বিষম-বন্ধন। আজ্ঞনই অন্ধকার। ৯।

দিব্যজ্ঞানময়ী ঐশী-জ্যোতিতে যখন মনো-মন্দির আলোকিত হয়, তখনই অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হয়। ১০।

অন্ধকার, অলোককে আবৃত করিতে পারে না, আলোকই অন্ধকারকে আবৃত করে। অজ্ঞানান্ধকার, জ্ঞানালোককে আবৃত করিতে পারে না, জ্ঞানালোকই অজ্ঞানান্ধকারকে আবৃত করিতে পারে। জ্ঞানালোকেরই মহীয়সী-শক্তি। ১১।

নির্ম্মায়া-শক্তিই চিৎ-শক্তি। সেই চিৎ-শক্তিই

কালী। তাঁহারই এক বিকাশের নাম দিব্যজ্ঞান। সেই দিব্যজ্ঞান, গুরুরূপ-পরম-শিবে নিহিত থাকে। বদ্ধ-জীব গুরু-কৃপাবলেই সেই দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া দুঃখময় সংসার হইতে অব্যাহতি পাইয়া থাকেন। ১২।

নানা বিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে। দিব্যজ্ঞানের সহিত তুলনা করিলে সে সমস্তকেই অজ্ঞান বলিতে হয়। ১৩।

যিনি দিব্যজ্ঞানরূপ সূর্পে ঝাড়িয়া সকল ধর্ম্মের সকল সার গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি ধর্ম্ম-জগতে একজন সামান্য লোক নহেন। তাঁহার যেরূপ দিব্যজ্ঞান, সেরূপ দিব্যজ্ঞান সুলভ নহে। ১৪।

দিব্যজ্ঞান লাভ হইলেই সংসার হইতে মুক্তি

লাভ হইয়া থাকে। সংসার হইতে মুক্তিলাভ হইলেই প্রকৃত স্বাধীন হওয়া যায়। সংসার হইতে মুক্তিলাভ হইলেই শান্ত হওয়া যায়। সংসার হইতে মুক্তিলাভ হইলেই মহান্ত হওয়া যায়। প্রকৃত মহান্ত যিনি, তিনিই প্রকৃত কৃষ্ণ-ভক্ত। ১৫।

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

'আমি-আছি' বোধ যে শক্তি প্রভাবে হয়, তাহাই অহঙ্কার। সেই অহঙ্কার-প্রসূতই মমতা। ১।

কাহারও বা অধিক মমতা, আর কাহারও বা অল্প মমতা। প্রত্যেক জীবেই অল্প বা অধিক পরিমাণে মমতা আছে। ২।

অহঙ্কার থাকিতে একেবারে মমতাশূন্য হওয়া যায় না। ৩।

দয়া অপেক্ষা মমতা অধিক বন্ধন। এক ব্যক্তির অভাব, দুঃখ কিম্বা শোক দেখিয়া দয়ার উদ্রেক

হইলে, সেই অভাবের—সেই দুঃখের কিম্বা শোকের নিবৃত্তি করিতে পারিলে, সে ব্যক্তি সম্বন্ধে দয়ারও নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু যাঁহাদের প্রতি মমতা আছে, তাঁহাদের অদর্শনে বরঞ্চ সেই মমতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাঁহাদের বিয়োগ হইলেও সেই মোহিনী-মমতার নিবৃত্তি হওয়া দুষ্কর। ৪।

'আমি-আছি' বোধ না থাকিলে, 'আমার কিছু আছে'ও বোধ থাকে না। ৫।

'এক-আছে' যাহার বোধ আছে, 'বহু-আছে'ও তাহার বোধ আছে। ৬।

যে জ্ঞান দ্বারা নিজের অস্তিত্ববোধ হয়, সেই জ্ঞান দ্বারাই অন্যান্য সকলেরও অস্তিত্ববোধ হয়। ৭।

'আমি-আছি' বোধ ব্যতীত অন্য কিছু আছে,

বোধ হয় না। নিজের অস্তিত্ববোধই সকল বোধের কারণ। ৮।

নিজের অস্তিত্ববোধক জ্ঞান অব্যক্ত থাকিলে, ব্রহ্মজ্ঞানও স্ফুরিত হইতে পারে না। ৯।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মমতারই অপর নাম, 'বন্ধনাত্মক-অনুরাগ' দেওয়া যায়। মমতা যাঁহার নাই, তাঁহার ঐ প্রকার অনুরাগও নাই। ঐপ্রকার অনুরাগশূন্য যিনি, তিনিই বৈরাগী। ১।

যিনি নিরহঙ্কার হইয়াছেন, তাঁহার কোন বস্তুতে মমতাও নাই। মমতা যাঁহার নাই, তাঁহার কিছুতে

'বন্ধনাত্মক-অনুরাগ'ও নাই। বন্ধনাত্মক-অনুরাগশূন্য ব্যক্তিই প্রকৃত বৈরাগী বৈরাগীই মুক্ত। ২।

মমতার জনক, অহঙ্কার। নিরহঙ্কার হইতে নির্ম্মমতার উৎপত্তি। বৈরাগীই নিরহঙ্কার—অতএব তাঁহার কিছুতেই মমতা নাই। বৈরাগী, সম্পূর্ণ নির্ম্মম। নির্ম্মম যিনি,তাঁহার কৃষ্ণ ব্যতীত কিছুতেই অনুরাগ নাই। যাঁহার কৃষ্ণ ব্যতীত কিছুতেই অনুরাগ নাই, তিনিই মুক্ত। ৩।

চতুর্থ ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

যিনি কখনও বদ্ধ হন্ নাই এবং যাঁহার কখন বদ্ধ হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাঁহারই পক্ষে মুক্তি, তুচ্ছ। তুমি মায়া দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ রহিয়াছ—অথচ তুমি মুক্তি চাহ না বলিতেছ; এ তোমার কি প্রকার কথা? তোমার পক্ষে মুক্তি, তুচ্ছ নহে—তোমার পক্ষে মুক্তি, অতি দুর্লভ। ১।

পরমেশ্বর-শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যান্য সমস্তে বীতরাগই মুক্তি। ২।

পরমেশ্বর-শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ অনুরাগ হইলে; অন্য বস্তুতে আর অনুরাগ থাকে না। ৩।

সংসার হইতে যাঁহার মনের ত্রাণ হইয়াছে, তিনিই মুক্ত। সংসার হইতে মুক্ত হইবার পদ্ধতি শিক্ষার নামই মন্ত্র-শিক্ষা। মন্ত্র-শিক্ষার পরে মন্ত্র-দীক্ষা লাভ হইলে মুক্তি হয়। ৪।

সিদ্ধ-জ্ঞানীও মুক্ত, সিদ্ধ-ভক্তও মুক্ত। সাংসারিক কোন বিঘ্নই তাঁহাদের স্পর্শ করিতে পারে না। ৫।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জীবন্মুক্তি। পরমাসুন্দরী যুবতী দেখিলেও যে যুবকের কামভাবের উদ্দীপনা হয় না, তিনিই জীবন্মুক্তির অধিকারী। ১।

জীবন্মুক্ত-পুরুষ যিনি হইয়াছেন, তিনি জীব নহেন। তিনি জীবের ন্যায় কোন অসৎকার্য্যও করেন না। ২।

মুক্তি।

যিনি জীবিতাবস্থায় মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত-পুরুষ বলা যায়। ৩।

কাহারও দৈহিক সৌন্দর্য্যে এবং যৌবনে যিনি মুগ্ধ না হন্, তিনিই জীবন্মুক্তপুরুষ। ৪।

যাঁহার কাহারও সহিত শত্রুতা কিম্বা মিত্রতা নাই, তিনিই জীবন্মুক্ত-পুরুষ। ৫।

পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, পত্নী ও পুত্র-কন্যা প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণের প্রতি পর্য্যন্ত যাঁহার স্নেহ-মমতা নাই, তিনিই জীবন্মুক্ত-পুরুষ। ৬।

যাঁহার পক্ষে সুখ্যাতি এবং অখ্যাতি তুল্য, তিনিই জীবন্মুক্ত-পুরুষ। জীবন্মুক্ত-পুরুষের সুখ্যাতিতেও আনন্দ নাই, অখ্যাতিতেও নিরানন্দ নাই। যিনি যৌবনে নিষ্কাম হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত-পুরুষ। ৭।

যাঁহার নির্ম্মল স্বভাব, যিনি অতি সরল, বিদ্রূপ করিলে যাঁহার রাগ হয় না, তিরস্কার করিলে যাঁহার রাগ হয় না, ঘৃণা করিলে যাঁহার রাগ হয় না, উৎপীড়ন করিলে যাঁহার রাগ হয় না —যাঁহার দুঃখ হয় না, যাঁহার নিন্দা করিলেও রাগের উদয় হয় না—দুঃখের উদয় হয় না, তিনিই জীবন্মুক্ত-পুরুষ। নিয়ত তাঁহার সংসর্গে থাকিলে অজ্ঞানীও জ্ঞানী হয়। ৮।

বন্ধন—যাঁহার পক্ষে বন্ধন নহে, তিনিই জীবন্মুক্ত-পুরুষ। তাঁহার কোন প্রতিবন্ধকই নাই। ৯।

যে জীবন্মুক্ত-আত্মজ্ঞানী-পুরুষের আত্মজ্ঞানই অম্বর হইয়াছে, তিনি সকল প্রকার বেশই পরিত্যাগ করিতে পারেন—অথবা তিনি সকল প্রকার বেশই ধারণ করিতে পারেন। তাঁহার

নির্দ্দিষ্ট কোন বেশ নাই, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কোন সজ্জা নাই। তিনি যে চিদাম্বর—তিনি যে সাম্বর। তিনি সর্ব্ববেশী হইয়াও অবেশী। ১০।

তৃতীয় অধ্যায়।

তুমি জীবন্মুক্ত-পুরুষ যাঁহাকে বলিতেছ, তিনিও এক সময়ে জীবত্ব দ্বারা বদ্ধ ছিলেন। পরমেশ্বর-শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁহার তুলনা, হইতেই পারে না। কারণ, পরমেশ্বরের পক্ষে মুক্তি, অতি তুচ্ছ। পরমেশ্বরের মুক্তির প্রয়োজনই হয় না। যাঁহার বন্ধনও নাই, তাঁহার মুক্তিও নাই। তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই সচ্চিদানন্দ-সদাশিব, তিনিই সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্ম, তিনিই অবদ্ধ-অমুক্ত। ১।

পরমেশ্বরের কখন বন্ধন হয় নাই। সেইজন্য তাঁহাকে চিরমুক্তও বলিতে পার না।

পরমেশ্বরের বন্ধন হয় নাই, সেইজন্য তিনি বদ্ধও নন্—মুক্তও নন্। সুতরাং তিনি মুক্তি সুদুর্ল্লভও বোধ করেন না। তাঁহার পক্ষে মুক্তি, অতি তুচ্ছ পদার্থ। কারণ, তিনি স্বয়ং মুক্তিনাথ। ২।

চতুর্থ অধ্যায়

বিদেহকৈবল্য। বিদেহীর দৈহিক কোন কার্য্যই থাকে না। দেহের সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধই থাকে না। ১।

স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীর হইতে আত্মার স্বতন্ত্রভাবে অবস্থানই বিদেহকৈবল্য। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ-শরীরের সহিত আত্মার যতক্ষণ

সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণ তাহার বিদেহকৈবল্য নহে। মহাত্মা জনক, বিদেহকৈবল্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়া, অদ্যাপি তাঁহাকে বৈদেহী বলা হয়। পরমহংস মুনীশ্বর-শুকদেব গোস্বামীও বিদেহ-কৈবল্য লাভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য অনেক ব্রহ্মর্ষিও বিদেহকৈবল্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ২।

পঞ্চম অধ্যায়।

নির্ব্বাণ। সমস্ত গুণকর্ম্মের অপ্রকাশকে নির্ব্বাণ বলা যায় না। নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ, নাশ বলিলেও বলা যায়। কারণ, অগ্নি নির্ব্বাণ হইলে, তাহা আর থাকে না। ১।

ঐ লৌহ অগ্নি হইয়াছে। লৌহ—অগ্নি ছিল না,

পরেও থাকিবে না। লৌহ, অগ্নি হইয়াছে, অথচ সে লৌহই আছে। শিব, জীব হইয়াছেন। শিব—জীব ছিলেন না, পরেও থাকিবেন না। অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেই যে লৌহ, সেই লৌহই থাকিবে—জীবের নির্ব্বাণ হইলে,কেবল শিবই থাকিবেন। ২।

কাশীতে নিষ্পাপভাবে জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ নামক দেহত্যাগ হইলে, জীবের ঐ ত্রিবিধ-তনু হইতে ত্রাণ হয়। সেই ত্রাণের নামও কেহ কেহ নির্ব্বাণ বলিয়া থাকেন। ৩।

তুমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে না। তোমার অহঙ্কারশক্তি নির্ব্বাণ হইবে। অহঙ্কার-শক্তি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে, তুমি নিরহঙ্কার হইবে—নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হইবে। ৪।

তুমি যতদিন না ঐ প্রকারে নির্গুণ-নিষ্ক্রিয়

হইতে পারিতেছ, ততদিন তোমার নির্ব্বাণ হইবে না। ৫।

অনিত্যের নির্ব্বাণ হইতে পারে। নিত্যের নির্ব্বাণ হয় না। জীব—অনিত্য, তাহার নির্ব্বাণ হইতে পারে। আত্মা—নিত্য, তাঁহার নির্ব্বাণ হয় না। ৬।

আত্মার নির্ব্বাণ হয় স্বীকার করিতে হইলে, যত দেহ—তত আত্মা স্বীকার করিতে হয়। এক আত্মার নির্ব্বাণ হইলে, আরও অবশিষ্ট অনেক আত্মা থাকেন মানিতে হয়। ৭।

কাশীখণ্ডানুসারে জানা যায়, জীব—নিত্য নয়। কাশীখণ্ডের মতে জীবের কাশীতে দেহত্যাগ হইলে, তাহার শিবে নির্ব্বাণ হয়। ৮।

চিরকাল যাহা না থাকে, তাহাই অনিত্য। যে

অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, তাহা আর থাকে না ; সেইজন্য তাহা অনিত্য। কোন জীবরূপ অল্পাগ্নি শিবসাগরে নির্ব্বাণ হইলে, তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না। ৯।

সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প-সমাধির পরে নির্ব্বাণ। আত্মার জীবত্ব নির্ব্বাণ হইলে, আত্মার কৈবল্য হয়। নির্ব্বাণ এবং কৈবল্য অভেদ নাহে। ১০।

নির্ব্বাণের পর কৈবল্য। কৈবল্য, নির্ব্বাণের ফল। ১১।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

কৈবল্য। ক্রিয়াযোগের অন্তর্গত অনেক প্রকার সাধনা আছে। ক্রিয়াযোগের সাহায্যে ধ্যান-যোগে অধিকার হয়। ধ্যানযোগে সিদ্ধ হইলে তবে জ্ঞানযোগী হইতে পারা যায়। জ্ঞানযোগে সিদ্ধ

হইতে পারিলে নির্ব্বাণ হয়। নির্ব্বাণের পরে 'কেবল' হইতে পারা যায়। যিনি 'কেবল' হইয়াছেন, তিনিই প্রকৃত নিগুর্ণ, নিষ্ক্রিয় ও অযোগী হইয়াছেন। ১।

কবে তুমি নিগুর্ণ-নিষ্ক্রিয়-নির্লিপ্ত-অযোগী হইবে? কবে তুমি অসঙ্গ-নিঃসম্বন্ধ হইবে? কবে তুমি 'কেবল' হইবে? ক্রিয়া-শক্তির সঙ্গে তোমার যোগ আছে; সেই যোগ থাকার জন্য তুমি সদসৎ নানা কর্ম্ম কর—সেই যোগ থাকার জন্য তোমাকে সদসৎ নানা কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। ২।

সদসৎ উভয়বিধ ফলভোগই বন্ধন। ক্রিয়া-শক্তির সহিত যখন তোমার অযোগ হইবে, তখনই তুমি সদসৎ কর্ম্মফলরূপ বিষম-বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। ৩।

পাতঞ্জলদর্শনানুসারে জ্ঞানই বুদ্ধিসত্ত্ব। বুদ্ধিসত্ত্ব যাহা, তাহা প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি। বুদ্ধিসত্ত্ব—প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি হইলে, জ্ঞানও প্রকৃতির অংশ প্রকৃতি স্বীকার করিতে হয়; কারণ জ্ঞানই বুদ্ধিসত্ত্ব। আত্মা 'কেবল' হইলে বুদ্ধিসত্ত্ব-জ্ঞানের সঙ্গে তাঁহার আর কোন সংস্রব থাকে না। বুদ্ধিসত্ত্ব-জ্ঞান তখন প্রকৃতিতে লয় হইয়া যায়। ৪।

যোগই কৈবল্যের কারণ;—অথচ কৈবল্য-লাভ হইলে, নির্ব্বিকার ও অযোগী হইতে হয়। যেমন সাধনাই সিদ্ধিপ্রাপ্তির কারণ;—অথচ সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইলে আর সাধনার অনুষ্ঠানও থাকে না। ৫।

সর্ব্বদশার পরবর্ত্তী যাহা, তাহাই কৈবল্য। কৈবল্যের অন্তর্গত কোন প্রকার দশাও নাই।

মুক্তি।

সকল প্রকার সুখ-দুঃখের পরবর্ত্তী কৈবল্য—কৈবল্যের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার সুখও নহে, কোন প্রকার দুঃখও নহে। জ্ঞানাজ্ঞানের পরবর্ত্তী কৈবল্য—কৈবল্যের মধ্যবর্ত্তী জ্ঞানও নহে, অজ্ঞানও নহে। সকল প্রকার সদসৎ কর্ম্মের পরবর্ত্তী কৈবল্য—কৈবল্যের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার সৎকর্ম্মও নহে, কোন প্রকার অসৎকর্ম্মও নহে। সকল গুণের পরবর্ত্তী কৈবল্য—কৈবল্য গুণাতীত। কৈবল্যের মধ্যবর্ত্তী কোন প্রকার গুণই নহে। ৬।

কৈবল্যলাভে সর্ব্বত্যাগ হইতে পারে—কেবল আত্মত্যাগই হইতে পারে না। আমি, আত্মা—আমি আমাকে কি প্রকারে ত্যাগ করিব? আমার সঙ্গে যে সকল বস্তুর সম্বন্ধ আছে, সে সকল বস্তু

ত্যাগ করা যায়; আমার সঙ্গে যে প্রকৃতির, মায়ার, অনাত্মার, অস্মিতার বা অবিদ্যার সম্বন্ধ আছে, কৈবল্যলাভ হইলে তাহাও পরিত্যক্ত হয়। ৭।

সন্ন্যাস অর্থে সর্ব্বত্যাগ। নিজ ইচ্ছানুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার কাহারও ক্ষমতা নাই। আত্মজ্ঞান ব্যতীত কৈবল্য হয় না। কৈবল্যে পরমসন্ন্যাস হয়। ৮।

ঐ সুবর্ণই মালিন্য নহে। ঐ সুবর্ণ মলিন হইয়াছে। ঐ সুবর্ণে যখন মালিন্য ছিল না, তখন ঐ সুবর্ণ মলিনও ছিল না। ঐ মালিন্য-বিশিষ্ট সুবর্ণকে মালিন্যবিহীন করিতে পারিলে, আর উহাকে 'মলিন-সুবর্ণ' বলা হইবে না; তখন উহাকে সুবর্ণই বলা হইবে। জীবত্ব, আত্মার

মালিন্য। আত্মা জীবত্বরূপে মালিন্য-বিশিষ্ট হইলে, তাঁহাকে জীবাত্মা বলা হয়। আত্মার জীবত্ব-মালিন্য না থাকিলে, আত্মা আর জীবাত্মা নহেন। তখন আত্মা—কেবলাত্মা, তখন আত্মা—শুদ্ধাত্মা, তখন আত্মা—পরমহংসও নহেন। তখন আত্মা—পরমহংসত্বের পরবর্ত্তী। তখন আত্মা—গৃহস্থও নহেন, সন্ন্যাসীও নহেন। তখন আত্মা—অন্য কোন প্রকার আশ্রমী নহেন। তখন আত্মা—অজ্ঞানীও নহেন, জ্ঞানীও নহেন। তখন আত্মা—অভক্তও নহেন, ভক্তও নহেন। তখন আত্মা—অধার্ম্মিকও নহেন, ধার্ম্মিকও নহেন। তখন আত্মা—পাপীও নহেন, নিষ্পাপীও নহেন। তখন আত্মা—অপণ্ডিতও নহেন, পণ্ডিতও নহেন। তখন আত্মা—অধমও নহেন, উত্তমও নহেন।

সেই সর্ব্বাবস্থার পরবর্ত্তিনী অনবস্থায় আত্মা, সর্ব্বগুণ-বিবর্জ্জিত নিষ্ক্রিয় ও সম্পূর্ণ-সর্ব্বোপাধি-শূন্য 'কেবল' হন্। ৯।

সমাপ্ত।

বিজয়-ভেরী।

উপনিষদ্-রহস্য কার্য্যালয়
হইতে
শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক প্রকাশিত

দ্বিতীয় সংস্করণ।

তারিখ ৮ই শ্রাবন, সোমবার, সন ১৩২৩ সাল।

মূল্য /১০ আনা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত পুস্তক সমূহ নিঃশেষিত হওয়ায়, কোনরূপ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন না করিয়া পুনর্মুদ্রিত করা হইল। মুদ্রাকর প্রমাদ দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইয়াছে। কাগজের মূল্যাধিক্য বশতঃ পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম।

১৩২৩, ৮ই শ্রাবন, হাওড়া, শ্রীগুরুমন্দির। } বিনীত— প্রকাশক

ইকনমিক্ প্রেস।
২৩।১ নং দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীকালিদাস মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজয়-ভেরী।

[১]

মরণের রোলে পড়ি, কেন তুমি বীর ?
মাগ্নি হুতাশের ছায়া
ব্যাপিয়া সমগ্র কায়া
কেন এত যাতনা-অধীর ?
কেন পাষাণের ভার—
বুকে চাপা অনিবার
কেন এত বিষাদ প্রবীর !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[২]

কেন ক্লান্তি হে সাধক—কেন অবসাদ ?
কেন তুমি নত শির—
ভগ্নদণ্ড কেন বীর—
কেন মুখ মণ্ডিত-বিষাদ ?
কেন আঁখি দীপ্তিহীন
ওষ্ঠাধর বিমলিন
নিরাশায় হেরিছ প্রমাদ ?
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[৩]

কেন জীব! কেন ভাব নির্জীব জীবন?
কেন ভাব মায়া ফাঁস
রুধিয়াছে কণ্ঠশ্বাস—
কেন বৃথা করিছ রোদন?
মায়া ঘোরে অচেতন
কেন ভাব আত্ম-প্রাণ
কেন বৃথা আত্ম-সমর্পণ?
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ব্যোম্-ব্যোম্!
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[৪]

কেন ভাব আপনারে সংসারের দাস ?
কেন রে শৃঙ্খল গলে—
কল্পনা ক'রেছ ছলে—
কোথা যাবে ?—কেন হা হুতাশ ?
করিছ সংসার ধর্ম্ম—
কে বলিল "অপকর্ম্ম—
পুত্র-পত্নী লৌহময় ফাঁস,—"
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[৫]

মনের বিকার মাত্র জ্ঞান নাকি মায়া !
মন তব ইন্দ্র জাল—
রচি চিত্র সুবিশাল
দেখাইছে কল্পনার ছায়া !
বল তাহে কিবা দোষ
কেন তাহে অসন্তোষ
কেন তাহে কণ্টকিত-কায়া !
ওই শুন ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[৬]

কে বলিল—"মাতা-পিতা-জায়া পরিবার
বিঘ্ন সবে সাধনার—
ভেঙ্গে কর চুরমার
চাহ যদি কৃপা বিধাতার—"
একিরে প্রলাপ বাণী!
তাই কি চকিত প্রাণী—
দিবালোকে হেরিছ আঁধার?
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্!
আমারে আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[৭]

কে বলিল—"ঘর দ্বার জঞ্জালের রাশি।
হওরে অরণ্যবাসী,
মাখিয়া বিভূতি রাশি
গুহামাঝে হওরে প্রবাসী;
আঁখি মুদি ভাব শূন্য
তবে হ'বে আশা পূর্ণ—"
কে শিখালে হইতে উদাসী?
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ! কুস্বপন!
ওই শুন ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্!
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[৮]

গৈরিক বসনে কিম্বা জটাজুট জালে,
দণ্ড কমণ্ডলু মাঝে,
কিম্বা ভিক্ষুকের সাজে
লুকান কি আমি কোন কালে ?
হিমাদ্রি-তুষার-শৃঙ্গে
কল্পিত কনক-ভৃঙ্গে
গুপ্ত আমি—কে তোরে শিখালে ?
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[৯]

হায় রে !—দাসত্ব কিম্বা ভিক্ষাজীবী ব'লে
আমি কি ছেড়েছি তোরে ! —
সংসার সাগর পারে—
নির্ব্বাসিত করিয়াছি ছলে !
"মহাপাপী তুমি তাই
আমি ত তোমাতে নাই !"
ব'লেছি কি আমি কোন কালে ?
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[১০]

হও পাপী, কিম্বা তুমি হও পুণ্যবান্
হও কর্ম্মী হও ত্যাগী,
হও রোগী, কিম্বা ভোগী,
হও হিন্দু, কিম্বা মুসলমান;
হও নর, কিম্বা নারী,
রাজা—গৃহী কি ভিখারী
সর্ব্বাবস্থে আমি যে সমান!
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন!
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্!
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[১১]

"সংসারী", "সন্ন্যাসী"—সুধু পোষাকের ফের্;
প্রকৃতি-পুলিন্দা মাঝে
অনেক পোষাক আছে
আবশ্যকে হইবে বাহির !
পোষাকে কি ভুলি আমি
পোষাকে ভুলিছ তুমি—
আমি কিরে ধাক্কা পোষাকের ?
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন ;
ওই শুন—ওই বাজে :ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[১২]

গৃহী যদি গৃহে থাক—সন্ন্যাসী সন্ন্যাসে
চাহিওনা ওই দিকে
ভুলিওনা চাকচিকে
ডুবিওনা পোষাকের ত্রাসে
ও সব (ওঁ) শকতি মোর—,
আবশ্যক মত তোর
সাজিছিস কল্পিত-হরসে!
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন!
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্!
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্ ওম্

[১৩]

জান না কি—যাহা ভাব তাহাই সংসার!
শূন্য ভাব—শূন্য আমি
শূন্যে অবস্থিত তুমি—
গড়ি দিব শূন্যের সংসার!
শূন্যে সমাধিস্থ হ'বে
শূন্যে তুমি লয় পাবে
শূন্যে হের সত্ত্ব আপনার!
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন!
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্!
আমারি আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[১৪]

ভাব যদি—পূর্ণ কিম্বা নির্ব্বিকার তুমি :—
হবে পূর্ণ—নির্ব্বিকার !
চিন্তামত তদাকার—
আমার বিচিত্র রঙ্গভুমি !!!
যেভাবে ভাবনা তুমি
আমিই ঘুরায়ে আনি
কেন্দ্রে—যথা **তুমি** হও **আমি**
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী **ওম্-ওম্-ওম্** ।

[১৫]

ভাবের তরঙ্গ কিম্বা নিস্তরঙ্গ ভাব,
আমারই প্রভাব সব
আবশ্যকে অনুভব
পুনঃ ত্যাগ—পুনঃ নব ভাব!
আমিই কল্পনা-জাল
আমি মায়া সুবিশাল
সত্য, মিথ্যা আমিই ত সব!
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন!
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্!
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[১৬]

কে বলিল অন্ধকারে রহিয়াছ তুমি।
সত্য যদি অন্ধকারে—
খোঁজ তবে সে আঁধারে
দেখিবে লুকান আছি আমি!
কোথা কি আলোক মেলে!
ক্ষুদ্র দীপ শিখা জ্বেলে
কে খোঁজেরে দীপ্ত-দিনমণি!
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন!
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্!
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[১৭]

পরিচ্ছদে আগে তোর কিবা প্রয়োজন !
সাধু, যোগী, জটাধারী
দণ্ডী কিম্বা ফলাহারী
আগে কেন এত আয়োজন ?
সাধের পোষাক প'রে
যত্তপি না পাও মোরে
অবসাদে করিবে রোদন !
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন্ !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[১৮]

কিন্তু যদি পাও আগে খুঁজিয়া আমায় ;
তখন প্রকৃতি তব
দিবে পরিচ্ছদ নব
সেজ' তুমি যেমন সাজায় :—
মৌনী কিম্বা ব্রহ্মচারী
স্বামীজী কি গিরি, পুরী—
পাবে সাজ আমার ইচ্ছায় !
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী **ওম্-ওম্-ওম্** ।

[১৯]

করিতে বলিনা কিছু তোমায় এখন ;
শুধু রে কাতর প্রাণে
থাক মোর অন্বেষণে
শুধু কর আমার চিন্তন ;
শুধু বল "কোথা তুমি ?
কোথা তুমি ? কোথা তুমি ?
কোথা তুমি"—কররে রোদন
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[২০]

দেখিবে—তোমারই সাজে হইব উদয়!
তোমারই পুলিন্দা খুলি
লইব পোষাক তুলি
প্রাণ তব যেমনটি চায়—
নব বিমোহন সাজে
তোমারই প্রাণের মাঝে
আসো করি হইব উদয় !!!
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন!
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্।
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[২১]

(তখন) দেখিবিরে রহিয়াছি আমি সর্ব্বময়—
এই যে তোমাতে আমি !
এই যে আমাতে তুমি !
তুমি আমি ওই যে মিশায় !
কোথা সে সংসার আর—
ভবার্ণব সুদুস্তর—
কোথা মায়া ! কোথা অন্ধকার !
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ ।
আমার আনন্দ-ভেরী **ওম্-ওম্-ওম্** ।

[২২]

এই যে রে চারিধারে রহিয়াছি তোর!
এই যে সম্মুখে আমি!
এই যে পশ্চাতে আমি!
আশে পাশে এই যে রে তোর—
ঊর্দ্ধে—অধে চারিধারে
এই যে রয়েছি ঘিরে
এই যে রে বুকের ভিতর!
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন!
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্!
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[২৩]

কি দেখিছ—কি শুনিছ—ভাবিছ কি আর!
দেখিছ যা আমি তাই!
শুনিছ যা আমি সেই!
ব্যাপিয়াছি বাহির ভিতর!
তুমি হইয়াছ **আমি**।
আমি হইয়াছি **তুমি**!
তুমি আমি ভেদ নাহি আর!
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন!
ওই শুন ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্!
আমার আনন্দ-ভেরী **ওম্-ওম্-ওম্**।

[২৪]

সাগরে যেখানে লোষ্ট্র করনা ক্ষেপণ।
যায় উহা তল দেশে ;
স্থান বা অবস্থা দোষে
বৃথা কভু না হয় ক্ষেপণ।
যে ধর্ম্মে যে অবস্থায়
থাক কিবা আসে যায়
পাবে তল কর অন্বেষণ!
ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন!
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্!
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[২৫]

জান না কি মুক্তি অর্থে সাজুয্য-বিজ্ঞান ?
পোষাকেতে সিদ্ধি মেলে
বাড়ে জ্ঞান সিদ্ধি পেলে
পোষাকের তাই বিবর্ত্তন ;
(তাই) প্রয়োজন মত তোর
কভু সাধু, কভু চোর,
সাজ্ তুমি করিছ ধারণ
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[২৬]

জান না কি—কর্ম্ম মাঝে সিদ্ধি সুনির্ম্মল ;
যেথা কর্ম্ম সেথা জ্ঞান
সেথা শক্তি সেথা প্রাণ
সেথা আমি আত্মা সুবিমল।
কর্ম্মমাত্র মম যজ্ঞ !
"কু" "সু" কভু নহে ভোগ্য
পথধূলি এ সব কেবল !
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কম্পন !
ওই শুন ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[২৭]

চাহিও না নিম্নে তাই বলি হে সাধক--
যেখানেতে তুমি থাক
স্বধু উর্দ্ধে দৃষ্টি রাখ
হইওনা আত্ম প্রবঞ্চক !
উর্দ্ধে চাও—উর্দ্ধে চাও
নিম্নে দৃষ্টি না ফিরাও
(অবস্থার) পরিচ্ছদ যাক কিম্বা থাক
ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ ।
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্ ।

[২৮]

ভয় নাই ! ভয় নাই ! ত্যজ কুস্বপন।
বিশিষ্ট ভাবেতে **ওম্**
তার নাম ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
ওম্ নাদে ব্যোমের স্বজন
জল, স্থল, বায়ু, ব্যোম্
ওম্ পূর্ণ ব্যোম্—ব্যোম্
ওম্ ব্যোম্ অ-পূর্ব্ব মিলন !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্
আমার আনন্দ-ভেরী **ওম্-ওম্-ওম্** ।

[২৯]

ভয় নাই! ভয় নাই! ত্যজ কুস্বপন!
দিবসে তারকাচয়
আছে ব্যোমে সুনিশ্চয়
কিন্তু কেবা পায় দরশন?
নিশার আঁধার এলে
ফুটে উঠে দলে দলে
তারাপূর্ণ হেররে গগন।
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্! ব্যোম্! ব্যোম্।
আমার আনন্দ-ভেরী ওম্-ওম্-ওম্।

[৩০]

তেমতি রয়েছি আমি কর দরশন,
নেভা তোর জ্ঞান শিখা
ধার-করা-জ্যোতিঃরেখা
কর হৃদি আঁধারে মগন ;
বল মুখে **ওম্-ওম্**
শুনিবিরে ব্যোম্ ব্যোম্
বাজিছে আনন্দ ভেরী ব্যাপিয়া ভুবন !
চন্দ্রে, সূর্য্যে, বৃক্ষে, তৃণে,
ওম্-ওম্ রব শুনে
হও এসে আমাতে মগন !
ওই শুন—ওই বাজে ব্যোম্ ! ব্যোম্ ! ব্যোম্ !
আমার আনন্দ-ভেরী **ওম্-ওম্-ওম্**।